صَلُّوا كما رَأَيْتمُوني أصلّي

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন ঃ "তোমরা সালাত আদায় কর, যেভাবে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখেছ।"

(বুখারী– ১ম খণ্ড ৮৮ পৃষ্ঠা, ই. ফা. হাঃ ৬৩১, মুসলিম, মিশকাত– ৬৬ পৃষ্ঠা)

ইসলামী মৌলিক নীতিমালাসহ
মাস্‌নুন সালাত ও দু'আ শিক্ষা

মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান

বি.এ, এম.এম (তাফসীর, ফার্স্ট ক্লাস)
এম.এম (হাদীস, ফার্স্ট ক্লাস), দাওরা হাদীস, ঢাকা।
অনার্স– মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব
সাং ও পোঃ রহিমানপুর,
থানা ও জেলা ঃ ঠাকুরগাও, বাংলাদেশ।

ইসলামী মৌলিক নীতিমালাসহ

মাস্‌নুন সালাত ও দু'আ শিক্ষা

প্রকাশক :

আব্দুল্লাহ, আহমাদুল্লাহ ও নাছরুল্লাহ

প্রথম প্রকাশ :

অগাষ্ট ২০০১ঈঃ

দ্বিতীয় প্রকাশ :

এপ্রিল ২০০৮ঈঃ

কম্পিউটার কম্পোজ প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ :

তাওহীদ পাবলিকেশন্স
৯০, হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল
ঢাকা-১১০০, ফোন : ৭১১২৭৬২

অভিমত

এ উপমহাদেশের অতুলনীয় রিজালবিদ ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আল্লামা আবূ মুহাম্মদ আলীমুদ্দীন নদিয়াভী (রহ.) সাহেব বলেন ঃ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

স্নেহবর শাইখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ খান (হাফিযাহুল্লাহ তা'আলা)-এর সংকলিত দীনি আক্বীদাহ ও মাস'আলা-মাসায়েল সম্বলিত গ্রন্থ **"ইসলামী মৌলিক নীতিমালাসহ মাসনুন সালাত ও দু'আ শিক্ষা"**-এর প্রথমার্ধ সম্পূর্ণরূপে ও শেষার্ধ আংশিকভাবে পড়ে দেখলাম। বইটি বিশুদ্ধ আক্বীদাহ ও সহীহ্ তরীকায় সালাত আদায়ের নিয়মাবলী সম্বন্ধে লিখা হয়েছে এবং ইসলামী জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যিকির ও দু'আগুলো সন্নিবেশিত হয়েছে। আর বইখানির বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে সালাত আদায়ের জন্য দু'আ-দরুদসহ কিছু সূরার অর্থসহ বাংলা উচ্চারণ উল্লেখ হয়েছে। যা বাংলাভাষী মুসলিমদের জন্য সালাতের প্রয়োজনীয় নিয়মাবলী জানতে খুবই সহজ হবে। বইখানির বহুল প্রচার হওয়া ঐ সাথে লেখকের উদ্দেশ্য সফল হওয়া কামনা করছি।

ইতি

তারখি : ২৮-০৮-১১৯৯ইং

(আবু মুহাম্মদ আলীমুদ্দীন)
অধ্যক্ষ, পাচরুখী দারুল হাদীস সালফীয়াহ মাদ্রাসা
পাঁচরুখী, নারায়ণগঞ্জ

অভিমত

বাংলার প্রখ্যাত মুহাদ্দিস মাদ্‌রাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া ঢাকা-এর সুযোগ্য অধ্যক্ষ শাইখুল হাদীস মাওলানা আহ্‌মাদুল্লাহ্ রাহমানী সাহেবের সুচিন্তিত অভিমত–

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

স্নেহবর শাইখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান-এর লিখিত **"ইসলামী মৌলিক নীতিমালাসহ মাসনুন সালাত ও দু'আ শিক্ষা"** বইটির সূচীপত্রে উল্লেখিত বিষয়াদির বিস্তারিত বিবরণ শুনে আমি এই পেলাম যে, বইটি কুরআন ও সহীহ হাদীস মুতাবেক সংকলিত হয়েছে। আমি আশা রাখি যে, বইটি দ্বারা বাংলাভাষী মুসলিমগণ বহু উপকৃত হবেন, তাই এই পুস্তক ছাপানো এবং মুসলমানদের মাঝে সরবরাহ করা অত্যন্ত প্রয়োজন মনে করছি। আমি দু'আ করি আল্লাহ তা'আলা যেন লিখককে দুনিয়া ও আখিরাতে উত্তম জাযা দান করেন এবং দুজাহানে তার মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।

তারিখ : ৩১/০৮/১৯৯৯ইং

আহ্‌মাদুল্লাহ রাহমানী
অধ্যক্ষ
মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া
৭৮, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪

تقريظ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذى وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد راجعت الكتاب المسمى ب "**مبادئ الإسلام وتعليم الصلاة والأدعية المسنونة**" النصف الأول كاملا ونبذة من النصف الأخير الذى ألفه العزيز الشيخ/محمد شهيد الله خان بن محمد عبد المنان خان– حفظه الله تعالى– ولاشك أن هذا الكتاب ألف فى العقيدة الصحيحة وتعليم كيفية الصلاة مفصلا على ضوء الكتاب والسنة الصحيحة، وأيضا جمعت فيه الأدعية والأذكار المسنونة التى يحتاج إليها كل مسلم فى حياته اليومية. الجدير بالذكر أن هذا الكتاب اشتمل على الأحكام والمسائل الضرورية لتعليم الصلاة الصحيحة باللغة البنغالية لكى يستفيد منه البنغاليون استفاده تامة. كما وجدته صالحا للطبع.

فأنا أرجو وأتمنى طبعه ونشره بين أبناء المسلمين البنغلاديشيين. وأسأل الله أن يتقبل خدمة المؤلف الخالصة وينفع بعلمه الإسلام والمسلمين.

وصلى الله على النبى وسلم تسليما كثيرا

كتبه:

أبو محمد عليم الدين الندياوى

مدير المدرسة دار الحديث السلفية

بيانجروخى، نرائن غنج، بنغلاديش.

ونائب الرئيس ومفتى لجمعية أهل الحديث البنغلاديش.

تحريرا : ١٩٩٩/٨/٢٨م

লিখকের আরয

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين.

শুরুতেই মহান আল্লাহর প্রশংসা করছি যাঁর অপার কৃপায় এই বইখানি মুসলিম সমাজের খেদমতে পেশ করতে পেরেছি। অতঃপর সেই মহা মানবের উপর অসংখ্য সলাত ও সালাম পেশ করছি যাঁর বদৌলতে আমরা এ নির্ভেজাল ইসলাম ধর্মের ইবাদাতসমূহ জানতে পেরেছি।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের অনুসরণ কর, আর তোমাদের আমলসমূহ বরবাদ কর না। (সূরা মুহাম্মদ আয়াত– ৩৩)

এ আয়াত থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে, আল্লাহর আনুগত্য ও রাসূলের অনুসরণ আমলে না থাকলে তা বাতিল বা নষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহর কাছে কখনো গ্রহণযোগ্য হয় না, যতই পরিশ্রম, সময় ও অর্থ ব্যয় করে করা হোক না কেন।এ জন্যই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন :

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

অর্থ : যে ব্যক্তি আমাদের এ ব্যাপারে (ইসলামে ইবাদাতের নামে) নতুন কিছু আবিষ্কার করে যা তাতে ছিল না, তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য। অর্থাৎ কখনো গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। (বুখারী ও মুসলিম)

ইসলামের পাঁচটি রোকনের প্রথম হলো : শাহাদ বা ঈমান এরপরই সালাত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সালাত আদায় প্রসঙ্গে বলেন :

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِيْ أُصَلِّي

অর্থ : তোমরা সালাত আদায় কর, যেভাবে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখেছ। (বুখারী ৮৮ পৃষ্ঠা, মুসলিম, মিশকাত–৬৬ পৃষ্ঠা)

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পদ্ধতিতে সালাত আদায় না করলে আল্লাহর কাছে তা কবূল হবে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলেও সত্য যে, মুসলিম সমাজে লক্ষ্য করলে দেখা যায় মানুষ বিভিন্ন নিয়মে সালাত আদায় করছে, তাই মানুষ শ্রম ও সময় ব্যয় করে যে ইবাদত/সালাত আদায় করছে তা যাতে আল্লাহর কাছে কবুল হওয়ার যোগ্য হয় সে লক্ষ্যে আমি যখন বুখারী, মুসলিম, আবূদাউদ, তিরমিযী, নাসাই, ইবনু মাজাহ্, মুআত্তা ইমাম মালিক, মিশকাত, বুলুগুল মারাম ইত্যাদি হাদীসগ্রন্থ ও মাস'আলা মাসায়েলের বিভিন্ন গ্রন্থসমূহ পড়ার তাওফীক্ব পেলাম, তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সালাত সম্পাদন পদ্ধতি বিষয়ক হাদীসটিকে ভিত্তি করে তিনি কিভাবে সালাত আদায় করেছেন সেই নিয়মে একটি ছোট নামায শিক্ষা বই লিখার প্রয়াস পাই। অবশ্য তখনো বাংলা ভাষায় বাজারে অনেক নামায শিক্ষা বই মওজুদ ছিল, কিন্তু তার মধ্যে কতক বই বিশুদ্ধ হাদীস মুতাবেক রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সলাতের সঠিক পদ্ধতি লিখা হয় নি। আবার কতক বই বিশুদ্ধ হাদীস মোতাবেক লিখা হলেও তা ব্যাপক ও বড় হওয়ার কারণে দুই থেকে তিন খণ্ডে সমাপ্ত। ফলে সাধারণ মানুষের কাছে তা পৌঁছানো সম্ভব হয়নি।

আমি যখন সলাত শিক্ষা বইটি লিখলাম, তখন মনে হলো যে, এতে ইসলামী মৌলিক নীতিমালাসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করতে পারলে আরো ভালো হবে। তাই বইটিতে সংক্ষিপ্ত আকারে একজন মুসলিমের ঈমান আকীদাহ-বিশ্বাস ও সালাত ব্যতীত অন্যান্য ইসলামী মৌলিক নীতিমালার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি এবং বইটির শেষে মুসলিম জীবনে নিত্য প্রয়োজনীয় বেশ কিছু দু'আ বাংলা উচ্চারণ ও অর্থসহ সংকলন করেছি।

১৯৯৭ ইং সালেই বইটি খসড়া আকারে লিখে রেখেছিলাম, কিন্তু ছাত্রাবস্থায় তা প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। অতঃপর যখন মদীনা ইসলামী বিশ্ব বিদ্যালয়ে আসার সুযোগ ঘটল, তখন সে বৎসরেই সউদী আরবের "আল-কাসিম" নামক শহরে দাওয়াতী প্রোগ্রামে যাওয়া হয়, সেখানে বাঙ্গালীদের মধ্যে বাংলাভাষায় এ ধরনের একটি বইয়ের বিশেষ প্রয়োজন অনুভূত হলে "আল-বুরাইদাহ ইসলাম প্রচার কেন্দ্র"-এর প্রধানের সাথে যোগাযোগ করলে তিনি বইটি প্রকাশে প্রেরণা দেন, ফলে বইটি পুনরায় সংস্কার করে প্রস্তুত করি।

বইটি মোট পাঁচটি অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায় : ইসলাম ও ঈমান সম্পর্কীয়, দ্বিতীয় অধ্যায় : তাহারাত বা অযু, গোসল ও তায়াম্মুম ইত্যাদি পবিত্রতা অর্জন সম্পর্কীয়, তৃতীয় অধ্যায় : সালাত সম্পর্কীয় সংক্ষিপ্ত কলেবরে বিস্তারিত ও সুস্পষ্ট আলোচনা করা হয়েছে, এতে প্রায় ৩৫ প্রকারের সালাত বা নামায নিয়ম কানুনসহ বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায় : যাকাত, সিয়াম ও হাজ্জ সম্পর্কীয়। পঞ্চম অধ্যায় : বিশেষ প্রয়োজনীয় কুরআন ও হাদীস থেকে প্রায় একশতটি দু'আ ও যিকর বাংলা উচ্চারণ ও অর্থ সহ সংকলন করা হয়েছে। বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীসের দুর্মূল্য গ্রন্থসমূহ অধিকাংশ আলেমের কাছে থাকা অসম্ভব, কিন্তু মিশকাত ও বুলুগুল মারাম প্রত্যেক আলেমের ঘরে থাকা অবশ্যই উচিত, তাই বইটিতে বেশীর ভাগ মিশকাত ও বুলুগুল মারামের হাওয়ালা/উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে যাতে মিলিয়ে নেয়া সহজসাধ্য হয়।

অধুনা বাজারে অনেক সালাত শিক্ষা বই রয়েছে কিন্তু তাতে প্রমাণপঞ্জী যথাযথ উল্লেখ করা হয়নি, ফলে সে সমস্ত বইপুস্তকে অনেক ভিত্তিহীন কথা স্থান পেয়েছে। তাই আমি এ বইয়ে প্রতিটি কথার সঠিক প্রমাণ উল্লেখ করতে যথা সাধ্য চেষ্টা করেছি। বইটিতে সালাতের নিত্যপ্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি, বইয়ের কলেবর বৃদ্ধি হয়ে যাবে তাই জানা থাকা সত্ত্বেও অনেক বিষয় উল্লেখ করতে পারিনি। অনেকের পরামর্শক্রমে বইটিতে আরবী দু'আর সাথে তার বাংলা উচ্চারণও দিয়েছি। কিন্তু একথা সকলের মনে রাখা উচিত যে, আরবী শব্দের সঠিক উচ্চারণ বাংলা ভাষাতে কোন উপায়েই সম্ভব নয়। সেজন্য প্রত্যেক নামাযী ব্যক্তির আরবী উচ্চারণ শিখা উচিত। এ বইয়ে আরবীর বাংলা উচ্চারণে যেখানে ড্যাস (–), ঈকার (ী) ও ঊকার (ূ) প্রভৃতি রয়েছে সেখানে একটু টান দিয়ে পড়তে হবে।

আমি এই বইয়ে যত মাসআলা লিখেছি, আমার জ্ঞান মোতাবেক সাধ্যমত নির্ভুল লিখেছি (সঠিকের ব্যাপারে আল্লাহই অধিক অবগত আছেন)। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন ঃ প্রত্যেক আদম সন্তান ভুলকারী, আর সর্বশ্রেষ্ঠ ভুলকারী তারা, নিজের ভুল স্বীকার করে যারা। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, দারেমী, মিশকাত ২০৪ পৃঃ)। সুতরাং আমারও ভুল হওয়া স্বাভাবিক, তাই যদি কোন সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি বইয়ে

কোন ত্রুটি পেয়ে প্রমাণসহ জানালে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন : আল্লাহর কসম তোমার দ্বারা একজন লোককে আল্লাহর সুপথ দেখানো তোমার কাছে বহু মূলবান লাল উট থাকার চেয়েও শ্রেয় (বুখারী ৬০৬ পৃঃ)। তাই আমার এই বই দ্বারা একজন মুসল্লিও যদি সুন্নাতী নিয়মে সালাত আদায় করতে শিখে পরকালে নাজাত পায় তাহলে নিজের পরিশ্রমকে সার্থক মনে করবো।

বইটি লিখতে যেসব বই পুস্তকের সাহায্য নিয়েছি, সেগুলোর প্রত্যেকটির হাওয়ালা দিয়েছি এবং প্রমাণপঞ্জীতে উল্লেখ করেছি। বইটির ব্যাপারে যারা আমাকে যেভাবেই হোক সাহায্য করেছেন, তাদের প্রত্যেকের শুকরিয়া আদায় করছি এবং আল্লাহ তা'আলা যেন তাঁদের সবাইকে "জাযায়ে খায়র" দান করেন সে জন্য দু'আ করছি। যদি কোন বিজ্ঞজন বইটিকে আরো সর্বাঙ্গ সুন্দর করার জন্য সুপরামর্শ দেন তাহলে কৃতার্থ হবো।

সর্বশেষে বলছি, হে পরওয়ারদেগার! জ্ঞান ভিখারীর এই নগণ্য খিদমতটুকু কবুল কর এবং তোমার দ্বীনের আরো খিদমত করার তাওফীক দাও, আমীন!

বিনীত

মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান।

ঠাকুরগাঁও, বাংলাদেশ।

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা ঃ

মহান আল্লাহর জন্যে হামদ ও ছানা এবং রাসূলের শানে সালাত ও সালাম পেশের পর **"ইসলামী মৌলিক নীতিমালাসহ মাসনূন সালাত ও দু'আ শিক্ষা"** বইটি প্রথম প্রকাশের কিছুদিন পরই শেষ হয়ে যায় এবং দেশে বিদেশে বইটির যথেষ্ট চাহিদা দেখা দেয়, দ্বিতীয় সংস্করণে বইটি আরো প্রমাণ্য ও সমৃদ্ধ করার ইচ্ছা থাকায় পড়া-লিখা ও বিভিন্ন ব্যাস্ততার দরুণ তা সম্ভব হয়ে উঠেনি। কিন্তু পাঠক সমাজে বইটির চাহিদা আরো বৃদ্ধি হলে এবং গুনিজনের প্রেরণা অব্যাহত থাকলে ব্যাস্ততার মধ্য দিয়ে বইটি আরো প্রমাণ্য ও সুন্দর করে প্রস্তুত করার প্রয়াস পাই। অবশ্য কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় বহু মাস'আলা ব্যাপক ভাবে আলোচনা সম্ভব হয়নি, তাই সংক্ষিপ্ত ভাবে মূল বিষয় বস্তু আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি। বিষেশ করে দলীল-প্রমাণের সঠিকতা ও বিশুদ্ধতা যাচাইয়ে কোন কসুর করিনি। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, বইটি পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে রচিত হয়েছে। কিন্তু মানুষ ভূলের উর্দ্ধে নয়। অতএব সহৃদয় পাঠক সমাজের সুপরামর্শ থাকলে পরবর্তী সংস্করণে তা মূল্যায়ণ করা হবে। ইন্শাআল্লাহ।

বইটির দ্বিতীয় সংস্করণে যারা সহযোগিতা দিয়েছেন বিশেষ করে উম্মু আব্দুল্লাহসহ সকলকে আল্লাহ তা'আলা জাযায়ে খাইর দান করুন এবং ইসলাম ও মুসলিম সমাজের কল্যাণার্থে আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করে এপথে আরো অগ্রসর হওয়ার তাওফীক দান করুন আমীন।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى اٰله وصحبه أجمعين.

মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ খান

মিরপুর, ঢাকা।

১৫/০৪/২০০৮ইং

Π

প্রথম অধ্যায়

الباب الأول: الإسلام والإيمان

ইসলাম ও ঈমান সম্পর্কীয়

ইসলাম পরিচিতি

সকল প্রকার ইবাদতের মূল হলো ইসলাম। এরই উপর ভিত্তি করে আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে ইবাদাতের কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন ঃ

{إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الإِسْلاَمُ}

“নিশ্চয় ইসলাম হলো আল্লাহ তা‘আলার নিকট একমাত্র মনোনীত দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা)”।[১]

যা সার্বিকভাবে মানব জীবনের একমাত্র পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। ইহা যাবতীয় সংযোজন ও বিয়োজন হতে মুক্ত। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন–

{الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإ<سْلاَمَ دِيناً}

“আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামাতকে সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ করে নিলাম।”[২]

[১] সূরা আলে-ইমরান : ১৯।
[২] সূরা আল মায়িদাহ : ৩।

আল্লাহ তা‘আলা বান্দা হতে নির্ভেজাল ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম, মত ও পথ কবুল করবেন না। তিনি ইরশাদ করেন ঃ

{وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآ<خِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ}

“আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম (জীবন বিধান) তালাশ করবে উহা কখনই কবুল করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।”[৩]

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُنِيَ الإ<سْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ بَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ .

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেন ঃ ইসলামের ভিত্তি হলো পাঁচটি স্তম্ভের উপর, তা হলো ঃ (১) এ সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ তা‘আলা ব্যতীত সত্যিকার কোন উপাস্য নেই, আর মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর রাসূল। (২) সালাত কায়েম করা (৩) যাকাত আদায় করা (৪) রামাযানের রোযাব্রত পালন করা ও (৫) আল্লাহর ঘর কাবায় হাজ্জব্রত পালন করা।[৪]

মূলতঃ ইহাই ইসলামের পরিচয়, রসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল যে, আমাকে ইসলাম এর পরিচয় বলেদিন? তিনি উত্তরে বললেন :

الْإِسْلاَمُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ @ وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلاً

[৩] সূরা আলে-ইমরান : ৮৫।
[৪] বুখারী, মুসলিম, মিশকাত- ১২ পৃষ্ঠা।

ইসলাম হল : "সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত সত্যিকার অন্য কোন মাবুদ নেই, আরো- সাক্ষ্য প্রদান করা যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল, সলাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, রমাযানের সিয়াম পালন করা এবং সামর্থবানদের বায়তুল্লায় হাজ্জ সম্পাদন করা" ।[৫]

আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ ﷺ'র আনুগত্য

ইসলাম পরিচিতি জানার পর প্রশ্ন জাগে যে, ইসলামী কার্যাবলী কিভাবে সম্পাদন করবো? উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}

"ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূল (ﷺ)'র আনুগত্য কর, আর তোমাদের আমলসমূহ বিনষ্ট করনা ।"[৬]

অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর আনুগত্য ছেড়ে দিয়ে অন্য কোন মাযহাব, ইমাম, পীর ও মুরব্বীদের মনগড়া পথের আনুগত্য করে তোমাদের আমলসমূহ বিনষ্ট করনা। অতএব যে ব্যক্তি মুমিন হওয়ার দাবী রাখে ইখলাসের সাথে আল্লাহর (কিতাবের) ও তাঁর রাসূল (ﷺ)'র সহীহ হাদীসের হুবহু অনুসরণ করা তার উপর ফরয। কেননা কোন মাযহাব, ইমাম ও পীর মুরশিদের মস্তিস্ক প্রসূত মতবাদের (তরীকার) অনুসরণ করলে কেউ পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

{وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ}

[৫] সহীহ মুসলিম, ঈমান পর্ব, হাঃ ১। ইসলাম সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে লিখকের গবেষণামূলক গ্রন্থ "ইসলাম পরিচিতি বা ইসলাম কি ও কেন? পাঠ করুন।

[৬] সূরা মুহাম্মাদ : ৩৩।

"যদি তোমরা ঈমানদার হতে চাও তাহলে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের অনুসরণ কর।"[৭]

এ আয়াতে বলা হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পূর্ণ অনুগত্য স্বীকার করাই হল ঈমান, অন্যত্রে বলা হচ্ছে : আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য বর্জন করাই হল প্রকাশ্য কুফ্রী। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

{قُلْ أَطِيعُواْ اللهَ وَالرَّسُولَ فإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ}

"বলুন, আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য কর, আর যদি তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে আল্লাহ (ঐসব মুখ ফিরিয়ে নেয়া) কাফিরদেরকে ভালবাসেন না।"[৮]

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রসূলের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে কোন ঈমানদার নর-নারীর বিকল্প কোন পথ থাকে না, বরং বিকল্প পথটিই হল প্রকাশ্য গুমরাহী।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً}

"আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোন সিদ্ধান্ত দিলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে আর কোন এখতিয়ার থাকে না, আর যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে অমান্য করে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত হয়।"[৯]

অতএব আমাদেরকে সকল বিরোধপূর্ণ বিষয় আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সিদ্ধান্তের আলোকেই নিরসণ করতে হবে। যদি আমরা ঈমানদার হতে চাই।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

[৭] সূরা আল-আনফাল : ১।

[৮] সূরা আলে-ইমরান : ৩২।

[৯] সূরা আহযাব : ৩৬।

{فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَــى اللهِ وَالرَّسُــولِ إِنْ كُنْــتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآ>خِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيْلا}

"যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিরোধে জড়িয়ে পড়, তাহলে আল্লাহ ও রসূলের প্রতি প্রত্যাবর্তন কর- যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম।"[১০]

ইমাম তাবারী (রহ:) বলেন : "আয়াতের অর্থ হল যখন তোমাদের মাঝে কোন ধর্মীয় বিষয়ে বিরোধ পরিলক্ষিত হবে, তখন তার সমাধান ও ফায়সালা হলো একমাত্র আল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহর কিতাব কুরআন এবং রসূল অর্থাৎ তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর আদেশ ও নিষেধের মাধ্যমে এবং তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর সুন্নাতের মাধ্যমে।"[১১]

এ আয়াতের শিক্ষা হলো : আমরা যদি সত্যিকার আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার হই তাহলে আমাদের মাঝে ধর্মীয় বিবাদের সমাধান কোন ইমাম,পীর ও দরবেশের মত ও পথের মাধ্যমে না হয়ে হতে হবে একমাত্র আল্লাহর কিতাব আল কুরআন ও রসূল (ﷺ)'র সহীহ হাদীসের মাধ্যম। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সে তাওফীক দান করুন। আমীন!

আল্লাহ তা'আলার (কিতাবের) ও তাঁর রাসূল (ﷺ)'র (হাদীসের) অনুসরণে চার ইমামের মতামত

ইমাম আবূ হানীফা (রহ. ৮০-১৫০ হিজরী) বলেন ঃ "আমি যদি এমন কোন কথা বলি যা আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর কথার সাথে বিরোধ পূর্ণ হয়, তাহলে আমার উক্তি দেয়ালে ছুঁড়ে মার এবং

[১০] সূরা আন-নিসা : ৫৯।
[১১] তাফসীর তাবারী, সূরা আন-নিসার ৫৯ নং আয়াতের তাফসীর দ্রঃ।

কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশ পালন কর।" তিনি আরো বলেন ঃ "(আমার পর) যখন সহীহ হাদীস প্রমাণিত হবে জেনে রাখো সেটাই আমার মাযহাব।[১২]

ইমাম মালিক (রহ. ৯৩–১৭৯ হিজরী) বলেন ঃ "আমি একজন মানুষ হিসাবে ভুলও করি এবং শুদ্ধও করি, তাই আমার রায়কে উত্তমরূপে পরীক্ষা কর, উহার মধ্য থেকে যা কুরআন ও হাদীসের সাথে মিলে যায় তা গ্রহণ কর, এবং যা কুরআন ও হাদীসের সাথে মিলে না তা পরিত্যাগ কর"।[১৩]

ইমাম শাফেয়ী (রহ. ১৫০-২০৪ হিজরী) বলেন ঃ "কোন হাদীস সহীহ প্রমাণিত হলে উহাই আমার মাযহাব। তোমরা যদি আমার কোন উক্তি হাদীসের খেলাফ দেখতে পাও, তাহলে হাদীসের অনুসরণ কর এবং আমার উক্তিকে দেয়ালের বাইরে ফেলে দাও।"[১৪]

ইমাম আহমাদ (রহ. ১৬৪-২৪১ হিজরী) বলেন ঃ "তোমরা আমার তাকলীদ (অন্ধ অনুসরণ) করনা, আর ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আওযায়ী ও সুফিয়ান সাওরীর (রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম) অনুসরণ করনা, বরং তাঁরা যেখান থেকে গ্রহণ করেছেন তোমরা সেখান থেকে গ্রহণ কর। (অর্থাৎ কুরআন ও সহীহ হাদীস থেকে)"।[১৫]

ঈমানের বিবরণ

ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করা হলো ইসলামের সর্বপ্রথম রোকন বা স্তম্ভ। রসূলুল্লাহ কে (ﷺ) ঈমানের পরিচয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তরে বলেন :

[১২] মীযানে কুবরা শারানী- ১/৫৭ ও ৩০ পৃষ্ঠা।
[১৩] ইকাযুল হিমাম- ১০২ পৃষ্ঠা, কাউলুল মুফীদ- ১৬০ পৃষ্ঠা।
[১৪] হুজ্জাতুল্লাহীল বালিগাহ- ১/১৬৩ পৃষ্ঠা, ইকাযুল হিমাম- ১০৭ পৃষ্ঠা।
[১৫] সিয়ারে আলামুন্নুবালা, ই'লামুল মুয়াক্কেয়ীন-২/৩০২ পৃঃ।

{أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآ<خِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ}

“বিশ্বাস স্থাপন করা আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর ফিরিস্তাদের, কিতাবের, রসূরগণের ও আখিরাত বা শেষ দিবসের প্রতি, আরো বিশ্বাস স্থাপন করা ভাগ্যের ভাল ও মন্দের প্রতি।[১৬]

রসূলুল্লাহ (ﷺ)’র বর্ণনায় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ঈমানের ছয়টি রোকন। এ রোকনগুলো নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হল ঃ

১। আল্লাহ তা‘আলার প্রতি ঈমান ঃ তিনি স্রষ্টায়, প্রতিপালনে, দাতায়, ইবাদাত/উপাসনার অধিকারিত্বে এবং তাঁর সুন্দরতম নাম ও মহান গুনাগুণ সমূহে এক ও অদ্বিতীয় এবং অংশিদারিত্ব হতে বহু উর্দ্ধে ও পবিত্র। তিনি নিরাকার নন বরং তাঁর সত্তা ও গুণাবলী রয়েছে, তবে তা মাখলুকের সাথে তুলনাহীন, আর তিনি ব্যতীত তাঁর প্রকৃত রূপ ও ধরণ সম্পর্কে কেহ অবগত নয়। “তিনি স্ব-সত্ত্বায় আরশের উপর সমুন্নত,[১৭] সর্বত্র বিরাজমান নন। তবে তিনি দর্শন, শ্রবণ ও ক্ষমতায় আমাদের সাথে আছেন।[১৮] আমাদের সকলকেই তাঁর দিকে ফিরে যেতে হবে।

২। ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান ঃ তাঁরা হলেন আল্লাহর সম্মানিত বান্দা নূরের তৈরী, তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহর আদেশ পালনের জন্য, তাঁরা সর্বদায়ই নিজ দায়িত্বে রত আছেন।

৩। আসমানী কিতাবের প্রতি ঈমান ঃ আসমানী কিতাবসমূহ আল্লাহ তা‘আলার বাণী, যা মানুষের সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য নবী ও রাসূলদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন। এর সঠিক হিসাব একমাত্র আল্লাহ তা‘আলা জানেন, তবে প্রসিদ্ধ চারখানা– (১) তাওরাত মূসা (আঃ)-এর

[১৬] সহীহ মুসলিম ঈমান পর্ব, হাঃ ১। ঈমান সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে লিখকের গবেষণা মূলক গ্রন্থ “ঈমান পরিচিতি বা ঈমান কি ও কিভাবে”? পাঠ করুন।

[১৭] সূরা ত্বাহা : ৫। ইহা ছাড়াও আরো একাধিক আয়াত রয়েছে।

[১৮] সূরা ত্বাহা : ৪৬, শরহুল আকীদাহ আত্বহাবীয়াহ (৭৭, ৮৯, ২১৮ পৃষ্ঠা)।

উপর (২) যাবূর দাউদ (আঃ)-এর উপর (৩) ইঞ্জিল ঈসা (আঃ)-এর উপর (৪) আল-কুরআন মুহাম্মদ (ﷺ)-এর উপর, আর ইহা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ।

৪। নবী ও রাসূলগণের প্রতি ঈমান ঃ সর্বপ্রথম নবী হলেন আদাম (আঃ), সর্ব প্রথম রাসূল নূহ (আঃ), আর সর্বশেষ নবী ও রাসূল হলেন ঃ মুহাম্মদ (ﷺ)। তাঁর পরে কেউ নবুওতের দাবী করলে সে মিথ্যাবাদী ও কাফির।

নবী ও রাসূলগণ নূরের তৈরী নন, বরং তাঁরা সকলেই মানুষের মত রক্ত ও মাংসের তৈরী। আদাম ও ঈসা (আঃ) ব্যতীত সকল নবী ও রাসূল মাতৃগর্ভে ও পিতার ঔরষে জন্ম লাভ করেছেন। তাঁরা কোন গায়েব জানতেন না, আল্লাহ যা জানিয়েছেন তা ব্যতীত।[১৯] ঈসা (আঃ) ব্যতীত সকল নবী ও রাসূলগণ (আলাইহিমুস সালাম) ইন্তিকাল করেছেন।

৫। আখিরাতের প্রতি ঈমান ঃ আখিরাত হলো হিসাব নিকাশের দিবস, সেদিন মানুষের আমলসমূহের ফায়সালা হবে এবং প্রতিদান ও প্রতিফল দেওয়া হবে। যেদিন কোন প্রকার বিনিময় গ্রহণ করা হবে না, কারো প্রতি জুলুমও করা হবে না। এ ফায়সালার পরই কেউ জান্নাতে কেউ জাহান্নামে যাবে।

৬। তাকদীর বা ভাগ্যের ভাল মন্দের প্রতি ঈমান ঃ ভাগ্যের ভালো মন্দ যাই ঘটুক না কেন তাতে রাযী থাকা, কেননা তা সবই আল্লাহর ইচ্ছায় হয়ে থাকে এবং এর প্রকৃত রহস্য একমাত্র তিনিই জানেন।

[১৯] সূরা আরাফ : ১৮।

দ্বিতীয় অধ্যায়

الباب الثانى : الطهارة

পবিত্রতা সম্পর্কীয়

পবিত্রতা সালাতের চাবিকাঠি

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন ঃ পবিত্রতা সালাতের চাবিকাঠি।[২০] তিনি আরো বলেন ঃ পবিত্রতা অর্জন না করা পর্যন্ত সালাত কবুল করা হবে না।[২১] অতএব সালাতের চাবিকাঠি ও কবুলের শর্ত হলো পবিত্রতা অর্জন করা। পবিত্রতা দু’প্রকার– (১) আত্মিক পবিত্রতা ও (২) শারীরিক পবিত্রতা।

(১) আত্মিক পবিত্রতা : ইহা নিম্ন বর্ণিত কার্যসমূহ হতে মুক্ত হওয়ার মাধ্যমে অর্জন হয়ে থাকে।

(ক) সন্দেহ ঃ ইহা হলো মতদ্বন্দ্ব এবং নিজের মধ্যে পরিপূর্ণ দৃঢ়তা না থাকা, যেমন– আল্লাহর অস্তিত্বে সন্দিহান হওয়া বা ইসলামের মূল বিষয়সমূহের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা। এর বিপরীত হলো দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস স্থাপন করা।

(খ) নিফাক বা মুনাফিকী ঃ ইহা হলো বাহ্যিকভাবে ঈমান প্রকাশ করা আর অন্তরে কুফরী খেয়াল রাখা।

(গ) শির্ক ঃ ইহা হলো আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদাত করা, আল্লাহ যে সমস্ত বিশেষ গুণের অধিকারী সে ক্ষেত্রে তাঁর সমপর্যায় কাউকে মনে করা। অথবা মৃত ব্যক্তির নিকট দু‘আ করা, বিপদ থেকে উদ্ধার চাওয়া, অন্য কারো উদ্দেশ্যে কুরবানী করা, কোন কিছু মানত করা, মৃতদের ভয় করা, তাদের নিকট কোন কিছুর আশা করা। যেমন– আমাদের দেশে পীর

[২০] আবূ দাউদ, তিরমিযী, মিশকাত- ৪০ পৃঃ (হাসান)।
[২১] মুসলিম, মিশকাত- ৪০ পৃঃ।

ও মাজারে করা হয়ে থাকে তা নিঃসন্দেহে শির্ক যা হারাম। ইহার বিপরীত হল তাওহীদ (আল্লাহর একত্ববাদ)।

(ঘ) রিয়া বা লোক দেখানো ও শুনানোর উদ্দেশ্যে ইবাদাত : এটা হলো মানুষের প্রশংসা লাভের আশায় কোন ইবাদাত করা, অথবা মানুষের ধিক্কারের ভয়ে কোন ইবাদাত ত্যাগ করা, এসবই ছোট শির্কের অন্তর্ভুক্ত। ইহার বিপরীত হলো ইখলাস বা একনিষ্ঠতা।

(ঙ) কিব্‌র বা অহঙ্কার ঃ ইহা হলো গোঁড়ামী বশতঃ সত্যকে গ্রহণ না করা এবং মানুষকে হেয় প্রতিপন্ন করা ও নিজেকে বড় মনে করা।

(চ) হাসাদ বা হিংসা করা যা হারাম।

(ছ) হিকদ ঃ এটি হলো সদা-সর্বদা মুমিন-মুসলিমের সাথে শত্রুতামূলক ব্যবহার করা এবং তাদের অকল্যাণ কামনা করা। এর বিপরীত হলো মুহাব্বাত বা ভালোবাসা।

(জ) কৃপণতা ঃ যা ইবাদাতে প্রকাশ পায়।

(ঝ) আত্মম্ভরিতা ঃ এটি হলো নিজেকে বড় মনে করা যা কথা ও কাজে প্রকাশ করা হয়।

(ঞ) বিদ্‌‘আতী ও কুফরী আক্বীদা বিশ্বাস ঃ যেমন বিশ্বাস করা যে আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান, তিনি নিরাকার। মুহাম্মদ (ﷺ) নূরের তৈরী। তিনি গায়েব জানেন। এসবই কুরআন ও সহীহ হাদীস পরিপন্থী বিশ্বাস যা হারাম। এর বিপরীত হলো সুন্নাতী ও তাওহীদী আকীদাহ বিশ্বাস পোষণ করা।

(২) শারীরিক পবিত্রতা ঃ যে সকল নাপাকী হতে শারীরিক পবিত্রতা অর্জন করতে হয় তা দু’প্রকার ঃ

(ক) ছোট নাপাকী– যার কারণে অযু করা ফরয হয়।

(খ) বড় নাপাকী– যার কারণে গোসল করা ফরয হয়। আর অযু ও গোসল উভয়ের অপারগতায় তায়াম্মুম করা ফরয হয়। নিম্নে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হলো :

প্রস্রাব-পায়খানার নিয়মাবলী

ছোট নাপাকীর মধ্যে হলো প্রস্রাব-পায়খানা, এর নিয়ম সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন ঃ যখন তোমাদের কেউ প্রস্রাব-পায়খানায় যাবে তখন ক্বিবলার দিকে মুখ ও পিঠ করে বসবে না। অতঃপর তিনি ইস্তিঞ্জার জন্য ৩টি পাথর নেয়ার নির্দেশ দেন এবং গোবর ও হাড় (অন্য বর্ণনায় কয়লা) দিয়ে কুলুখ নিতে নিষেধ করেন, (এটি পানির পরিবর্তে)। আর ডান হাত দিয়ে ইস্তিঞ্জা বা প্রস্রাব-পায়খানার অঙ্গ ধোয়া নিষেধ করেন।[২২] কিবলাকে সামনে ও পিছনে রেখে প্রস্রাব-পায়খানা করা নিষেধ।[২৩] প্রস্রাব-পায়খানা যাওয়ার সময় আগেই কাপড় তোলা নিষেধ এবং পায়খানার জন্য কেউ দেখবে না এমন জায়গা নির্ধারণ করতে হবে।[২৪] গোসলখানায়, গর্তে, নদী বা পুকুরের ঘাটে, পথের মাঝখানে ও গাছের ছায়াতে প্রস্রাব-পায়খানা করা নিষেধ।[২৫] প্রস্রাব-পায়খানায় প্রথমে বাম পা ও ফিরার সময় প্রথমে ডান পা রাখা, পায়খানার সময় বাম পায়ে ভর দিয়ে বসা, পায়খানা শেষে হাত মাটিতে ঘষে ধৌত করা হাদীসে প্রমাণিত (মাটি না পেলে সাবান দিয়ে ধোয়া)।[২৬]

প্রস্রাবের পর জোরে কাশি দেয়া, কুলুখ নিয়ে উঠা-বসা করা, গুপ্তাঙ্গে হাত রেখে পায়চারি করা, এটা শয়তানী ওয়াস্‌ওয়াসাহ ও বিদআত

[২২] মুসলিম, ইবনে মাজাহ, দারেমী, মিশকাত- ৪২ পৃঃ।
[২৩] সহীহ বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত- ৪২ পৃঃ।
[২৪] তিরমিযী, আবূ দাউদ, মিশকাত- ৪২ পৃঃ। (সহীহ)
[২৫] আহমাদ, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ, মিশকাত- ৪৩ পৃঃ (সহীহ)।
[২৬] সলাতুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৫৩-৫৪।

এবং লজ্জাহীনতার কাজ; যার কোন সঠিক প্রমাণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও তাঁর সাহাবীদের (রাঃ) থেকে নেই।[২৭]

প্রস্রাব পায়খানায় যাওয়ার সময় দু'আ

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হতে প্রমাণিত প্রশ্রাব পায়খানায় যেতে এ দু'আ পড়তেন ঃ

بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

উচ্চারণ ঃ বিস্‌মিল্লাহ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল খুবুছি ওয়াল খাবা-ইছ।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি দুষ্ট জীন পরীর দুষ্টামী হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[২৮]

প্রস্রাব পায়খানা হতে ফিরার সময় দু'আ

তিনি (ﷺ) যখন প্রস্রাব পায়খানা হতে ফিরতেন তখন এই দু'আ পড়তেন ঃ **غُفْرَانَكَ** (গুফ্‌রা-নাকা)।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।[২৯]

এসব ছোট নাপাকী হতে পবিত্রতার জন্য প্রয়োজন অযু, তাই এখন অযুর আলোচনায় আসি।

অযুর ফযীলাত ও গুরুত্ব

অযু উম্মাতে মুহাম্মাদীয়ার এক বড় বৈশিষ্ট্য। কিয়ামতের দিন অন্যান্য উম্মাতের মধ্যে মুহাম্মাদী উম্মাতের জন্য বিশেষ প্রতীক, তাদের অযুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি জ্যোতির্ময় হয়ে চমকাতে থাকবে। অন্য কোন উম্মাতের এরূপ হবে না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন ঃ যখন কোন মুমিন

[২৭] আইনী তোহফা সলাতে মুস্তাফা- ১ম খণ্ড, ৪৫ পৃঃ।
[২৮] বুখারী, মুসলিম, বুলুগুল মারাম- ৩৫ পৃষ্ঠা। ইরওয়াউল গালীল, হাঃ নং- ৮।
[২৯] আহমাদ, সুনানে আরবা, হাকেম সহীহ, বুলুগুল মারাম- ৩৭ পৃষ্ঠা।

ব্যক্তি অযুর সময় তার মুখমণ্ডল ধৌত করে তখন দু'চক্ষু দ্বারা যত গুনাহ হয় সবই পানির বিন্দুর সাথে ঝরে যায়। তারপর যখন দু'হাত ধৌত করে তখন হাতের দ্বারা কৃতগুনাহ্গুলি পানির সাথে ঝরে যায়। অতঃপর যখন দু'পা ধৌত করে তখন পায়ের দ্বারা কৃতগুনাহ্গুলি পানির বিন্দুর সাথে ঝরে যায়, এভাবে অযুর মাধ্যমে সে গুনাহ্সমূহ হতে নিষ্কলুষ হয়ে যায়।[৩০] তিনি (ﷺ) বলেন ঃ অযুহীন ব্যক্তি যতক্ষণ না অযু করে ততক্ষণ পর্যন্ত তার সালাত কবুল হয় না।[৩১] এখন জানা দরকার অযু করার নিয়মাবলী।

অযু করার নিয়মাবলী

অযু করার নিয়মাবলী ক্রমান্বয়ে আলোচনা করা হলো।

মিসওয়াকের বিবরণ

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন ঃ মিসওয়াক মুখ পবিত্রকারী ও প্রভুর সন্তুষ্ট বিধানকারী।[৩২] তিনি (ﷺ) বলেন ঃ যদি আমি আমার উম্মাতের উপর কষ্ট মনে না করতাম, তাহলে প্রত্যেক অযুর সাথে মিসওয়াক করার হুকুম দিতাম।[৩৩] প্রত্যেক নামাযের সময়ও মিসওয়াক করা সুন্নাত।[৩৪] পিলু, যায়তুন, নিম ও খেজুরের তাজা ডাল ইত্যাদি দ্বারা মিসওয়াক করা ভাল। মিসওয়াক উপরের মাড়ীর ডান দিক থেকে শুরু করা উচিত। রোযা রাখা অবস্থায় সব সময় মিসওয়াক করা যায়। কোন নিষেধ নেই, বরং ইহা সুন্নাত।[৩৫]

নিয়্যাত করার বিবরণ

নবী (ﷺ) বলেন ঃ প্রত্যেক আমলের ফলাফল নিয়্যাতের উপর নির্ভরশীল।[৩৬] অযু একটি আমল হেতু নিয়্যাত করা প্রয়োজন। কিন্তু

[৩০] মুসলিম, মিশকাত- ৪০ পৃঃ।
[৩১] মুসলিম, মিশকাত- ৩৮ পৃঃ।
[৩২] বুখারী, মিশকাত- ৪৪ পৃঃ।
[৩৩] নাসাঈ, তা'লীকে বুখারী, সহীহ ইবনে খুযাইমাহ, বুলুগুল মারাম- ২০ পৃঃ।
[৩৪] বুখারী, মুসলিম মিশকাত- ৪৪ পৃঃ।
[৩৫] নাসাঈ ১ম খণ্ড- ৩ পৃঃ।
[৩৬] বুখারী, মুসলিমম, মিশকাত- হাঃ ১।

আমাদের মধ্যে কেউ কেউ গদবাঁধা শব্দ পাঠ করে নিয়্যাত করে থাকি, ইহাতো সুন্নাত নয় বরং বিদআত। কারণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবীদের (রাঃ) থেকে এর কোন প্রমাণ নেই। আল্লামা ইবনুল হুমাম হানাফী (রহ.) বলেন, মুখে নিয়্যাত পড়া বিদআত।[৩৭] নিয়্যাত হলো পবিত্রতা অর্জনের ইচ্ছা ও সংকল্প করা। বিস্তারিত সালাতের নিয়্যাত আলোচনায় দ্রষ্টব্য।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)'র অযুর বিবরণ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অযু সম্পর্কিত সমস্ত হাদীসগুলো একত্রিত করলে তাঁর অযুর নিয়মাবলী নিম্নরূপ ঃ

তিনি (ﷺ) অযু করার সময় প্রথমে "বিস্মিল্লাহ" পড়তেন।[৩৮] তারপর দু'হাত কব্জি পর্যন্ত ৩ বার ধৌত করতেন।[৩৯] এ হাত ধোয়ার সময় তিনি এক হাতের আঙ্গুল অন্য হাতের আঙ্গুলের মধ্যে ভরে দিয়ে খেলাল করতেন।[৪০] আঙ্গুলে আংটি থাকলে সেটা নাড়িয়ে ভাল করে ধৌত করতেন।[৪১] তারপর ৩ বার কুলি করতেন এবং ৩ বার নাকে পানি দিয়ে নাক ঝেড়ে ভাল করে সাফ করতেন। তারপর (মাথার সম্মুখের চুলের গোড়া হতে দুই কানের পার্শ্ব দিয়ে থুতনির নীচ পর্যন্ত) সমস্ত মুখমণ্ডল ৩ বার ধৌত করতেন।[৪২] দাড়ির ভিতরে পানি দিয় দাড়ি খেলাল করতেন।[৪৩] তারপর দু'হাত কনুই পর্যন্ত ৩ বার ধৌত করতেন। তারপর দু'হাত ভিজিয়ে মাথা মাসাহ করতেন। এ মাসাহের সময় তিনি (ﷺ) হাতের তালুসহ আঙ্গুল ভিজিয়ে নিয়ে উভয় হাত কপালের দু'পার্শ্বে রেখে মাথার উপর দিয়ে পিছন পর্যন্ত নিয়ে যেতেন, আবার পিছন হতে উভয় হাত টেনে ঐ স্থানে পৌঁছাতেন যেখান হতে আরম্ভ করেছিলেন।[৪৪] কিন্তু মাথায় পাগড়ী

[৩৭] ফতহুল কাদীর ১ম খণ্ড, ১০৮ পৃষ্ঠা।
[৩৮] সহীহ তিরমিযী হা ঃ ২৪।
[৩৯] বুখারী, মুসলিম, মিশকাত- ৪৭ পৃঃ।
[৪০] আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত- ৪৭ পৃঃ (সহীহ)।
[৪১] ফিকহুস সুন্নাহ- ১/৬১।
[৪২] বুখারী, মুসলিম, মিশকাত- ৪৭ পৃঃ।
[৪৩] আবূ দাউদ, তিরমিযী, দারেমী, মিশকাত- ৪৭ পৃঃ (সহীহ)।
[৪৪] বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৪৭ পৃঃ।

থাকলে তার উপর মাসাহ করতেন।[৪৫] এবং দুই শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা দুই কানের ভিতর অংশ ও দুই বৃদ্ধাআঙ্গুল দ্বারা বাইরের অংশ মাসাহ করতেন। মাথা ও কান একবার মাসাহ করতেন।[৪৬] তারপর ডান পা ও বাম পা গিড়া পর্যন্ত ৩ বার ধৌত করতেন।[৪৭] পা ধোয়ার সময় হাতের আঙ্গুল দ্বারা পায়ের আঙ্গুলগুলো খেলাল করতেন।[৪৮] অযুর শেষে তিনি একটু পানি নিয়ে গুপ্তাঙ্গ বরাবর কাপড়ের উপর ছিটিয়ে দিতেন।[৪৯] কেননা শয়তান মানুষকে ওয়াসওয়াসা দেয় যে, তোমার পেশাবের কণিকা বের হয়েছে। মনে এমনভাব উদয় হলে মুসুল্লী তার মনের দু:শ্চিন্তা দূর করবে এই ভেবে যে, ঐ স্থানে পানি দেয়ায় সিক্ত হয়েছে প্রস্রাবের কারণে নয়।[৫০]

ঘাড় মাসাহ্ করা বিদ্‌আত

দু’হাতের পিঠ দ্বারা ঘাড় মাসাহ করার কথা কোন সহীহ হাদীসে পাওয়া যায় না। এ ব্যাপারে একটি হাদীস পাওয়া যায়, কিন্তু ইমাম নববী (রহ.) বলেন, হাদীসটি মাওযু বা জাল। উহা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উক্তি নয়, তাই উহা সুন্নাত নয় বরং বিদআত। এ ব্যাপারে ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রঃ) বলেন যে, ঘাড় মাসাহ করার ব্যাপারে রাসূল (ﷺ) হতে কোনই সহীহ হাদীস প্রমাণিত নেই।[৫১]

অযুর সময় প্রত্যেক অঙ্গের জন্য দু‘আ

আল্লামা হাফিয ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) বলেন ঃ অযুর প্রত্যেক অঙ্গ ধোয়ার সময় জনগণ যে দু‘আগুলি পাঠ করে থাকে, তার কোন ভিত্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হতে নেই এবং কোন সাহাবী ও তাবেয়ী এমনকি চার

[৪৫] মুসলিম, মিশকাত- ৪৭ পৃঃ ।
[৪৬] নাসাঈ, মিশকাত- ৪৭ পৃঃ (সহীহ) আবু দাউদ, তিরমিযী, সহীহ ফিকহুসসুন্নাহ-১/১১৯ পৃঃ।
[৪৭] বুখারী, মুসলিম, মিশকাত- পৃঃ ৪৭।
[৪৮] তিরমিযী, আবূ দাঊদ, ইবনে মাজাহ, মিশকাত- ৪৭ পৃঃ (সহীহ)।
[৪৯] আবূ দাউদ, নাসাঈ, মিশকাত- হাঃ ৩৬১, সহীহ, তাহকীক আলবানী।
[৫০] সালাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৬০ পৃঃ।
[৫১] নাইলুল আওতার ১ম খণ্ড, ১৬৩ পৃঃ মাজমু’ ফাতাওয়া-১/৫৬ পৃঃ যাদুল মায়াদ-১/১৮৭ পৃঃ।

ইমাম থেকেও নেই। তাই এ ব্যাপারে যে হাদীস পাওয়া যায় তা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে মিথ্যা অপবাদ।[৫২]

অযুর পরে দু‘আর বিবরণ

হযরত ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে যখন কেউ ভাল করে অযু করবে, তারপর নীচের দু‘আটি পাঠ করবে। তার জন্য জান্নাতের ৮টি দরজা খুলে দেওয়া হবে, সে যেটা দিয়ে ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।[৫৩]

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّـــدًا عَبْدُه” وَرَسُولُه”

উচ্চারণ ঃ আশ্‌হাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্‌দাহূ লা-শারীকালাহূ ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহূ ওয়া রাসূলুহূ।

অর্থ ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন মা‘বুদ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর বান্দা ও রাসূল।

এ দু‘আর সাথে তিরমিযী শরীফের বর্ণনায় আরো একটি দু‘আ পাওয়া যায় তা হলো ঃ[৫৪]

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنْ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ الْمُتَطَهِّرِينَ

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মাজ আল্‌নী মিনাত্‌ তাওয়াবীনা ওয়াজ্‌ ‘আল্‌নী মিনাল্‌ মুতাত্বাহ্‌হিরীন।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে অধিক তাওবাকারী এবং পাক পবিত্র লোকদের অন্তর্ভুক্ত করে দাও।

[৫২] আল-ওয়াবেলুস সাইয়েব ২৮৯ পৃঃ যাদুল মায়াদ-১/৮৮ পৃঃ।
[৫৩] মুসলিম, মিশকাত- ৩৯ পৃষ্ঠা।
[৫৪] সহীহ তিরমিযী- ১/৪৯ পৃঃ হাঃ ৫৫।

অযুর কতিপয় জরুরী মাসআলাহ

১। অযুর অঙ্গগুলো ৩ বার করে ধোয়া সুন্নাত।

২। অযুর জায়গা নখ পরিমাণ শুকনো থাকলে অযু হবে না।[৫৫]

৩। অযুর জায়গাটি পট্টি থাকলে কিংবা সেখানে পানি লাগাতে ক্ষতির আশঙ্কা হলে ভিজা হাতে মাসাহ করতে হবে।[৫৬]

৪। রাতের ঘুম হতে উঠার পর দু'হাত কব্জি পর্যন্ত ৩ বার ধুয়ার আগে পানির পাত্রে হাত ডুবানো নিষেধ।[৫৭]

৫। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অযুর পাত্রে পাক-পবিত্র হাত ডুবিয়ে অযু করতেন।[৫৮]

৬। অযুর সময় প্রয়োজনীয় কথা বলতে ও সালাম দেওয়া নেওয়ায় হাদীসে কোন নিষেধ নেই।[৫৯]

৭। হাতে নেওয়া একই পানির কিছু অংশ দিয়ে কুলি করতঃ বাকী অংশ দিয়ে নাক সাফ করা উত্তম, তবে আলাদা-আলাদাও জায়েয আছে।[৬০]

৮। এমনিভাবে মাথা ও দু'কান মাসাহ করাও জায়েয।[৬১]

অযুর সালাত বা তাহ্ইয়াতুল অযু

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন ঃ যদি কোন মুসলিম ব্যক্তি উত্তমরূপে অযু করার পর দাঁড়িয়ে দু'রাকাআত সালাত আদায় করে, তাহলে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।[৬২]

[৫৫] আবূ দাউদ, নাসাঈ, বুলুগুল মারাম- ২৬ পৃঃ, সহীহ হাঃ নাঃ-৫৫।
[৫৬] সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ- ১/১৬১।
[৫৭] বুখারী, মুসলিম, মিশকাত- ৪৫ পৃঃ।
[৫৮] বুখারী, মুসলিম, মিশকাত- ৪৫ পৃঃ।
[৫৯] আইনী তোহফা ১ম খণ্ড- ৫৪ পৃঃ।
[৬০] সলাতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- ৫৮ পৃঃ।
[৬১] তুহফাতুল আহওয়াযী হিন্দী ১ম খণ্ড, ১২২ পৃঃ।

অযু ভঙ্গের কারণসমূহ

সহীহ হাদীসে প্রমাণিত অযু ভঙ্গের কারণসমূহ নিম্নরূপ ঃ

(১) মল-মূত্রের দ্বার দিয়ে কোন কিছু বের হলে। (২) বাত কর্ম ঘটলে। (৩) শোয়া অবস্থায় গভীর নিদ্রা গেলে। (৪) যে সব কাজ করলে গোসল ফরয হয় তা ঘটলে। (৫) উটের গোস্ত খেলে। (৬) পর্দাহীন অবস্থায় গুপ্তাঙ্গে হাত লাগলে। (৭) জ্ঞান হারা হয়ে গেলে। (৮) মযী (বীর্যের পূর্বে তরল আঠা জাতীয়) বের হলে, (৯) মেয়েদের হায়েয, নিফাস শুরু হলে।[৬৩]

শরীরের যে কোন ক্ষতস্থান হতে কম হোক বা বেশী হোক রক্ত বের হলে অযু নষ্ট হবে না।[৬৪]

মোজার উপর মাসাহ করার বিবরণ

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবায়ে কিরামগণ (রাঃ) খুফ্ (চামড়ার তৈরী মোজা) ও জাওরাবের (সুতী বা পশমী মোটা মোজার) উপর মাসাহ করতেন।[৬৫] গৃহে অবস্থানকালে ২৪ ঘণ্টা এবং প্রবাসে (সফরে) ৩ দিন ও ৩ রাত মোজা না খুলে উহার উপর মাসাহ করা চলবে।[৬৬] তবে শর্ত হলো অযু অবস্থায় মোজা পরিধান করতে হবে।

মাসাহ করার নিয়ম ঃ দু'হাত পানিতে ভিজিয়ে ডান হাত পায়ের সম্মুখভাবে (আঙ্গুলের উপর) রেখে এবং বাম হাত পায়ের পিছনে গোড়ালীর উপর রেখে উভয় হাত পায়ের গিড়ার উপর পর্যন্ত টেনে নিয়ে আসতে হবে। এভাবে উভয় পা মাত্র ১ বার।[৬৭] যে সমস্ত কারণে অযু নষ্ট

[৬২] মুসলিম ১ম খণ্ড ১২২ পৃঃ।
[৬৩] বুখারী, মুসলিম ও সুনানে আরবাআ, মিশকাত- ৪০-৪১ পৃঃ।
[৬৪] বুখারী ১ম খণ্ড- ২৯ পৃঃ।
[৬৫] বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, মিশকাত- ৫৩-৫৪ পৃঃ।
[৬৬] মুসলিম, মিশকাত- ৫৬ পৃঃ।
[৬৭] মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা ১ম খণ্ড- ১৮৫ ও ১৮৭ পৃঃ।

হয় ও গোসল ফরয হয় তা ঘটলে এবং মোজা খুলে গেলে মোজা মাসাহ নষ্ট হয়ে যায়। আর নির্দিষ্ট সময় পূর্ণ হয়ে গেলে পুনরায় মোজা খুলে অযু করে মোজা পরিধান করতে হবে।

যে কারণে গোসল ফরয হয়

বড় নাপাকী হতে পবিত্রতা অর্জনের জন্য গোসল করা ফরয। যে সমস্ত কারণে গোসল ফরয হয়ে থাকে তা নিম্নরূপ ঃ (১) নারী-পুরুষের মিলন হলে। (২) স্বপ্নদোষে বির্যপাত হলে। (৩) মেয়েদের হায়িয ও নিফাস শেষ হলে। (৪) উত্তেজনা বশতঃ বীর্যপাত হলে। (৫) ইসলাম গ্রহণ করলে।[৬৮]

ফরয গোসল করার পদ্ধতি

প্রথমে দু'হাত কব্জি পর্যন্ত ৩ বার ধৌত করতে হবে। তারপর ডান হাতে পানি নিয়ে বাম হাত দিয়ে লজ্জাস্থান ও উহার আশপাশে ভালভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়ে বাম হাত মাটিতে (বা সাবানে) ভাল করে ঘষে ধৌত করতে হবে। অতঃপর দু'পা ব্যতীত নামাযের অযুর ন্যায় অযু করতঃ মাথায় তিন আঁজল পানি দিতে হবে। অতঃপর সমস্ত শরীর প্রথমে ডানে তারপর বামে পানি ঢেলে ধুয়ে নিতে হবে। শেষে একটু সরে গিয়ে দু'পা ধৌত করতে হবে।[৬৯]

পুরুষের দাড়ী ও মাথার চুল ভালভাবে ভিজাতে হবে।[৭০] মহিলাদের শুধু চুলের গোড়া ভিজালে যথেষ্ট হবে।[৭১]

[৬৮] বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৪৭-৪৮ পৃঃ।
[৬৯] বুখারী, মুসলিম, মিশকাত- ৪৮ পৃঃ।
[৭০] বুখারী, মুসলিম, মিশকাত- ৪৮ পৃঃ।
[৭১] মুসলিম, মিশকাত- ৪৮ পৃঃ।

এ পদ্ধতিতে ফরয গোসলের পর সালাতের জন্য আবার নতুন করে অযু করতে হবে না। গোসলই যথেষ্ট, যদি গোসলের মধ্যে অযু ভঙ্গের কোন কারণ না ঘটে।[৭২]

হায়িয ও নিফাসের বিবরণ

মেয়েরা প্রাপ্ত বয়স্কা হলে তাদের জরায়ু হতে প্রতি মাসে নির্দিষ্ট কয়েকদিন স্বাভাবিকভাবে যে রক্তস্রাব হয় তাকে হায়িয বা ঋতুস্রাব বলা হয়। এর নিম্ন সময় ও উর্ধ্ব সময় সহীহ হাদীসে কোন নির্দিষ্ট করে উল্লেখ নেই।

আর সন্তান প্রসবের পর যে রক্তস্রাব হয়ে থাকে তাকে নিফাস বলা হয়। এর নিম্ন কোন সময় সীমা নেই তবে উর্ধ্ব সময় হলো ৪০ দিন।[৭৩]

হায়িয ও নিফাসের হুকুম

হায়িয ও নিফাসের অবস্থায় নিম্নলিখিত কাজগুলি নিষিদ্ধ ঃ (১) নামায পড়া (পরে কোন কাযা পড়তে হবে না)। (২) রোযা রাখা (পরে কাযা করতে হবে)। (৩) কাবা শরীফে তাওয়াফ করা। (৪) মসজিদে প্রবেশ করা। (৫) কুরআন মাজীদ গিলাফবিহীন স্পর্শ করা। (৬) স্বামী-স্ত্রীর মিলন (সহবাস) ব্যতীত অন্য সব বৈধ। (৭) কুরআন পাঠ করা।[৭৪] ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, কুরআন মুখস্ত পড়া যাবে।[৭৫] পবিত্র হলে সাথে সাথে নামায ও রোযা রাখা শুরু করতে হবে।[৭৬]

[৭২] আবূ দাউদ, তিরমিযী, মিশকাত- ৪৮ পৃঃ, সহীহ।
[৭৩] ফিকহুস সুন্নাহ- ১/১১২ ও ১১৩ পৃঃ।
[৭৪] বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, মিশকাত- ৫৬ পৃঃ।
[৭৫] বাখারী ১ম খণ্ড, ১৭৮ পৃঃ।
[৭৬] ফিকহুস সুন্নাহ- ১/১১২ ও ১১৩ পৃঃ।

ইস্তিহাযার বিবরণ ও হুকুম

হায়িয ও নিফাস এর নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও যে রক্তস্রাব হতে থাকে তাকে ইস্তিহাযা বা প্রদর রোগ বলা হয়। এমতাবস্থায় প্রতি ওয়াক্তে গুপ্তাঙ্গ ধৌত করে নতুনভাবে অযু করে নামায পড়তে হবে এবং রোযাও রাখবে। এক কথায় হায়িয ও নিফাসের সময় যা নিষিদ্ধ ছিল তা নিষিদ্ধ থাকবে না।[৭৭]

পানির বিবরণ

সকল প্রকার নাপাকী হতে পবিত্রতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন পানি। এখন ঐ পানি কিরূপ হবে সেটা জানা একান্ত প্রয়োজন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

{وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً}

"আমি আসমান হতে পানি বর্ষণ করি যার দ্বারা পবিত্রতা লাভ করা যায়।"[৭৮]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "সমুদ্রের পানি পবিত্র।"[৭৯] এছাড়া ছোট পুকুর, হাউজ, কুয়া ইত্যাদির হুকুম হলো দু'কুল্লা (অর্থাৎ ২২৭ কেজি) বা ততোধিক পরিমাণ পানি হলে উহাতে নাপাকি পরার কারণে উহা নাপাক হয় না।[৮০] তবে উক্ত পরিমাণ পানিতে নাপাকি পরার কারণে যদি গন্ধ, স্বাদ ও রং তিন গুণের কোন একটি পরিবর্তন হয়ে যায় তাহলে উহা নাপাক পানি বলে গণ্য হবে এবং উহা দ্বারা অযু গোসল জায়েয হবে

[৭৭] ফিকহুস সুন্নাহ- ১/১১৪-১১৭ পৃঃ।
[৭৮] সূরাহ ফুরকান ৪৮।
[৭৯] সুনানে আরবাআ, মিশকাত ৫১ পৃঃ সহীহ।
[৮০] সুনানে আরবাআ, মিশকাত ৫১ পৃঃ, সহীহ।

না।[৮১] পবিত্র পানি না পাওয়া গেলে বা পানি ব্যবহারে অপারগ হলে তায়াম্মুম করতে হবে। তাই এখন তায়াম্মুম এর আলোচনায় আসি।

তায়াম্মুমের বিবরণ

মহান আল্লাহ তা'আলা উম্মাতে মুহাম্মাদীয়ার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ স্বরূপ তায়াম্মুম এর অনুমতি দিয়ে বলেন ঃ

{وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ}

"যদি তোমরা অসুস্থ হও অথবা সফরে থাক কিংবা (প্রস্রাব) পায়খানা ও স্ত্রী গমনের (মিলনের) পর পানি না পাও, তাহলে পাক পরিচ্ছন্ন মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর, মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় মাটি দ্বারা মাসাহ কর।"[৮২]

এমনিভাবে যদি কোন জুন্বী (নাপাক ব্যক্তি যার উপর গোসল ফরয) রোগ বৃদ্ধি কিংবা মৃত্যুর আশঙ্কা করে, অথবা কারো পান করার পানি ফুরিয়ে যাওয়ার ভয় থাকে তাহলে সেও তায়াম্মুম করতে পারে।[৮৩] যদি কেউ পানি না পায় এবং মাটিও না পায় তাহলে সে অযু ও তায়াম্মুম ছাড়াই সালাত আদায় করবে।[৮৪] তায়াম্মুম করে সালাত আদায়ের পর পানি পাওয়া গেলে আবার অযু করে পুনরায় সালাত আদায় করতে হবে না।[৮৫]

তায়াম্মুম করার পদ্ধতি

[৮১] ফিকহুস সুন্নাহ- ১/২১।
[৮২] সূরাহ মায়িদাহ- ৬।
[৮৩] সহীহ নাসাঈ হাঃ ৩১১, দারাকুতনী- সহীহ, ইরওয়া ১/১৮১।
[৮৪] বুখারী ১ম খণ্ড পৃঃ।
[৮৫] সহীহ আবূ দাউদা হাঃ ৩৬৫

তায়াম্মুমের নিয়্যাত (অন্তরে সংকল্প) করতঃ বিসমিল্লাহ বলে যা করণীয় তা হলো ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সাহাবী আম্মার (রাঃ)-কে শিক্ষা দিয়ে বলেন ঃ

إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هٰكَذَا فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ وَنَفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ

"তায়াম্মুমের জন্য তোমার এরূপ করাই যথেষ্ট ছিল, এই বলে তিনি পাক মাটিতে একবার দু'হাত মারলেন এবং দু'হাতে ফুঁ দিয়ে ধূলা ঝেড়ে দু'হাত দিয়ে মুখমণ্ডল ও কব্জি পর্যন্ত দু'হাত মাসাহ করলেন।"[৮৬]

এটিই তায়াম্মুমের সুন্নাতী নিয়ম।

ইমাম হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) "ফতহুল বারীতে" এবং ইমাম শাকানী (রহ.) "আস্ সায়লুল জাররার" গ্রন্থদ্বয়ে বলেন ঃ তায়াম্মুমের পদ্ধতি সম্পর্কে বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত দু'টি সহীহ হাদীস ছাড়া বাকী সমস্ত হাদীসগুলি হয় যয়ীফ (দুর্বল), না হয় গায়রি মারফু [যার সনদ রাসূল (ﷺ) পর্যন্ত পৌঁছেনি]। সুতরাং ঐ হাদীসগুলোর উপর আমল করা ঠিক নয়।[৮৭]

ইমাম ইবনে হাযাম (রাঃ) বলেন ঃ তায়াম্মুমের দু'বার হাত মাটিতে মারা সংক্রান্ত সমস্ত হাদীসগুলোই অচল। তাই তা দ্বারা দলীল পেশ করা জায়েয নয়।[৮৮]

তায়াম্মুম ভঙ্গের কারণ

যে সকল কারণে অযু ভঙ্গ হয় সে সকল কারণে তায়াম্মুমও ভঙ্গ হয়। এছাড়াও তায়াম্মুম করার পর সালাত আদায়ের পূর্বে পানি পেলে বা ব্যবহারে সক্ষম হলে তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যাবে।[৮৯]

[৮৬] বুখারী, মুসলিম, মিশকাত- ৫৪ পৃঃ, বাংলা বুখারী ইঃ ফাঃ হাঃ ৩৩১।
[৮৭] মেরআতুল মাফাতীহ ১ম খণ্ড, ৩৪৬ পৃঃ।
[৮৮] আল-মুহাল্লা ২য় খণ্ড, ১৪৮ পৃ ও আইনী তোহফা ১ম খণ্ড, ৬০ পৃঃ।

[৮৯] ফিকহুস সুন্নাহ- ১/১০৫।

তৃতীয় অধ্যায়

الباب الثالث : الصلاة

সালাত সম্পর্কীয়

সালাতের গুরুত্ব ও পরিত্যাগকারীর পরিণাম

সালাত ইসলামের স্তম্ভ সমূহের মধ্যে দ্বিতীয় ও অন্যতম। তাই ঈমান আনার পরই বান্দার প্রধান গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো সালাত কায়েম করা। সালাতের গুরুত্বারোপ করে মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের বহু আয়াতে সালাতের কথা বলেছেন। গাফেলদের ধমকি দিয়ে বলেছেন ঃ "ঐ সকল সালাত আদায়কারীর জন্য 'ওয়াইল' নামক দোযখ, যারা তাদের সালাতে অমনোযোগী।"[৯০]

মহানবী (ﷺ) বলেন ঃ "আল্লাহর দাসত্ব ও কুফরী কাজের মধ্যে পার্থক্য হলো সালাত বর্জন করা।"[৯১] আরো বলেন, বান্দা এবং শির্ক ও কুফরীর মধ্যে পার্থক্য হলো সালাত বর্জন করা।[৯২] আমাদের ও তাদের (কাফিরদের) মধ্যে যে অঙ্গীকার আছে তাহলো সালাত; অতএব যে ব্যক্তি সালাত ত্যাগ করল সে যেন কাফির হয়ে গেল।[৯৩] সাহাবায়ে কিরামগণ বেনামাযীদেরকে কাফির মনে করতেন।[৯৪] তিনি (ﷺ) আরো বলেন ঃ যে ব্যক্তি সালাতের হিফাযাত (যথাযথভাবে যাবতীয় হুকুম-আহকাম সহ আদায়) করে না, কিয়ামত দিবসে সালাত তারজন্য জ্যোতি, প্রমাণ ও মুক্তির কারণ হবে না, বরং কিয়ামতের দিবসে তার হাশর কারুন, ফেরাউন, হামান ও উবাই বিন খাল্‌ফের সাথে হবে।[৯৫]

---

[৯০] সূরা মাউন- ৪ ও ৫।
[৯১] মুসলিম, মিশকাত- ৪৮ পৃঃ।
[৯২] মুসলিম, মিশকাত- ৫৮ পৃঃ।
[৯৩] আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ৫৮ পৃঃ, সহীহ।
[৯৪] তিরমিযী, মিশকাত- ৫৯ পৃঃ, সহীহ।
[৯৫] আহমাদ, দারেমী, বায়হাকী, মিশকাত- ৫৯ পৃঃ, সহীহ।

হে প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! উল্লিখিত আয়াত ও হাদীসসমূহ শান্ত মস্তিষ্কে পড়লে অবশ্যই বুঝতে পারবেন যে, সালাতের গুরুত্ব ও পরিত্যাগকারীর ভয়াবহ পরিণাম কিরূপ। বড়পীর আব্দুল কাদির জিলানী (রহ.) বলেন, যারা মোটেই নামায পড়ে না ঐসব বে-নামাযীদেরকে মুসলমানদের গোরস্থানে কবর দিওনা এবং তাদের জানাযাও পড় না।[৯৬]

সালাত আদায়ের ফযীলাত

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ "এবং যারা তাদের সালাতসমূহ (যথাযথ আদায়ে) সংরক্ষণ করে, তারাতো জান্নাতে সম্মানের আসন পাবে।"[৯৭] "আর সালাত কায়েম কর নিশ্চয়ই সালাত যাবতীয় মন্দ ও অশ্লীল হতে মানুষকে বিরত রাখে।"[৯৮] "নিশ্চয়ই মুমিনগণ কামিয়াব হবে যারা তাদের সালাতের মধ্যে খুশু (আল্লাহর ভয়) ইখতিয়ার করে।[৯৯]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন ঃ "বলতো যদি তোমাদের কারো বাড়ীর দরজার সামনে কোন প্রবাহমান নদী থাকে, আর তাতে সে প্রত্যহ পাঁচ বার গোসল করে তবে কি তার শরীরে কোন ময়লা থাকবে? সাহাবাগণ (রাঃ) বললেন ঃ না, কখনই তার শরীরে কোন ময়লা থাকবে না। নবী (ﷺ) বললেন ঃ এরূপ হলো পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের উদাহরণ, যার দ্বারা আল্লাহ বান্দার গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেন।[১০০] নবী (ﷺ) আরো বলেন ঃ যে ব্যক্তি সালাতের হিফাযাত (যথাযথ সময়ে যাবতীয় হুকুমসহ আদায়) করে, সালাত তার জন্য কিয়ামতের দিবসে জ্যোতি, প্রমাণ ও মুক্তির কারণ হবে।"[১০১] এখন জানা দরকার কত বয়সে সালাত শুরু করতে হবে।

---

[৯৬] গুনইয়াতু ত্বালিবীন, বাংলা অনুবাদ ২য় খণ্ড, ৯ পৃঃ।
[৯৭] সূরা মায়ারিজ- ৩৪-৩৫।
[৯৮] সূরা আল-আনকাবুত ৪৫।
[৯৯] সূরা আল-মু'মিনুন ১-২।
[১০০] বুখারী, মুসলিম, মিশকাত- ৫৭ পৃঃ।
[১০১] আহমাদ, দারেমী, বায়হাকী, মিশকাত- ৫৯ পৃঃ (সহীহ)।

সালাত কখন শুরু করতে হবে?

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন ঃ তোমাদের সন্তানেরা সাত বৎসরে পদার্পন করলে সালাতের আদেশ দিবে। আর দশ বৎসর বয়সেও (ভালভাবে) সালাত আদায় না করলে তাদেরকে প্রহার করবে এবং তখন হতেই তাদের বিছানা আলাদা করে দিবে।[১০২]

সালাত আদায়ে পোষাকের বিবরণ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ "হে আদম সন্তান! তোমরা প্রত্যেক সালাতের সময় তোমাদের সুন্দর পোষাক পরিধান কর।"[১০৩] অন্যত্র বলেন– "তোমার পোষাক পবিত্র কর।"[১০৪] এতে প্রমাণিত হয় যে, নর-নারী সকলকে উত্তম ও পবিত্র পোষাক পরিধান করে মহান আল্লাহর সামনে পবিত্র জায়গায় সালাতের জন্য দাঁড়াতে হবে। মহিলাদের পা হতে মাথা পর্যন্ত সম্পূর্ণ শরীর ভালভাবে ঢাকতে হবে।[১০৫] আর পুরুষদের হাটু হতে নাভীর উপর পর্যন্ত এবং দু'কাঁধ অবশ্যই (সালাতে) ঢাকতে হবে।[১০৬]

যে ব্যক্তি মাত্র একটি কাপড় (চাদর বা গামছায়) সালাত আদায় করে সে যেন কাপড়ের বাম কোণা ডান কাঁধে এবং ডান কোণা বাম কাঁধে জড়িয়ে দেয়।[১০৭] পাক-পবিত্র জুতা পরে সালাত আদায় করা যায়।[১০৮] সালাতে টুপি, পাগড়ী পরা বাধ্যতামূলক নয়। তবে পরা উত্তম কারণ নাবী ﷺ ও সাহাবী গণ সালাতে মাথা খোলা রাখতেন না।[১০৯] সালাত রত অবস্থায় পুরুষদের কাপড় ও চুল গুটানো নিষেধ।[১১০] পুরুষদের সালাতে

[১০২] আবূ দাউদ, শরহু সুন্নাহ, মিশকাত- ৫৮ পৃঃ (সহীহ)।
[১০৩] সূরা আরাফ- ৩১।
[১০৪] সূরা মুদ্দাস্‌সির- ৫।
[১০৫] আবূ দাউদ, তিরমিযী, মিশকাত- ৭৩ পৃঃ (সহীহ)।
[১০৬] বুখারী, মুসলিম, মিশকাত- ৭২ পৃঃ, বাংলা মিশকাত হাঃ ৬৯৯।
[১০৭] বুখারী ১ম খণ্ড, ৫২ পৃঃ; মুসলিম, মিশকাত- ৭২ পৃঃ।
[১০৮] বুখারী ১ম খণ্ড, ৫৬ পৃঃ।
[১০৯] সলাতু রাসূলিল্লাহ- ১০২ পৃঃ, দ্রঃ তামামুল মিন্নাহ- ১৬৪ পৃঃ।
[১১০] বুখারী হাঃ ৭৭৮ (ই, ফা.)।

মুখ ঢেকে রাখা নিষেধ।[১১১] পবিত্র বিছানায় সালাত আদায়ে নিষেধ নেই।[১১২] রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন ঃ তোমরা যা পরিধান করে মাসজিদে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করে থাক তন্মধ্যে সর্বোত্তম রং হলো সাদা রং।[১১৩]

কোন কাপড় না থাকলে উলঙ্গ অবস্থায় বসে বসে সালাত আদায় করতে হবে।[১১৪] কিন্তু ভালো পোষাক থাকা সত্ত্বেও গেঞ্জি অথবা শুধুমাত্র গামছা বা তোয়ালে গায়ে দিয়ে সালাতে দাঁড়ানো আল্লাহর আদেশের অবমাননা ও বদঅভ্যাস। তাই এ সমস্ত বদ অভ্যাস ত্যাগ করা উচিত। এখন সালাতের সময়-সীমা জানা প্রয়োজন।

সালাতের সময়ের গুরুত্ব

সালাতের সময়ের গুরুত্বারোপ করে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

{إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}

"নিশ্চয়ই মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ে সালাত আদায় করা ফরয করে দেওয়া হয়েছে।"[১১৫]

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর জীবনে মাত্র দু'বার ছাড়া কখনও কোন নামায শেষ ওয়াক্তে পড়েননি।[১১৬]

উম্মে কারওয়াহ (রাঃ) বলেন,

سُئِلَ النَّبِيَّ @ أَيُّ الأَ<عْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّـــلاَةُ لأَ÷وَّلِ وَقْتِهَا

[১১১] আবূ দাউদ, তিরমিযী, মিশকাত- ৭৩ পৃঃ, সহীহ।
[১১২] বুখারী ১ম খণ্ড, ৫৫ পৃঃ।
[১১৩] ইবনে মাজাহ, মিশকাত- ৩৭৭ পৃঃ।
[১১৪] মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক ২য় খণ্ড, ৫৮৪ পৃঃ।
[১১৫] সূরা আন-নিসা ১০৩।
[১১৬] তিরমিযী, মিশকাত ৬১ পৃঃ, সহীহ।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, কোন কাজটি অধিক উত্তম, তিনি বললেন ঃ আওয়াল (প্রথম) ওয়াক্তে সালাত আদায় করা।[১১৭] এজন্যই তিনি আলী (রাঃ)-কে বলেন ঃ হে আলী! ৩টি কাজে মোটেই দেরী করবে না তন্মধ্যে ১টি হলো যখন সালাতের সময় হবে তখনই সালাত আদায় করা।[১১৮]

ফজর সালাতের সময়

ফজর সালাতের সময় সুবহে সাদিক হতে সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত। সাহাবী জাবির (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) "গালাসে" (অর্থাৎ একটু অন্ধকার থাকতে) ফজরের সালাত পড়তেন।[১১৯] হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ফজরের সালাত এমন (অন্ধকার) সময়ে পড়তেন যে, মহিলারা সালাতের পর চাদর জড়িয়ে বাড়ী ফেরার সময় অন্ধকারের কারণে তাদেরকে চেনা যেত না।[১২০]

হানাফী মাযহাবের মুহাক্কেক ইমাম তাহাবী হানাফী (রহ.) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কিরাম থেকে বর্ণিত হাদীস মুতাবেক "গালাসে" (অন্ধকারে) ফজরের সালাত শুরু করা উচিত এবং ইস্‌ফার (একটু ফর্সা) হলে শেষ করা উচিত; এটাই হলো ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রাহেমাহুমুল্লাহ) প্রমুখের মত।[১২১] ফজরের সালাত দেরী করে পড়া নাসারাদের অনুকরণ, আর প্রথম ওয়াক্তে পড়া রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবীদের (রাঃ) অনুকরণ।[১২২]

যোহর সালাতের সময়

[১১৭] আবূ দাউদ- ১/৬১ পৃঃ সহীহ, তাহকীক মিশকাত, ১/১৯২ পৃঃ, টিকা নং (৭) দ্রঃ।
[১১৮] তিরমিযী, মিশকাত- ৬১ পৃঃ সহীহ।
[১১৯] বুখারী, মুসলিম, মিশকাত- ৬০ পৃঃ।
[১২০] বুখারী, মুসলিম, মিশকাত- ৬০।
[১২১] শরহে মায়ানীল আছার ১ম খণ্ড, ৯০ পৃঃ।
[১২২] তাবারানী কাবীর ৮ম খণ্ড, ৯৪ পৃঃ (১৯৮০ সন সংস্করণ)

সূর্য মাথার উপর থেকে পশ্চিমে ঢলে যাওয়ার পর হতে শুরু করে প্রতিটি বস্তুর সমপরিমাণ ছায়া হওয়া পর্যন্ত যোহরের সময় থাকে।[১২৩] আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) গরম কালে দেরী করে কিছু ঠাণ্ডা হয়ে এবং শীতকালে জলদি করে যোহর পড়তেন।[১২৪]

আসর সালাতের সময়

প্রতিটি বস্তুর সমপরিমাণ ছায়া হওয়া থেকে সূর্য হলুদ বর্ণ হওয়া পর্যন্ত আসরের সময়।[১২৫] রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, সূর্য যখন হল্‌দে রং হয় এবং শয়তানের দু'শিং এর মাঝখানে এসে যায় তখন মুনাফিকরা আসরের সালাত পড়ে।[১২৬]

তবে বিশেষ ওজর বসত সুর্যাস্তের পূর্বে এক রাকাআত আদায় করতে পারলে ও তা সময়ের মধ্যে গণ্য হবে।[১২৭]

ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর একমত এবং তাঁর দু'ছাত্রের ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদের নিকটও তাই (অর্থাৎ প্রতিটি বস্তুর ছায়া সমপরিমাণ হলে আসর শুরু হয়)।[১২৮]

মাগরিব সালাতের সময়

[১২৩] মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, মিশকাত- ৫৯ পৃঃ।
[১২৪] নাসাঈ, মিশকাত- ৬২ পৃঃ সহীহ।
[১২৫] মুসলিম, মিশকাত- ৫৯ পৃঃ, বাংলা মিশকাত হাঃ- ৫৩৪।
[১২৬] মুসলিম, মিশকাত- ৬০ পৃঃ।
[১২৭] বুখারী, মুসলিম, মিশকাত- ৬১ পৃঃ।
[১২৮] হিদায়া মাআ দিরায়াহ ১ম খণ্ড, ৮১ পৃঃ।

সূর্য অস্ত যাওয়ার পর থেকে পশ্চিম অকাশে লাল আভা দূর না হওয়া পর্যন্ত মাগরীব সালাতের সময়।[১২৯] সূর্যাস্তের সাথে সাথে সালাত পড়া রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবীদের সুন্নাত।

ঈশা সালাতের সময়

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন ঃ পশ্চিম আকাশে লাল আভা দূর হওয়ার পর থেকে অর্ধেক রাত পর্যন্ত ঈশার সালাতের সময়।[১৩০] তবে রাত্রির প্রথম এক তৃতীয়াংশের সময় পড়া উত্তম।[১৩১]

যে সমস্ত সময়ে সালাত আদায় নিষেধ

সাহাবী ওক্‌বা ইবনে আমের (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে তিন সময়ে সালাত পড়তে এবং মাইয়েতের দাফন করতে নিষেধ করেছেন। তা হলো ঃ (১) যখন সূর্য উঠতে থাকে যতক্ষণ না পরিষ্কারভাবে উঠে যায়। (২) ঠিক দুপুর বেলায় যতক্ষণ না সূর্য একটু ঢলে যায়। (৩) সূর্য অস্ত যাওয়ার সময়, যতক্ষণ না পূর্ণভাবে অস্ত যায়।[১৩২] অনুরূপ ফজরের সালাতের পর সূর্য উদয় পর্যন্ত এবং আসরের সলাতের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত সালাত পড়া নিষেধ।[১৩৩] অবশ্য এ দু’ সময়ে ফরয কাযা সালাত, ফজরের সুন্নাত ও তাহইয়াতুল মসজিদ পড়া যাবে।[১৩৪] জুমু‘আর দিন দুপুর বেলা এবং কাবা শরীফে যে কোন সময়ে নামায পড়া চলবে।[১৩৫]

ফজর ও আসরের ব্যতিক্রম

[১২৯] মুসলিম, মিশকাত- ৫৯ পৃঃ।
[১৩০] মুসলিম, মিশকাত- ৫৯ পৃঃ।
[১৩১] আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত- ৬১ পৃঃ সহীহ।
[১৩২] মুসলিম, মিশকাত- ৯৪ পৃঃ।
[১৩৩] বুখারী, মুসিলম, মিশকাত- ১/৩২৯।
[১৩৪] বিস্তারিত দ্রঃ ফিকহুস সুন্নাহ- ১/১৩৯।
[১৩৫] আবু দাউদ, আহমাদ, মিশকাত- ৯৪ পৃঃ, সহীহ, তাহকীক মিশকাত- ১/৩৩০।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি সূর্য উঠার আগে ফজরের এক রাক‘আত পায় সে ফজরের সালাত পেয়ে গেল এবং যে ব্যক্তি সূর্য ডুবার আগে আসরের এক রাক‘আত পায় সে আসরের সালাত পেয়ে গেল। (অর্থাৎ সূর্য ডুবে ও উঠে গেলেও বাকী এক ও তিন রাক‘আত সালাত পড়ে নিতে হবে)। এটা বিশেষ ওজরের জন্য।[১৩৬]

ফজরের ফরযের পর সুন্নাত পড়তে মানা নেই

জামাআতের জন্য ইকামাত হলে ফরয সালাত ব্যতীত অন্য কোন (সুন্নাত বা নফল) সালাত হবে না।[১৩৭] তাই ফজরের ইকামাত হওয়ায় সুন্নাত পড়তে না পারলে জামাআতের সাথে ফরয পড়ে নিতে হবে। অতঃপর ফরয শেষ করে (সূর্য উঠার আগেই) ২ রাক‘আত সুন্নাত পড়ে নিবে। এটাই সুন্নাতি নিয়ম।[১৩৮]

আযানের বিবরণ

সালাতের সময় সীমা জানা হলো এখন আযানের প্রয়োজন। তাই আযানের আলোচনা শুরু করি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন ঃ যখন নামাযের সময় হবে তখন তোমাদের কেউ যেন আযান দেয় এবং তোমাদের বড়জন যেন ইমামতি করে।[১৩৯] কেননা শয়তান আযান শুনে ৩৬ মাইল দূরে পলায়ন করে।[১৪০] আযানের পূর্বে অযু করা সুন্নাত।[১৪১] আযনের সময় দু’কানে দু’শাহাদাত আঙ্গুল ভরে দেওয়া সুন্নাত (যাতে আওয়াজ উচ্চ হয়)। কিবলামুখী হয়ে আযান দিতে হবে।[১৪২] এখন জানা দরকার আযানের শব্দসমূহ।

[১৩৬] বুখারী, মুসলিম, বুলুগুল মারাম- ৩৫ পৃঃ।
[১৩৭] তিরমিযী ১ম খণ্ড, ৯৬ পৃঃ।
[১৩৮] তিরমিযী, তুহফাতুল আহওয়াজী-২/৪৮৭ পৃঃ; আবু দাউদ, তিরমিযী, মিশকাত- ৯৫ পৃঃ সহীহ।
[১৩৯] বুখারী, মুসলিম, মিশকাত- ৬৬ পৃঃ।
[১৪০] মুসলিম, মিশকাত- ৬৬ পৃঃ।
[১৪১] তিরমিযী ১ম খণ্ড, ৫০ পৃঃ, ফিকহুস সুন্নাহ- ১/৫১৫ পৃঃ।
[১৪২] তিরমিযী ১ম খণ্ড, ৪৯ পৃঃ ও আবু দাউদ ১ম খণ্ড, ৭৭ পৃঃ সহীহ, ফিকহুস সুন্নাহ ১/২৮৫ পৃঃ।

আযানের কালিমা (শব্দ) সমূহের বিবরণ

আযানের কালিমাসমূহ হলো :

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ – اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ

(আল্লাহু আক্‌বার আল্লাহু আকবার–) ২ বার।

তারপর أَشْـــهَدُ أَنْ لاَ إِلَـــهَ إِلاَّ اللهُ (আশ্‌হাদু আল্‌লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ) ২ বার। তারপর أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّـــدًا رَّسُـــولُ اللهِ (আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ) ২বার। তারপর ডান দিকে মুখ ফিরিয়ে বলতে হবে حَيَّ عَلَى الصَّـــلاَةِ (হাইয়্যা 'আলাস্ সালা-হ, অর্থ-সালাতের দিকে আস) ২ বার। তারপর বাম দিকে মুখ ফিরিয়ে বলতে হবে حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ (হাইয়্যা 'আলাল্ ফালা-হ, অর্থ-কল্যাণের দিকে আস)। তারপর কিবলামুখী হয়ে বলতে হবে– اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ ১ বার। তারপর لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ (লা- ইলাহা ইল্লাল্লা-হ) ১ বার।

ফজরের আযানে হাইয়্যা আলাল্ ফালাহ বলার পর اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ (আস্‌সালাতু খাইরুম্ মিনান্নাউম, অর্থঃ ঘুমের চেয়ে সালাত উত্তম) ২ বার বলে বাকী অংশ শেষ করতে হবে। এভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে আযান দেওয়া হতো[১৪৩] এবং হযরত বিলাল (রাঃ)-কে আদেশ করা হতো।[১৪৪]

আযানের জবাব

[১৪৩] আবু দাউদ, দারেমী, মিশকাত- ৬৩ পৃঃ, সহীহ আবূ দাউদ, হাঃ ৫১৫-৫২২।
[১৪৪] বুখারী, মুসলিম, মিশকাত- ৬৩ পৃঃ।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি খালেস অন্তরে আযানের জবাব দেয়, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।[১৪৫] আযানের জবাব হলো মুয়ায্‌যিন যা বলবে তাই বলতে হবে। কেবলমাত্র "হাইয়্যা আলাস সালা-হ ও ফালা-হ" এর জবাবে لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ "লা-হাওলা ওয়ালা-কুওয়্যাতা ইল্লা-বিল্লা-হ" বলতে হবে।[১৪৬]

আযানের পর দরুদ পড়া সুন্নাত

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন ঃ যখন তোমরা মুয়ায্‌যিনের আযান শুনবে তখন অনুরূপ (জবাব) বলবে, অতঃপর আমার উপর দরুদ পড়বে (নামাযে দে দরুদ পড়া হয়)। কেননা যে আমার উপর একবার দরুদ পড়ে, আল্লাহ তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করেন। অতঃপর আমার জন্য আল্লাহর নিকট ওয়াসীলার দু'আ করবে। আর ওয়াসীলা হলো জান্নাতের এক সুউঁচ্চ আসনের নাম।[১৪৭]

ওয়াসীলার দু'আ

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আযান শুনে এই দু'আ পড়বে, কিয়ামতের দিন তার জন্য আমার শাফাআত অবধারিত হয়ে যাবে।[১৪৮]

اللَّهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّا~مَّةِ وَالصَّلاَةِ الْقَا~ئِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ" مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ"

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মা রাব্বা হা-যিহিদ্ দা'ওয়াতিত তা-ম্মাহ, ওয়াস্ সালা-তিল ক্বা-য়িমাহ, আ-তি মুহাম্মাদানিল্ ওয়াসী-লাতা ওয়াল্ ফাযী-লাহ্, ওয়াব্‌আছহু মাকা-মাম্ মাহমূদানিল্ লাযী ওয়াদ্‌তাহ।

[১৪৫] সহীহ মুসলিম, হাঃ ৩৮৫।
[১৪৬] মুসলিম, আবু দাউদ, নাইলুল আউতার ২য় খণ্ড, ৫৩ পৃঃ।
[১৪৭] মুসলিম, মিশকাত- ৬৪ পৃঃ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, আহমাদ, নাইলুল আউতার ২য় খণ্ড, ৫৫ পৃঃ।
[১৪৮] বুখারী, মিশকাত- ৬৫ পৃঃ।

অর্থ ঃ এসব পরিপূর্ণ আহ্বান ও প্রতিষ্ঠিত সালাতের প্রভু হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে (জান্নাতের) ওয়াসীলাহ (নামক স্থানটি) ও সম্মান দান কর এবং তুমি তাকে সেই মাকামে মাহমুদে (প্রশংসিত জায়গায়) পৌছিয়ে দাও, যা তাকে দেওয়ার জন্য তুমি ওয়াদা করেছ।

ইক্বামাত ও তার জওয়াব

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুয়ায্যিন বিলাল (রাঃ)-কে আযান জোড়া-জোড়া এবং "ক্বাদ্ ক্বামাতিস সালাহ" ব্যতীত ইক্বামত বেজোড় করে দেওয়ার জন্য আদেশ করা হতো।[১৪৯] হযরত ইবনে ওমার (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যুগে আযান দু'দুবার করে এবং "ক্বাদ ক্বা-মাতিস্ সালাহ" ব্যতীত ইক্বামাত এক একবার করে বলা হতো।[১৫০]

ইমাম হাফিয যাইলায়ী হানাফী (রহ.) বলেন ঃ হাদীসের হাফিযগণ বলেন ঃ দু'বার করে ইক্বামাত দেওয়ার হাদীসের শব্দগুলো সুরক্ষিত নয়।[১৫১]

ইকামাতের জওয়াব আযানের মতই, ইকামাত সম্পূর্ণ শেষ হওয়ার পরে ইমাম সালাত শুরু করবেন ইহাই সুন্নাত। আর ইকামাত শেষ না হতেই সালাত শুরু করা সুন্নাত বিরোধী কাজ। (ইমামের দায়িত্ব কর্তব্য দ্রঃ)। কাযা সালাতেরও ইকামাত দিতে হবে।[১৫২]

বৃদ্ধাঙ্গুল চুম্বন করা বিদআত

মাওলানা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী হানাফী (রহ.) বলেন ঃ আযান ও ইকামাতের সময় এবং যখনই মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর নাম শুনা যায় তখনই বৃদ্ধা আঙ্গুলের দু'নখে চুম্বন করার কথা কোন হাদীসে অথবা সাহাবীদের

[১৪৯] বুখারী, মুসলিম, মিশকাত- ৬৩ পৃঃ।
[১৫০] আবু দাউদ, নাসায়ী, দারেমী, মিশকাত- ৬৩ পৃঃ সহীহ।
[১৫১] নাসবুর রায়াহ ১ম খণ্ড, ২৭৩ পৃঃ।
[১৫২] মুসলিম, আহমাদ, আবু দাউদ, নাসায়ী, নাইলুল আওতার ২য় খণ্ড, ৫৯ পৃঃ।

হতে প্রমান পাওয়া যায় না। যে এ (চুম্বন করার) কথা বলে সে বড় মিথ্যুক এবং এ কাজ জঘন্য বিদআত।[১৫৩]

ক্বিবলার বিবরণ

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখনই ফরয সালাত পড়তেন, তখনই ক্বিবলামুখী হয়ে দাঁড়াতেন।[১৫৪] সুতরাং ক্বিবলামুখী হয়ে দাঁড়ানো ফরয। ক্বিবলা নির্ণয় করতে না পারলে যে দিক ক্বিবলা বলে বেশী ধারণা হবে, সেদিক মুখী হয়ে সালাত আদায় করবে, সালাতের পরে ক্বিবলার সঠিক খবর পেলে আর পুনরায় পড়তে হবে না।[১৫৫] সালাতে যে অবস্থায় হোক না কেন সঠিক ক্বিবলা জানতে পারলে সাথে সাথে ক্বিবলামুখী হতে হবে।[১৫৬]

সুত্রার বিবরণ

যে জিনিস দ্বারা কোন বস্তুকে আড়াল করা হয় তাকে সুত্রা বলে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সর্বদায় সুত্রা রেখে সালাত আদায় করতেন। সুতরা দেয়া ওয়াজিব।[১৫৭] ব্যক্তি ও সুতরার মধ্যে ব্যবধান হবে ৩ হাতের মত।[১৫৮] রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন ঃ নামাযীর সামনে সুতরার ভিতরে কেউ অতিক্রম করলে, নামাযী যেন তাকে বাধা দেয়, প্রয়োজন হলে লড়াই করবে।[১৫৯] নামাযীর সামনে অতিক্রম করাকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।[১৬০] মুক্তাদীর জন্য ইমামের সুতরাই যথেষ্ট।[১৬১]

যে সমস্ত স্থানে সালাত আদায় নিষিদ্ধ

[১৫৩] যাহারাতু রিয়া-যিল আবরার– ৭৬ পৃষ্ঠা।
[১৫৪] ফিকহুস সুন্নাহ, ১/১৬৭।
[১৫৫] বুখারী ১ম খণ্ড, ৫৮ পৃঃ।
[১৫৬] সূরা আল-বাকারাহ- ১৫০।
[১৫৭] তামামুল মিন্নাহ- ৩০০ পৃঃ।
[১৫৮] বুখারী, আহমাদ, নাসায়ী, নাইলুল আওতার ২য় খণ্ড, ২৪৭ পৃষ্ঠা।
[১৫৯] বুখারী, মুসলিম, মিশকাত- ৭৪ পৃঃ
[১৬০] বুখারী, মুসলিম, বুলুগুল মারাম- ৬৭ পৃঃ।
[১৬১] বুখারী, মুসলিম, মিশকাত– ৭৪ পৃষ্ঠা।

রাসূলুল্লাহ (ছ) নিম্নের জায়গাগুলোতে সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন ঃ (১) কবর স্থানে (২) গোসলখানায় (৩) উট বাঁধার স্থানে।[১৬২] উল্লেখ্য যে, সাত স্থানের হাদীসটি দুর্বল।

মাসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার নিয়ম ও দু'আ

বিভিন্ন হাদীসের আলোকে প্রমাণিত হয় যে নিম্ন দু'আটি পাঠ করে ডান পা দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করতে হয়।[১৬৩]

أَعُوذُ بِاللهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

উচ্চারণ : আ'ঊযু বিল্লাহিল আযীম, ওয়াবি ওয়াজ্হিহিল্ কারীম, ওয়া সুলত্বানিহিল কাদীম, মিনাশ্ শায়ত্বানির রাজীম, বিসমিল্লাহি ওয়াস্ সলাতু ওয়াস সালামু 'আলা রসূলিল্লিহি, আল্লাহুম্মাফ্ তাহ্লী আব্ওয়াবা রহ্মাতিক।

অর্থ : "আমি বিতাড়িত শয়ত্বান হতে মহান আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আশ্রয় প্রর্থনা করছি তাঁর মর্যাদাশীল চেহারা ও শাশ্বত সার্বভৌম শক্তির মাধ্যমে। আল্লাহর নামে এবং সালাত ও সালাম আল্লাহর রসূলের উপর। হে আল্লাহ! তুমি আমার জন্য তোমার রহমতের দ্বার খুলে দাও।"

আর মাসজিদ হতে বের হওয়ার সময় বাম পা আগে বের করবে এবং নিন্ম দু'আটি পাঠ করবে :[১৬৪]

[১৬২] তামামুল মিন্নাহ- ২৯৯ পৃঃ।
[১৬৩] ফিকহুস সুন্নাহ- ১/৩২১, ফিকহুল আদইয়া ওয়াল আযকার- ৩/১১৯ পৃঃ
[১৬৪] ফিকহুস সুন্নাহ ১/৩২২, ফিক্হুল আদ্ইয়া ওয়াল আয্কার- ৩/১২০ পৃঃ

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ اَللَّهُمَّ اَعْصِمْنِيْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ–

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহ ওয়াস সলাতু ওয়াস সালামু 'আলা রসূলিল্লাহ, আল্লাহুম্মা ইন্নি আস্আলুকা মিন ফাযলিক, আল্লাহুম্মা আ'সিম্নী মিনাশ্ শায়ত্বানির রাজীম।

অর্থ : "আল্লাহর নামে এবং সলাত ও সালাম রসূলুল্লাহর উপর, হে আল্লাহ! আমি তোমার অনুগ্রহ কামনা করি। হে আল্লাহ বিতাড়িত শয়তান হতে তুমি আমাকে রক্ষা কর।"

দুখুলুল মাসজিদ বা মাসজিদে প্রবেশের সালাত

রাসূলুল্লাহ (ছ) বলেন ঃ যখন তোমাদের কেউ মাসজিদে প্রবেশ করবে তখন সে যেন বসার পূর্বে দু'রাক'আত সালাত আদায় করে।[১৬৫] এ হাদীস প্রমাণ করে যে, বসার পূর্বে সালাত আদায় করা হলো সুন্নাত। আর সালাত না পড়ে বসা সুন্নাত বিরোধী ও বিদআত। তাই জুমুআর দিন খুৎবার সময় হলেও ২ রাক'আত সালাত না পড়ে বসা নিষেধ।[১৬৬] উক্ত দু'রাক'আত সালাতকে তাহ্ইয়াতুল মাসজিদও বলা হয়।

পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের ফরয রাক'আতসমূহ

পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সালাত মোট ১৭ (সতের) রাক'আত। ফজর ২ রাক'আত, যোহর ৪ রাক'আত, আসর ৪ রাক'আত, মাগরিব ৩ রাক'আত ও ঈশা ৪ রাক'আত।[১৬৭]

সুন্নাত সালাতের বিবরণ

রাসূলুল্লাহ (ছ) বলেন ঃ বান্দার সালাতের মধ্যে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থাকলে নফল সালাত দিয়ে উহা পরিপূর্ণ করা হবে। তিনি (ছ)

[১৬৫] বুখারী, মুসলিম, মিশকাত- ৬৮ পৃঃ।
[১৬৬] বুখারী ১ম খণ্ড, ১২৭ পৃঃ।
[১৬৭] বুখারী, মুসলিম, মিশকাত- ৭৯/৮০ পৃঃ।

বলেন ঃ পুরুষ ব্যক্তির সর্বোত্তম সালাত হলো তার ঘরে আদায় করা (সুন্নাত ও নফল) সলাত কিন্তু ফরয সালাত ব্যতীত।[১৬৮] রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি দিবা-রাত্রে ১২ রাক‘আত নামায পড়ে তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানানো হয়। তা হলো ঃ যোহরের পূর্বে ৪ রাক‘আত, পরে ২ রাক‘আত, মাগরিবের পরে ২ রাক‘আত, ঈশার পরে ২ রাক‘আত, ফজরের পূর্বে ২ রাক‘আত।[১৬৯] জুমুআর পূর্বে দু’রাকআত করে যত সম্ভব পড়া যায়।[১৭০] আর পরে মাসজিদে হলে ৪ রাক‘আত, বাড়ীতে হলে ২ রাক‘আত।[১৭১] যোহর ও আসরের পূর্বে ৪ রাক‘আত অথবা ২ রাক‘আত উভয় পড়া যায় তবে ৪ রাক‘আত হলে দু’সালামে ও এক সালামে উভয়ভাবে পড়া যায়।[১৭২]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন ঃ তোমরা মাগরীবের (আযানের পরে) সালাতের পূর্বে ২ রাক‘আত সালাত পড়। ইহাও সুন্নাত।[১৭৩] আনাস (রাঃ) বলেন ঃ আমরা রাসূলের (ﷺ) যুগে এসুন্নাত পড়তাম।[১৭৪] ইহা ছাড়া বিতর নামাযের পরে ২ রাক‘আত সুন্নাত পড়া যায়।[১৭৫] ঘরে ফজরের সুন্নাতের পর ডান কাতে শুয়া রাসূলুল্লাহর (ﷺ) সুন্নাত।[১৭৬] জামাআত শুরু হয়ে যাওয়ায় ফজরের সুন্নাত পড়তে না পারলে ফরয বাদ পড়তে হবে।[১৭৭] উক্ত সুন্নাত সালাতসমূহ যথাসময়ে পড়তে না পারলে তা পরে কাযা হিসাবে পড়া যায়।[১৭৮] সুস্থ অবস্থায় ফরয সালাত বসে পড়লে তা

[১৬৮] বুখারী, মুসলিম, বুলুগুল মারাম ১১৬ পৃঃ।
[১৬৯] মুসলিম, তিরমিযী, মিশকাত- ১০৩ পৃঃ।
[১৭০] বুখারী ১ম খণ্ড, ১২১ পৃঃ।
[১৭১] বুখারী, মুসলিম, মিশকাত- ১০৪ পৃঃ।
[১৭২] সালাতু রাসূলিল্লাহ ৯৭ পৃঃ ও তামামুল মিন্নাহ- ২৪০।
[১৭৩] বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১০৪ পৃঃ।
[১৭৪] বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১০৪ পৃঃ
[১৭৫] মুসলিম, মিশকাত ১০৫ পৃঃ
[১৭৬] বুখারী, বুলুগুল মারাম ১০৬ পৃঃ।
[১৭৭] আবু দাউদ ১ম খণ্ড, ১৮০ পৃঃ, তিরমিযী, মিশকাত- ৯৫ পৃঃ সহীহ।
[১৭৮] নাইলুল আওতার ২য় খণ্ড, ২৬-২৭ পৃঃ।

হবে না। তবে সুন্নাত পড়া যাবে। কিন্তু দাঁড়িয়ে পড়ার অর্ধেক নেকী হবে।[১৭৯]

বিতর সালাতের বিবরণ

হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ বিতরের সালাত ওয়াজিব বা ফরযের মত নয় বরং সুন্নাত যা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কর্তৃক প্রবর্তিত।[১৮০] ইহা এক, তিন, পাঁচ, সাত ও নয় রাক‘আত পর্যন্ত পড়া যেতে পারে।[১৮১] ৯ ও ৭ রাক‘আত পড়লে যথাক্রমে ৮ ও ৬ রাক‘আতে আত্তাহিয়্যাতু পড়ে সালাম না ফিরে আবার উঠে ১ রাক‘আত পড়ে আত্তাহিয়্যাতু, দরুদ ও দু‘আ মাছুরা পড়ে সালাম ফিরাবে।[১৮২] ৫ রাকআতের সময় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একটানা ৫ম রাক‘আতে বসে আত্তাহিয়্যাত, দরুদ ইত্যাদি পড়ে সালাম ফিরাতেন।[১৮৩] ৩ রাক‘আত সম্পর্কে আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ৩ রাক‘আত পড়তেন কিন্তু কেবলমাত্র শেষ রাক‘আতে বসতেন (এর আগে ২ রাক‘আতে বসতেন না)।[১৮৪] ইহা ছাড়াও আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন ঃ যে নবী (ﷺ) বলেন, তোমরা ৩ রাক‘আত বিতর মাগরীবের মত পড় না।[১৮৫] অর্থাৎ মাগরীবের মত ২ রাক‘আত পড়ে বস না। বরং একটানা ৩ রাক‘আত পড়ে সালাম ফিরাবে। হাফেয ইমাম যাইলায়ী হানাফী (রহ.) বলেন ঃ ৩ রাক‘আতে বিতরে ২ রাক‘আত বসার কোন সহীহ হাদীস নাই।[১৮৬] বরং না বসার পক্ষেই সহীহ হাদীস।[১৮৭]

[১৭৯] সহীহ বুখারী হাঃ ১১১৫, ফিকহুস সুন্নাহ- ১/১৭২।
[১৮০] নাসায়ী, তিরমিযী, হাকেম, বুলুগুল মারাম ১০৭ পৃঃ, হাসান।
[১৮১] বুখারী, মুসলিম ও সুনানে আরবাআ, মিশকাত ১১১-১১২ পৃঃ।
[১৮২] মুসলিম, মিশকাত ১১১ পৃঃ।
[১৮৩] বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১১১ পৃঃ।
[১৮৪] হাকেম ১ম খণ্ড, ৩০৪ পৃঃ; বায়হাকী ৩য় খণ্ড, ৩১ পৃঃ; মেরআতুল মাফাতীহ ২য় খণ্ড, ২০১ পৃঃ, সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ- ১/৩৮৮।
[১৮৫] দারকুতনী ১ম খণ্ড, ১৭৩ পৃঃ; নাসবুর রায়াহ ২য় খণ্ড, ১১৬ পৃঃ; নায়ল ৩য় খণ্ড, ৩৫ পৃঃ।
[১৮৬] নাসবুর রায়াহ ২য় খণ্ড, ১২০ পৃঃ
[১৮৭] তুহ্ফাতুল আহ্ওয়াযী ১ম খণ্ড, ২০৩-২০৪ পৃঃ

১ রাক'আত বিতর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) পড়তেন, এ ব্যাপারে অসংখ্য সহীহ হাদীস বিদ্যমান।[১৮৮] তিনি ﷺ বেশীর ভাগই ১ রাক'আত বিতর পড়তেন।[১৮৯]

দু'আ কুনুত কখন পড়বেন?

দু'আ কনুত দুই প্রকার : ১. কনুতে নাযিলা যা বিপদাপদের সময় পড়া হয়, এটা রুকুর পরে।[১৯০] ২. বিতরের কনুত, এটা রুকুর আগে এবং পরে উভয় অবস্থায় পড়া যায়।[১৯১] তবে রুকুর পূর্বে পড়া উত্তম। কারণ এভাবে নাবী (ﷺ) নিজে পড়েছেন এবং হাসান <-কে শিক্ষা দিয়েছেন।[১৯২]

হযরত ওমার, ইবনে আব্বাস, ইবনে মাসউদ ও আবু হুরায়রা (রাযিআল্লাহু আনহুম) প্রমুখ সাহাবীগণ দু'হাত তুলে দু'আ কুনুত পাঠ করতেন।[১৯৩] কিন্তু দু'আ শেষে মুখে বা বুকে হাত মুছার কোন সঠিক প্রমাণ নেই। আল্লামাহ আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (রহ.) বলেন ঃ নতুন করে নিয়ত বেঁধে দু'আ কুনুত পাঠ করার রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বা সাহাবীদের হতে কোন নির্ভরযোগ্য হাদীস নেই।[১৯৪]

দু'আ কুনুতের বিবরণ

নবী (ﷺ)-এর নাতি হাসান (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে এই (নিম্নের) কুনুত শিক্ষা দেন।[১৯৫] ইমাম তিরমিযী (রহ.) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হতে এর চেয়ে উত্তম কোন কুনুত আমরা জানি না।[১৯৬]

---

[১৮৮] বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১০৫ ও ১১১ পৃঃ
[১৮৯] হিদায়াতুন্নবী ২২২-২২৩ পৃঃ, যাদুল মাআদ ১ম খণ্ড, ২৫৬ পৃঃ
[১৯০] সহীহ বুখারী হাঃ (১০০২), সহীহ মুসলিম হাঃ (৬৭৭), (মিশকাত হাঃ ১২১৬)
[১৯১] তুহ্ফাতুল আহ্ওয়াযী- ২/৫৬৬, সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ- ১/৩৯১
[১৯২] আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ (সহীহ) ইরওয়া হাঃ (৪২৬), সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ- ১/৩৯১ পৃঃ।
[১৯৩] তুহ্ফাতুল আহ্ওয়াযী ২য় খণ্ড, ৫৬৭ পৃঃ।
[১৯৪] তুহ্ফাতুল আহ্ওয়াযী ২য় খণ্ড, ৫৬৭ পৃঃ।
[১৯৫] সহীহ ইবনে খুজাইমাহ, সিফাতুস সলাতি- ১৮১ পৃঃ।
[১৯৬] তিরমিযী ১ম খণ্ড, ১০৬ পৃঃ।

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ إِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মাহ্দিনী ফীমান হাদাইত, ওয়া আ-ফিনী ফী-মান আ-ফাইত, ওয়া তাওয়াল্লানী ফীমান্ তাওয়াল্লাইত, ওয়া বা-রিক্লী কীমা আ'তাইত, ওয়াকিনী শার্‌রা মা-কাযাইত, ফাইন্নাকা তাক্যী ওয়ালা যূক্যা আলাইক, ইন্নাহু লা- ইয়াযিল্লু মাঁও ওয়া-লাইত, ওয়ালা-ইয়া'য়িয্যু মান আ-দাইত, তাবা-রাক্তা রাব্বানা- ওয়া তা'আলাইত, ওয়া সাল্লাল্লাহু আলান্ নাবীয়্যি।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি যাদেরকে সুপথ দেখিয়েছ আমাকেও তাদের মধ্যে সুপথ দেখাও। যাদেরকে তুমি মাফ করেছ আমাকেও তাদের মধ্যে করে নাও। তুমি যাদের অভিভাবক হয়েছ তাদের মধ্যে আমারও অভিভাবক হয়ে যাও। এবং তুমি আমাকে যা দিয়েছ তাতে বরকত দাও। তুমি যে ফায়সালা করেছ তার অনিষ্ট থেকে আমাকে বাঁচাও। কারণ তুমিইতো ভাগ্য নির্ধারণ করে থাক। আর তোমার বিরুদ্ধে কেউ কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। তুমি যার সাথে বন্ধুত্ব রাখ সে কোন দিন অপমানিত হয় না। আর তুমি যার সাথে শত্রুতা ইচ্ছা কর সে কোন দিনই সম্মানিত হতে পারে না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি প্রাচুর্যময় ও সর্বোচ্চ। আল্লাহ তা'আলা নবী (ﷺ)-এর উপর রহমত বর্ষণ করুন।[১৯৭]

দু'আ কুনুত প্রত্যহ পড়া ওয়াজিব নয়।[১৯৮] তাই রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সুন্নাত অনুযায়ী কখন কখন বাদ দেয়া ভাল।[১৯৯]

বিতর সালাতে সালামের পর দু'আ

---

[১৯৭] সুনান আরবাআ, আহমাদ, বায়হাকী, হাকেম, সহীহ ইবনে হিব্বান, বুলুগুল মারাম ৯০ পৃঃ, যাদুল মাআদ- ১ম খণ্ড,২৪ পৃঃ, বাংলা মিশকাত হাঃ ১২০১।
[১৯৮] ফুতফাতুল আহওয়াযী ২য় খণ্ড, ৫৬৫ পৃঃ।
[১৯৯] সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ- ১/৩৯১।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন সালাম ফিরাতেন তখন তিনবার বলতেন ঃ سُبْحَانَ الْمَلِكُ الْقُدُّوس (সুব্‌হা-নাল মালিকিল কুদ্দুস) অর্থ- পবিত্র বাদশার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। তৃতীয়বারে তিনি এই শব্দগুলো একটু বেশী টেনে উচ্চঃস্বরে বলতেন।[২০০]

সালাত কিভাবে আদায় করবেন?

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا وَاتَّقُوْا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ}

"রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক, আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।"[২০১]

অন্যত্র বলেন ঃ

{يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيعُوْا اللهَ وَأَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَلا تُبْطِلُوْا أَعْمَالَكُمْ}

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ কর, (অনুসরণ ব্যতীত) তোমাদের আমলসমূহ নষ্ট কর না।"[২০২]

এতে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের প্রতিটি কাজ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হুবহু অনুসরণ করে সম্পাদন করা ফরয। নচেৎ তা অগ্রহণযোগ্য। সালাত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي তোমরা সালাত আদায় কর ঐভাবে, আমাকে আদায় করতে দেখ যেভাবে।[২০৩] তাই আমাদেরকে বিশুদ্ধ হাদীসে প্রমাণিত রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সালাতের

[২০০] নাসাঈ, আবু দাউদ- সহীহ, মিশকাত- ১১২ পৃঃ।
[২০১] সূরা হাশর ৭ আয়াত।
[২০২] সূরা মুহাম্মদ ৩৩ আয়াত।
[২০৩] বুখারী ৮৮ পৃঃ, মুসলিম, মিশকাত ৬৬ পৃঃ, বাংলা মিশকাত হাঃ ৬৩২।

ন্যায় সালাত আদায় করতে হবে। কোন মাযহাব, ইমাম বা পীর এর মত ও পথ অনুযায়ী সালাত আদায় করলে তা আল্লাহর নিকট গৃহীত হওয়ার আশা করা যায় না। আর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সালাত সম্পর্কিত আদেশ নারী পুরুষ উভয়ের জন্য সমান ভাবে প্রযোজ্য। বিশুদ্ধ হাদীসে নারীদের ভিন্ন কোন নিয়ম নেই। নারীদের ভিন্ন নিয়মের পক্ষে যে সমস্ত হাদীস পেশ করা হয় তা সবই দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য।[২০৪] আসুন এখন বিশুদ্ধ হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সালাত জেনে নেই।

মুখে নিয়্যাত পড়া বিদ্‌আত

আল্লামা ইবনুল হুমাম হানাফী (রঃ) বলেন ঃ হাদীসের কতক হাফিয বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে সহীহ বা যয়ীফ (সবল/দুর্বল) কোন সনদেই একথা প্রমাণিত নেই যে, তিনি (ﷺ) সালাত শুরু করার সময় বলতেন যে, আমি এরূপ সালাত পড়ছি। কোন সাহাবী এবং তাবেয়ী থেকেও প্রমাণিত নেই। বরং এ কথা বর্ণিত আছে যে, তিনি যখন সালাত শুরু করতেন তখন কেবল তাকবীর (আল্লাহ আকবার) বলতেন। তাই মুখে নিয়্যাত পড়া বিদআত।[২০৫]

আল্লামা মোল্লা আলী কারী হানাফী (রহ.) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ত্রিশ হাজার সালাত আদায় করেছেন তথাপি তাঁর থেকে একথা বর্ণিত নেই যে, আমি অমুক অমুক সালাতের নিয়্যাত করছি।[২০৬] তিনি অন্যত্র বলেন ঃ শব্দ উচ্চারণ করে নিয়্যাত করা না জায়েয। কারণ ইহা বিদ'আত। অতএব যে কাজ নবী (ﷺ) করেননি সে কাজ সর্বদা যে করে সে বিদআতী।[২০৭] আল্লাহ আমাদেরকে বিদ'আত থেকে বাঁচার সুমতি দিন- আমীন!

[২০৪] সিফাতু সালাতিন্নবী (ﷺ) ১৮৯ পৃঃ
[২০৫] ফতহুল কাদীর- ১ম খণ্ড, ১০৮ পৃঃ; কাবীরী ২৫২ পৃঃ।
[২০৬] মেরকাত ১ম খণ্ড, ৩৭ পৃঃ।
[২০৭] মেরকাত ১ম খণ্ড, ৩৬ পৃঃ।

সুতরাং অন্তরে সংকল্প করাই হলো নিয়্যাত। মুখে উচ্চারণ করা নয়।

সালাত কিভাবে শুরু করতে হবে?

আবু হুমাইদ আস্ সা'য়িদী (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন সালাতের জন্য দাঁড়াতেন তখন কিবলার দিকে মুখ করতেন এবং দুই হাত তুলতেন ও আল্লা-হু আকবার বলে সালাত শুরু করতেন।[২০৮] এছাড়া বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ ও মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে আদেশ করতেন যে, পবিত্রতা অর্জন করতঃ কিবলামুখী হয়ে আল্লাহু আকবার বলে সালাত শুরু করবে।[২০৯]

উল্লেখিত হাদীস সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজে শুধু "আল্লাহু আক্‌বার" বলে সালাত শুরু করতেন এবং অনুরূপভাবে শুরু করার আদেশও করতেন। এর পূর্বে কিছু বলার কোন প্রমাণ নেই। এই আল্লাহু আকবারকে তাকবীরে তাহরীমা বলা হয়।

সালাতে কিভাবে দাঁড়াতে হবে?

প্রখ্যাত সাহাবী আনাস (রাঃ) বলেন ঃ আমরা যখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সামনে সালাতে দাঁড়াতাম। তখন আমাদের (সাহাবীদের) প্রত্যেকে তাঁর সাথীর কাঁধের সাথে কাঁধ এবং পায়ের সাথে পা মিলিয়ে রাখতেন।[২১০] এতে প্রমাণিত হয় যে, একজন ব্যক্তি যখন তার দু'পা দু'কাঁধ বরাবর জায়গাতে রাখবে তখন অন্য ব্যক্তির পা ও কাঁধে লাগানো সম্ভব হবে। সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তি একা বা জামাআতে যাই হোক না কেন তাকে আপন দু'কাধ বরাবর দু'পা সোজা কিবলামুখী রেখে দাঁড়াতে

---

[২০৮] ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৬৭ পৃঃ সহীহ।
[২০৯] বুলুগুল মারাম ৭৮ পৃঃ
[২১০] বুখারী ১ম খণ্ড, ১০০ পৃঃ, বাংলা ই. ফা. হাঃ ৬৮৯।

হবে।[২১১] কিন্তু অনেক লোককে দেখা যায় সালাতে একা বা জামাআতে দু'পা যেন একত্রে মিলিয়ে দাঁড়ায় এটা যেমন বদ অভ্যাস, তেমনি দু'পা দু'কাঁধের চেয়ে বেশী ফাঁকা করে দাঁড়ানো এটাও বদ অভ্যাস। অতএব সকলকে হাদীস অনুযায়ী পায়ের সাথে পা এবং কাঁধের সাথে কাঁধ মিলানো উচিত।

হাত কতটা ও কখন তুলবেন?

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কখনও তাকবীর বলার সময়, আবার কখনও তাকবীর বলার পরে, আবার কখনও তাকবীর বলার পূর্বে দু'হাত তুলতেন।[২১২] তিনি কাঁধ বরারব দু'হাত তুলতেন, কখনও কানের লতি বরাবর তুলতেন।[২১৩]

আল্লামা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী হানাফী (রহ.) বলেন ঃ তাকবীরে তাহরীমার সময় কানের লতি ছোঁয়ানো সুন্নাত নয়। কারণ এর কোন প্রমাণ নেই।[২১৪] রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হাত তোলার সময় আঙ্গুলগুলো খোলা ও সোজা রাখতেন এবং হাতের তালু ক্বিবলার দিকে করতেন।[২১৫]

হাত কোথায় ও কিভাবে বাঁধবেন?

এ সম্পর্কে প্রখ্যাত সাহাবী ওয়ায়েল বিন হুজুর (রাঃ) বলেন ঃ আমি নবী (ﷺ)-এর সাথে সালাত আদায় করেছি। তিনি তাঁর ডান হাতটি বাম হাতের উপরে রেখে উভয় হাত বুকের উপরে বাঁধেন।[২১৬] ইমাম শাওকানী (রহ.) বলেন ঃ এ ব্যাপারে ওয়ায়েল (রাঃ)-এর হাদীসের চেয়ে কোন বিশুদ্ধ হাদীস নেই।[২১৭] বিংশ শতাব্দীর যুগশ্রেষ্ঠ হাদীসবেত্তা আল্লামা

---

[২১১] বুখারী ১ম খণ্ড, ৫৬ ও ১০০ পৃঃ।
[২১২] বুখারী, নাসায়ী, আবু দাউদ, সিফাতু সালাতিন্নাবী (ﷺ) ৮৭ পৃঃ।
[২১৩] বুখারী, আবু দাউদ, মিশকাত ৭৫-৭৬ পৃঃ।
[২১৪] শারহে বেকায়াহ ১ম খণ্ড, ১৪৩ পৃঃ, ১১নং টীকা।
[২১৫] যাদুল মাআদ- ১ম খণ্ড, ২০২ পৃঃ ও সহীহ ইবনে খুযইমাহ- ১ম খণ্ড, ৬৪ পৃষ্ঠা।
[২১৬] সহীহ ইবনু খুযাইমাহ- ১ম খণ্ড, ২৪৩ পৃঃ ও বুলুগুল মারাম ৮২ পৃঃ
[২১৭] নাইলুল আওতার ২য় খণ্ড, ১৮৯ পৃঃ।

মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রাহঃ) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সালাতের পদ্ধতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, হাত দু'টিকে শুধুমাত্র বুকের উপর রাখবে। পুরুষ ও মহিলা উহাতে সমান (বিধান)। আর বুকে ছাড়া অন্য স্থানে হস্তদ্বয় স্থাপনের হাদীস দুর্বল অথবা ভিত্তিহীন।[২১৮]

হযরত তাউস (রহ.) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সালাতে তাঁর ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখতেন, অতঃপর উভয় হাত বুকের উপর বাঁধতেন।[২১৯] ইহা ছাড়া এ ব্যাপারে বুখারী শরীফে এসেছে, হযরত সাহল বিন সা'দ (রাঃ) বলেন [রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পক্ষ থেকে] লোকদেরকে ডান হাত বাম যেরার উপর রাখার নির্দেশ দেওয়া হতো।[২২০] আরবী ভাষায় যেরা বলা হয় হাতের "কুনুই হতে মধ্যমা আঙ্গুলের মাথা পর্যন্ত" অংশকে।[২২১] সুতরাং এক হাতের যেরা অপর হাতের যেরার উপর রাখতে হলে অবশ্যই হাত বুকে বাঁধতে হবে।

সালাতরত অবস্থায় দৃষ্টিপাতের স্থান

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন সালাতে দাঁড়াতেন তখন তিনি মাথা নত করতেন এবং যমীনের দিকে দৃষ্টি রাখতেন।[২২২] অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করতে বিশেষ করে আসমানের দিকে দৃষ্টিপাত করাকে কঠোরভাবে নিষেধ করতেন।[২২৩] তিনি (ﷺ) আনাস (রাঃ)-কে বলেন ঃ হে আনাস! যেখানে তুমি সিজদা দিবে সেই জায়গাতেই তোমার দৃষ্টি রাখবে।[২২৪] নবী (ﷺ) বসা অবস্থায় ডান হাতের আঙ্গুলের ইশারার দিকে দৃষ্টি রাখতেন।[২২৫]

হাত বাঁধার পর কি পড়তে হবে?

[২১৮] সিফাতু সালাতুন্নাবী (ﷺ) ৮৮ পৃঃ
[২১৯] আবু দাউদ, মারাসীল ৬ পৃঃ
[২২০] বুখারী ১ম খণ্ড, ১০২ পৃঃ, ই. ফা. হাঃ ৭০৭, ও মিশকাত ৭৫ পৃঃ
[২২১] মুসলিম ১ম খণ্ড, ৩৩৯ পৃঃ
[২২২] বায়হাকী, হাকিম-সহীহ, সিফাতু সালাতিন্নাবী (ﷺ) ৮৯ পৃঃ।
[২২৩] বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, সিফাতু সালাতিন্নাবী (ﷺ) ৮৯ পৃঃ।
[২২৪] বায়হাকী, মিশকাত ৯১ পৃঃ। সমর্থক হাদীসের আলোকে আমল যোগ্য। দ্রঃ তাহকীক মিশকাত- ১/৩১১ পৃঃ টিকা (২)।
[২২৫] যাদুল মাআদ ১ম খণ্ড, ২৬৫ পৃঃ।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকবীর তাহরীমা বলার পর কিরআতের পূর্বে একটু চুপ থাকতেন। তাই আমি তাঁকে এ চুপ থাকার কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি (ﷺ) বললেন ঃ তখন আমি এই দু'আটি পড়ি ঃ

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنْ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মা বা-ঈদ বাইনী ওয়া বাইনা খাত্বা-ইয়া-ইয়া কামা-বা-আদ'তা বাইনাল্ মাশ্‌রিক্বি ওয়াল্ মাগ্‌রিব। আল্লা-হুম্মা নাক্বিনী মিনাল খাতা-ইয়া কামা ইউনাক্কাছ্ ছাওবুল আব্ইয়াযু মিনাদ্ দানাস। আল্লাহুম্মাগ্‌সিল খাত্বা-ইয়া-ইয়া বিল মা-য়ি ওয়াছ্ছালজি ওয়াল বারাদ।[২২৬]

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমার ও আমার গুনাহ খাতার মাঝে এমন দূরত্ব সৃষ্টি কর যেমন তুমি পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করেছ। হে আল্লাহ! আমার পাপ ও ভুলত্রুটি হতে আমাকে এমনভাবে পাক পবিত্র কর যেমন ভাবে সাদা বস্ত্র ময়লা হতে পরিষ্কার করা হয়। হে আল্লাহ! তুমি আমার যাবতীয় পাপসমূহ ও ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি পানি, বরফ ও শিশির দ্বারা ধৌত করে দাও।

উক্ত দু'আটি নবী (ﷺ) ফরয সালাতে পড়তেন।[২২৭] এ দু'আটিকে দু'আয়ে ইস্‌তিফ্‌তা-হ ও ছানা বলা হয়। যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দীস আল্লামা মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী তাঁর "সিফাতু সালাতিন্নাবী (ﷺ) " গ্রন্থে ইহা সর্বপ্রথম, অতঃপর আরো ১১টি দু'আ উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে নিম্ন দু'আটিও রয়েছে ঃ

[২২৬] বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী, নাইলুল আওতা- ২য় খণ্ড, ১৯১ পৃঃ ও মিশকাত ৭৭ পৃষ্ঠা।
[২২৭] বুখারী, মুসলিম, সিফাতু সালাতিন্নাবী (ﷺ) ৯১ পৃঃ।

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلـــهَ غَيْرُكَ–

উচ্চারণ ঃ সুব্‌হা-নাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহাম্‌দিকা ওয়া তাবা-রাকাস্‌মুকা ওয়া তা'আ-লা যাদ্দুকা ওয়ালা-ইলা-হা গাইরুকা।[২২৮]

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আপনার প্রশংসার সহিত পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আপনার নাম মহিমান্বিত, আপনার সত্ত্বা অতি উচ্চে প্রতিষ্ঠিত আর আপনি ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য কোন উপাস্য নেই।

আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পাঠের নিয়ম

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) নবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি (ﷺ) সালাতে দাঁড়িয়ে ইস্‌তিফ্‌তাহ (ছানা) পড়ার পর পড়তেন ঃ

أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْـــزِهِ وَنَفْخِه وَنَفْثِه

উচ্চারণ ঃ আউযুবিল্লা-হিস্ সামীয়িল আলীম মিনাশ্ শায়তা-নির রাজীম মিন হাম্‌যিহী ওয়া নাফ্‌খিহী ওয়া নাফ্‌ছিহী।

অর্থ ঃ সর্বজ্ঞ ও সর্বশ্রোতা আল্লাহর নিকট শয়তানের খোঁচা, ফুৎকার ও প্ররোচনা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

ইমাম তিরমিযী (রহ.) বলেন ঃ এ ব্যাপারে এ হাদীসটি অধিক প্রসিদ্ধ। ইমাম শওকানী (রহ.) বলেন ঃ ইহা কেবল সালাতের প্রথম রাক'আতে কিরাআতের পূর্বে বলতে হবে।[২২৯]

উল্লেখ্য যে, ফরয, সুন্নাত, নফল প্রভৃতি সালাতের শুধু প্রথম রাক'আতে নবী করীম (ﷺ) ছানা ও আউযুবিল্লাহ পড়তেন, আর বাকী

[২২৮] আবু দাউদ, হাকিম, সহীহ সিফাতু সালাতিন্নাবী (ﷺ) ৯৩ পৃঃ।

[২২৯] আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী, নাইলুল আওতার- ২য় খণ্ড, ১৯৭-১৯৮ পৃষ্ঠা।

রাক'আতগুলোতে পড়তেন না[২৩০] অতঃপর তিনি (ﷺ) বিসমিল্লাহ সহ সূরা ফাতিহা প্রতি রাক'আতে পড়তেন।

সূরা ফাতিহা পাঠের নিয়ম

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সূরা ক্বিরাআত সম্পর্কে উম্মু সালামা (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রতিটি আয়াত পৃথক পৃথক করে পাঠ করতেন। যেমন ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ তারপর থামতেন, আবার পড়তেন اَلحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ العَالمِينَ তারপর থামতেন, আবার পড়তেন الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ তারপর থেমে আবার পড়তেন مَالِكِ يَوْمِ الدِّين এভাবে থেমে থেমে পাঠ করতেন-

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ–اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْــتَقِيمَ–صِـــرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ, غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ -

উচ্চারণ ঃ বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির্ রাহীম-(১) আল হাম্‌দু লিল্লা-হি রাব্বিল আ-লামীন-(২) আর্ রাহ্‌মা-নির্ রাহীম-(৩) মা-লিকি ইয়াউমিদ্দীন-(৪) ইয়্যা-কানা'বুদু ওয়া ইয়্যা কানাস্‌তায়ীন-(৫) ইহ্‌দিনাস্ সিরা-তাল্ মুস্‌তাকীম-(৬) সিরা-তাল্লাযীনা আন্ আম্‌তা আ'লাইহিম, গাইরিল মাগ্‌যূবি আ'লাইহিম, ওয়ালায্‌যল্লীন-(৭)। (আ-মীন)[২৩১]

অর্থঃ পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি-(১) যাবতীয় প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার যিনি বিশ্ব জগতের পালনকর্তা-(২) যিনি নিতান্ত মেহেরবান ও দয়ালু-(৩) যিনি বিচার দিনের মালিক-(৪) আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদাত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি-(৫) আমাদের সরল সঠিক পথ দেখাও-(৬) সে সমস্ত লোকের পথ যাদেরকে তুমি নিয়ামত দান করেছ, তাদের পথ নয় যাদের উপর গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে-(৭) (হে আল্লাহ! কবুল করুন)।

[২৩০] মুসলিম, মিশকাত ৭৮ পৃষ্ঠা।

[২৩১] আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাইলুল আওতার- ২/২০৬ পৃঃ সহীহ, ইরউয়া হাঃ ৩৪৩,

হাদীসে কুদসীতে এসেছে আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন ঃ বান্দা যখন সালাতে সূরা ফাতিহার আয়াতগুলি পাঠ করে তখন আল্লাহ প্রতিটি আয়াতের পিছনে জবাব দেন।[২৩২]

উক্ত হাদীস গুলিতে প্রমাণিত হয় যে, সূরা ফাতিহা ও অন্যান্য সূরার প্রতিটি আয়াত থেমে থেমে পড়া বাঞ্চনীয়। বিশেষ করে সূরা ফাতিহা। তাই যারা থেমে থেমে না পড়ে একটানে বা ২/৩ টানে পড়ে শেষ করে তারা রাসূল (ﷺ)-এর সুন্নাতের বিরোধিতা এবং আল্লাহ তা'আলার জওয়াব দেওয়াতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। ফলে তাদের প্রতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর সন্তুষ্টি আশা করা যেতে পারে না।

সূরা ফাতিহা পড়া সম্পর্কিত কতিপয় মাসআলা

ইমাম, মুক্তাদী ও একাকী সকলের সকল সালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ছাড়া কোন সালাতই হবেনা

١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ -

সাহাবী উবাদাহ ইবনে সামেত (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন ঃ "ঐ ব্যক্তির সালাত নাই (হবে না) যে (সালাতে) সূরা ফাতিহা পাঠ করে না।"[২৩৩]

[২৩২] মুসলিম, মিশকাত ৭৮ পৃষ্ঠা।

[২৩৩] সহীহ বুখারী ই, ফা- হাঃ (৭২০), সহীহ মুসলিম, মিশকাত, বাংলা হাঃ (৭৬৫), আবূ আওয়ানাহ ২/১২৪,১২৫,১৩৩ পৃঃ, মুসান্নাফ ইবনু আবি শায়বাহ ১/১৪৩ পৃঃ, আবূ দাউদ হাঃ (৮২২), নাসাঈ- ১/১৪৫ পৃঃ, তিরমিযী- ২/২৫ পৃঃ, সুনানে দারেমী- ১/২৮৩ পৃঃ, সুনানে ইবনে মাজাহ হাঃ (৮৩৭), ইবনুল জারুদ হাঃ (৯৮), দারাকুতনী হাঃ (১২২), কিতাবুল উম্ম- ১/৯৩ পৃঃ, তাবারানী সাগীর হাঃ (৪২), বায়হাকী- ২/৩৮, ১৬৪,৩৭৪,৩৭৫ পৃঃ, মসনাদে আহমাদ- ৫/৩১৪,৩২১,৩২২,পৃঃ ইত্যাদি।

এ হাদীস হতে প্রমাণিত হয় যে, মহানবী (ﷺ)-এর ঘোষণা অনুযায়ী ইসলামী শরীয়তে সালাত নামের ইবাদাত– তা ফরয, নফল, ঈদ ও জানাযা যাহাই হোক না কেন, মুক্তাদী, ইমাম ও একাকী সকলেই তাদের সালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ না করলে সালাতই হবে না।

٢- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تُجْزِئُ صَلاَةٌ لاَ يَقْرَأُ الرَّجُلُ فِيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি সালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করে না ঐ সালাত যথেষ্ট বা বৈধ হয় না।[২৩৪]

٣- عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كُنَّا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَقَرَأَ، فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ قُلْنَا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ لاَ تَفْعَلُوا إِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لاَ صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا.

সাহাবী উবাদাহ বিন সামিত < বলেন: একদা আমরা নবী ﷺ এর পিছনে ফজরের নামায পড়লাম। নামাযে তাঁর কিরাআত ভাড়ী মনে হল, নামায হতে অবসর হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : মনে হয় তোমরা তোমাদের ইমামের পিছনে থাকা অবস্থায় কিরআত পাঠ কর? আমরা বললাম : হাঁ পাঠ করি। নবী ﷺ বললেন তোমরা সূরা ফাতিহা ব্যতীত আর অন্য কিছু পাঠ করনা, কেননা যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করেনা তার নামায হয় না।[২৩৫]

[২৩৪] সহীহ ইবনে খুযাইমাহ- ১ম খণ্ড, ১৪৬-১৪৮ পৃঃ; দারাকুতনী সহীহ, নাইলুল আওতার- ২য় খণ্ড, ৬৬১ পৃঃ।

[২৩৫] আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, সহীহ ইবনে হিব্বান, (হাসান) বুলুগুল মারাম ৭৩ পৃঃ, মিশকাত ৮১ পৃঃ।

নবী ﷺ যেখানে নিজে ইমাম, সাহাবীগণ মুক্তাদি, আর তাঁরা এমন নামায আদায় করলেন যার কিরআত ছিল স্বরবে সে অবস্থাকে কেন্দ্র করে বিশ্বনবী ﷺ এর ফায়সালা : ও সূরাহ ফাতিহা পাঠ করতেই হবে, তাহা ছাড়া নামাযই হবে না। অতএব কোন অস্পষ্টতা ও দ্বিমতের অবকাশ নেই।

হানাফী মাযহাবের প্রখ্যাত মুহাদ্দীস আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী হানাফী (রহ.) মুয়াত্তা মুহাম্মাদের টীকায় লিখেছেন ঃ হানাফীরা যে ইজমার দাবী করে তা প্রত্যাখ্যাত, বাতিল দাবী। তিনি আরো বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করতে নিষেধ করেছেন, হানাফীরা এ সম্পর্কে যা কিছু প্রচার করে উহার কতগুলি একেবারেই ভিত্তিহীন-বানোয়াট অথবা সনদের দিক দিয়ে আদৌ সহীহ বলে গণ্য নয়।[২৩৬]

সুতরাং গোড়ামী বাদ দিয়ে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) অনুসরণ করে সালাত আদায় করা উচিত। আল্লাহ সকলকে এ সুমতি দান করুন। আমীন!

আমীন বলার ফযীলাত ও উহার তাৎপর্য

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন সূরা ফাতিহা পড়া শেষ করতেন তখন আমীন বলতেন ঃ যদি তাঁর কিরাআত আওয়াজের সাথে হতো তাহলে আমীনও সেরূপ হতো এবং পিছনে যারা থাকতেন তাঁরাও আমীন বলতেন।[২৩৭]

সাহাবী ওয়ায়েল ইবনে হুজ্‌র (রাঃ) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে "গাইরিল মাগ্‌যুবি আলাইহিম ওয়ালায্‌-যল্লীন" পড়ার পর আওয়াজের সাথে আমীন বলতে শুনেছি।[২৩৮]

[২৩৬] সালাতু রাসূলিল্লাহ ১৪৮ পৃষ্ঠা।
[২৩৭] আবু দাউদ, তিরমিযী, যাদুল মাআদ- ১ম খণ্ড, ২০৭ পৃঃ।
[২৩৮] তিরমিযী, সহীহ আবু দাউদ-হা: ৯৩২, দারেমী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৮০ পৃঃ সহীহ তাহকীক মিশকাত হাঃ ৮৪৫।

তিনি (ﷺ) মুক্তাদীদেরকে বলেন ঃ ইমাম যখন আমীন বলবে তখন তোমরাও আমীন বল। কেননা যার আমীন বলা ফিরিশতাদের আমীনের সাথে মিলে যায় তার পূর্বের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।[২৩৯] সুতরাং আমীন বলার ফযীলাত যে কত বড় তা গভীরভাবে অনুধাবন করা উচিত। কিন্তু নিয়ম হলো ইমামের আমীন শুনে মুক্তাদীরা বলবে, ইমামের আগে নয় এবং পৃথক ভাবে পরেও নয়।

সাহাবীদের মধ্যে ইমাম মুক্তাদী সকলেই স্বরবে ক্বিরাআতে স্বজোরে আমীন বলতেন।[২৪০] তখন থেকে আজ পর্যন্ত আল্লাহর ঘর কাবা এবং নবী (ﷺ)-এর মাসজিদ আমীনের আওয়াজে গমগম করছে।

আমীন শুনে ইয়াহুদীদের জ্বলন

হযরত আয়েশা ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেন ঃ তোমাদের সালাম করা ও (সালাতে উঁচু আওয়াজে) আমীন বলাতে ইয়াহুদীদের যত হিংসা হয় আর কোন জিনিসে ওদের অত হিংসা হয় না।[২৪১] অতএব তোমরা খুব বেশী করে আ-মীন বলো।[২৪২] তাই ইয়াহুদীর পরিচয় না দিয়ে সহীহ হাদীসের উপর আমল করা উচিত।

অন্য কিরাআত বা সূরা পাঠের বিবরণ

সূরা ফাতিহা পাঠ করার পর রাসূলুল্লাহ (ﷺ), অন্য একটি সূরা বা কুরআনের কিছু আয়াত পড়তেন।[২৪৩] যোহর, আসর, মাগরীব ও ঈশার প্রথম দু'রাক'আতে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা পড়তেন, আর শেষ রাক'আতসমূহে সূরা ফাতিহার সাথে কখনও অন্য সুরা মিলাতেন আবার কখনও মিলাতেন না।[২৪৪] সুতরাং এ দু' নিয়মই তাঁর সুন্নাত। কিন্তু মুক্তাদীকে ফজর, মাগরীব ও ঈশা সালাতের জামাআতে প্রথম

[২৩৯] বুখারী, মুসলিম, সুনানে আরবাআ, আহমাদ, নাইলুল আওতার- ২/২২২ পৃঃ; মিশকাত ৭৯ পৃঃ
[২৪০] বুখারী ১ম খণ্ড, ১০৭ পৃঃ
[২৪১] সহীহ ইবনে খুযাইমাহ ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৩৫ পৃঃ
[২৪২] ইবনে মাজাহ ১ম খণ্ড, ৬২ পৃঃ, সহীহ ইবনে খুযাইমাহ, সিফাতু সালাতিন্নাবি (ﷺ)-১০২পৃঃ।
[২৪৩] কুতুবুস সিত্তাহ
[২৪৪] বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৭৯ পৃঃ, সিফাতু সালাতিন্নাবী ﷺ ১১২-১১৩ পৃঃ

দু'রাক'আতে শুধু সূরা ফাতিহা পাঠ করে ইমামের কিরাআত শুনবে।[২৪৫] আর শেষ দু'রাক'আতে তার ইচ্ছা অন্য সূরা মিলাতে পারে, আবার নাও মিলাতে পারে।[২৪৬] আর যোহর ও আসেরর নামাযে ইমামের পিছনে প্রথম দুই রাক'আতে সূরা ফাতিহাসহ অন্য একটি সূরা পাঠ করবে।[২৪৭]

যে কোন রাক'আতে পূর্ণ এক সূরা, সূরার কিছু অংশ বা দুই সূরাও একত্রে পড়া যায়। অনুরূপভাবে কিরাআতে সূরার তারতীব ও প্রথম রাক'আতের চেয়ে দ্বিতীয় রাক'আতে কম পড়া অপরিহার্য নয় বরং তা ভাল, তবে বেশী পড়লে কোন দোষণীয় নয়।[২৪৮]

পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে সুন্নাতী কিরাআত

সূরা ফাতিহা পাঠের পর সালাতে অন্য কিরাআত হিসাবে কুরআনের যে কোন জায়গা থেকে ইচ্ছামত যে কোন সূরা বা আয়াত পড়া যেতে পারে। কিন্তু নবী (ﷺ) কোন কোন সালাতে কিছু বিশেষ বিশেষ সূরা পাঠ করেছেন যাকে মাসনুন বা সুন্নাতী কিরাআত বলে। রাসূলের (ﷺ) সুন্নাতের মহব্বতে আমরাও যদি ঐ সূরাগুলি পড়ার চেষ্টা করি তাহলে হয়ত দ্বিগুণ সাওয়াব পেতে পারি। বিভিন্ন সহীহ হাদীসে যে সব মাস্‌নুন কিরাআত পাওয়া যায় তা নিম্নে কিছু উল্লেখ করা হলো ঃ

ফজরের সালাতে কিরাআত

নবী (ﷺ) ফজরের সালাতে কখনো সূরা ক্বাফ অথবা এরূপ সূরা পড়তেন, কখনো {إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ} আবার কখনো সূরা মুনাফিকুন এর কিছু অংশ পড়তেন।[২৪৯] তিনি সফরে সূরা নাস ও ফালাকও

[২৪৫] মুসলিম, মিশকাত ৭৯ পৃঃ
[২৪৬] বুখারী, মুসলিম, বায়হাকী ২য় খণ্ড, ৬২-৬৪ পৃঃ
[২৪৭] ইবনে মাজাহ, সহীহ, ইরওয়া হাঃ ৫০৬।
[২৪৮] বুখারী ১ম খণ্ড, ১০৬-১০৭ পৃঃ
[২৪৯] মুসলিম, মিশকাত ৭৯ পৃঃ

পড়েছেন।[২৫০] তিনি একবার দু'রাক'আতেই {إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا} সূরাটি পড়েন।[২৫১] আবার ফজরের সুন্নাতের ১ম রাক'আতে {قُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا} (সূরা বাকারাহ আয়াত-১৩৬) আর ২য় রাক'আতে {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ} (সূরা আলু ইমরান আয়াত-৬৪) পড়তেন।[২৫২]

সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ আমি কতবার যে, আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে ফজর এবং মাগরীবের সুন্নাতে সূরা কা-ফিরুন ও সূরা ইখলাস পড়তে শুনেছি তার কোন ইয়াত্তা নেই।[২৫৩] রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জুমুআর দিন ফজর সালাতের ১ম রাক'আতে সূরা সাজদাহ ও ২য় রাক'আতে সূরা দাহার পড়তেন।[২৫৪]

যোহর ও আসর সালাতের কিরাআত

সাহাবী জাবির ইবনে সামুরাহ (রাঃ) বলেন ঃ নবী (ﷺ) যোহরের সালাতে সূরা {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} এবং কখনো {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} পড়তেন। আর আসরের সময় ঐরূপই করতেন।[২৫৫] কখনো সূরা বুরুজ ও সূরা তারিক পড়তেন।[২৫৬] কখনো তিনি সূরা সাজদার মত লম্বা কিরাআত পড়তেন অথবা ৩০টির মত আয়াত পড়তেন। তখন আসরের সময় এর

[২৫০] আহমাদ, আবু দাউদ, নাসায়ী, মিশকাত ৮০ পৃঃ সহীহ।
[২৫১] আবু দাউদ, মিশকাত ৮০ পৃঃ সহীহ।
[২৫২] মুসলিম, মিশকাত ৮০ পৃষ্ঠা।
[২৫৩] তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৮১ পৃঃ সহীহ।
[২৫৪] বুখারী, মুসলিম, মিশকাত- ২০৮ পৃঃ।
[২৫৫] মুসলিম, মিশকাত ৭৯ পৃঃ
[২৫৬] যাদুল মাআদ ১/২১০ পৃষ্ঠা আবূ দাউদ, তিরমিযী-সহীহ।

অর্ধেক পড়তেন।[২৫৭] আবার যখন যোহরের কিরাআত খুব দীর্ঘ হতো না তখন আসরের কির'আতও ঐরূপ হতো।[২৫৮]

মাগরীব সালাতের কিরাআত

মাগরীবের সালাতে কখনো তিনি সূরা তুর, কখনো সূরা মুরসালাত পড়তেন।[২৫৯] আবার কখনো সূরা দুখান পড়তেন।[২৬০]

কখনো তিনি (ﷺ) সূরা সাফ্‌ফাত, কখনো সূরা আ'লা, কখনো সূরা তীন, কখনো সূরা নাস ও ফালাক এবং কখনো কেসারে মুফাস্‌সাল (শেষ ১৮টি সূরা) থেকে পড়তেন।[২৬১]

ঈশা সালাতের কিরাআত

সাহাবী বারা (রাঃ) বলেন ঃ আমি নবী (ﷺ)-কে ঈশার সলাতে সূরা ত্বীন পড়তে শুনেছি।[২৬২] তিনি (ﷺ) সূরা আশ্‌ শাম্‌স, সূরা ওয়াল্‌লাইল, সূরা আ'লা ও সূরা আলাক পড়ার জন্য মুয়াজ বিন জাবাল (রাঃ)-কে নির্দেশ দেন।[২৬৩]

জুমুআ ও ঈদের সালাতে কিরাআত

তিনি (ﷺ) জুমুআর সালাতে সূরা জুমুআ ও মুনাফিকুন সূরা দু'টি পড়তেন এবং সূরা আ'লা ও গাশীয়াহ পড়তেন। ঈদের সালাতে তিনি (ﷺ) সূরা ক্বাফ ও সূরা আম্বিয়া পড়তেন। সূরা আ'লা ও গাশীয়াহ পড়তেন আর এই নিয়মের উপর থেকেই তিনি আল্লাহর সাক্ষাত

[২৫৭] মুসলিম, মিশকাত– ৭৯ পৃষ্ঠা।
[২৫৮] যাদুল মাআদ ১ম খণ্ড ২১০ পৃষ্ঠা।
[২৫৯] বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৭৯ পৃঃ
[২৬০] নাসাঈ, মিশকাত ৭৯-৮২ পৃঃ, হাসান।
[২৬১] যাদুল মাআদ ১/ ২১১ পৃঃ
[২৬২] বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৭৯ পৃঃ।
[২৬৩] বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৭৯।

(মৃতবরণ) করেন।[২৬৪] এমনকি একই দিনে ঈদ ও জুমআ হলেও তিনি উভয় সালাত সূরা আ'লা ও গাশীয়াহ দিয়ে পড়তেন।[২৬৫]

বিত্‌র সালাতের কিরাআত

তিনি (ﷺ) বিতর সালাতে প্রথম রাক'আতে সূরা আ'লা, ২য় রাক'আতে সূরা কাফিরুন ও তৃতীয় রাক'আতে সূরা ইখলাস পড়তেন।[২৬৬]

রফউল ইয়াদাঈন বা দু'হাত তোলার বিবরণ

রাসূলুল্লাহ (ﷺ), যখন কিরাআত শেষ করতেন তখন একটু দম নিতেন। তারপর তিনি দু'হাত তুলতেন যেমন তাকবীর তাহ্‌রীমার সময় তুলেছিলেন। তারপর আল্লাহু আক্‌বার বলে রুকুতে যেতেন।[২৬৭]

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا–

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমার (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন সালাত শুরু করতেন এবং যখন রুকুতে যেতেন আর যখন রুকু থেকে মাথা উঠাতেন তখন দু'হাত কাঁধ বরাবর তুলতেন।[২৬৮] সাহাবী আবু হুমায়িদ আস্‌সাঈদী (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন তৃতীয় রাক'আতের জন্য দাঁড়াতেন তখনও দু'হাত কাঁধ পর্যন্ত তুলতেন।[২৬৯] সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে ওমার (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর মৃত্যু পযৃন্ত উল্লেখিত সময়ে দু'হাত তুলতেন।[২৭০]

[২৬৪] যাদুল মাআদ ১/ ২১২ পৃঃ
[২৬৫] মুসলিম, মিশকাত ৮০ পৃঃ
[২৬৬] নাসায়ী ১/ ১৯৪ পৃঃ, তিরমিযী, হাকিম,সহীহ-তাহকীক মিশকাত-১/৩৯৭ পৃঃ।
[২৬৭] বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত- বাংলা হাঃ ৭৩৯।
[২৬৮] বুখারী- ১/১০২ পৃঃ ও মুসলিম ১ম খণ্ড, ১৮৬ পৃঃ।
[২৬৯] আবু দাউদ, দারেমী, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৭৬ পৃঃ, সহীহ।
[২৭০] বায়হাকী, তালখীসুল হাবীর ৮১ পৃঃ, নাসবুর রায়াহ- ১/৪১০ পৃঃ; আদদেরায়াহ ৮৫ পৃঃ।

মহানবী (ﷺ)-এর প্রায় ১ লক্ষ ২৪ হাজার সাহাবী ছিলেন ঃ তাদের সম্পর্কে প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ বুখারী শরীফের ভাষ্যকার আল্লামা ইবনে হাজ্‌র আসকালানী (রহ.) বলেন ঃ একমাত্র আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) ছাড়া বাকী সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম দু'হাত তুলতেন।[২৭১] আব্দুল্লাহ ইবনে ওমার (রাঃ) যখন কাউকে রুকুতে যাবার সময় এবং রুকু থেকে মাথা তুলার সময় দু'হাত না তুলতে দেখতেন তখন তাকে পাথর ছুঁড়ে মারতেন।[২৭২]

দু'হাত তুলাতে নেকী

আল্লামা আইনী হানাফী (রহ.) লিখেছেন ঃ ইবনে আমের (রাঃ) বলেন– রফউল ইয়াদাইন (দু'হাত তুলা) হলো সালাতের সৌন্দর্যের মধ্যে একটি শোভা, ফলে প্রত্যেকবার উত্তোলনের বদলে দশটি করে নেকী অর্থাৎ প্রত্যেক আঙ্গুলের বদলে একটি করে নেকী আছে।[২৭৩]

তাই দু'হাত তুলাতে যথাক্রমে ২, ৩ ও ৪ রাক'আতে ৫০, ৮০ ও ১০০ বাড়তি সওয়াব পাওয়া যায়। এভাবে দিনে ফরয সালাতে ৪৩০টি নেকী পাওয়া যায়।

দু'হাত তুলা প্রসঙ্গে অবান্তর কথা ও বাতিল হাদীস

কতক ব্যক্তি সহীহ হাদীসের উপর আমল না করার ভান করে মিথ্যা ও বানোয়াট কথার আশ্রয় নিয়ে বলে যে, ইসলামের প্রথম যুগে পুতুল পূজারী নও মুসলিমরা সালাতের সময়ও বগলে পুতুল নিয়ে আসতো, কিংবা মুনাফিকরা অস্ত্র নিয়ে আসতো। তাই নাবী (ﷺ) তাদেরকে রুকুতে যাবার ও রুকু হতে মাথা তোলার সময় দু'হাত তুলতে বলেছিলেন। এসব কথা কোন হাদীসে তো দূরের কথা এমনকি ইতিহাসেও প্রমাণহীন। তাই ইহা মিথ্যাবাদীদের রাসূল (ﷺ) ও

[২৭১] ফতহুল বারী- ২/২৫৭ পৃঃ।
[২৭২] ফতহুল বারী- ২/২৮৫ পৃঃ।
[২৭৩] ওমদাতুল কারী- ৫/২৭২ পৃঃ ও সিফাতু সালাতিন্নাবী (ﷺ) পৃঃ ১২৮ টীকা (৬)।

সাহাবীদের প্রতি মিথ্যা অপবাদ ছাড়া আর কি হতে পারে। (নাউযুবিল্লাহ)। সাবধান এ অপবাদই জাহান্নামী হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ তিনি (ﷺ) কেবলমাত্র তাক্‌বীরে তাহ্‌রীমার সময় ১বার দু'হাত তুলতেন।[২৭৪] কিন্তু এ হাদীস সম্পর্কে ইমাম আবু দাউদ (রঃ) নিজেই বলেন, হাদীসটি সহীহ (সঠিক) নয়।[২৭৫] তেমনি মোল্লা আলী কারী হানাফী (রহ.) বলেন ঃ সালাতে রুকুতে যাবার সময় এবং রুকু হতে উঠার সময় দু'হাত না তুলা সম্পর্কে যে সব হাদীস বর্ণিত হয়েছে সেগুলো সবই বাতিল হাদীস। তন্মধ্যে একটিও সহীহ নয়– যেমন ইবনে মাসউদের (রাঃ) হাদীস।[২৭৬]

লক্ষণীয় যে, হানাফী মাযহাবের বিশিষ্ট মুহাদ্দীস আল্লামাহ আইনী হানাফী (রহ.) রুকুতে যাওয়ার আগে দু'হাত তুলার ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা (রহ.) সম্পর্কে লিখেছেন ঃ ইমাম আবু হানীফা হতে বর্ণিত যে, তা (রফউল ইয়াদাইন) ত্যাগ করলে গুনাহ হবে।[২৭৭] অতএব প্রতিটি মুসলিমের আল্লাহর ভয় রেখে গোঁড়ামী ও মিথ্যার আশ্রয় বাদ দিয়ে সহীহ হাদীসের উপর আমল করা উচিত। আল্লাহ তাওফীক দিন। আমীন।

রুকু কিভাবে করতে হবে

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন রুকু করতেন তখন দু'টো হাত দিয়ে হাঁটু দু'টো মযবুত করে ধরতেন, পিঠ সোজা রাখতেন।[২৭৮] তিনি (ﷺ) পিঠ এতো সোজা রাখতেন যে, তাতে পানি রাখা হলে তা স্থির থাকতো।[২৭৯] মাথা উঁচু করতেন না এবং নীচও করতেন না বরং কোমর ও পিঠের বরাবর

[২৭৪] আবু দাউদ, মিশকাত ৭৭ পৃঃ
[২৭৫] মিশকাত ৭৭ পৃঃ
[২৭৬] মাউযূআতে কাবীর ১১০ পৃঃ, আইনী তুহফা ১/১৩১ পৃষ্ঠা।
[২৭৭] ওমদাতুল কারী- দারুল ফিকর ছাপা, ৫/২৭২ পৃঃ ও আইনী তুহফা- ১/১৩১ পৃষ্ঠা।
[২৭৮] বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৭৫ পৃষ্ঠা।
[২৭৯] তাবারানী কাবীর, আবু ইয়ালা, মাজমাউয্ যাওয়ায়িদ- ২/১২৩ পৃষ্ঠা।

রাখতেন।[২৮০] হাত দু'টো পাঁজরা থেকে তীরের রশির মতো সোজা করে রাখতেন।[২৮১] এবং হাতের আঙ্গুলগুলো ফাঁকা ফাঁকা করে রাখতেন।[২৮২]

রুকুর দু'আসমূহের বিবরণ

যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দীস আল্লামা মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.) তিনি তাঁর "সিফাতু সালাতুন্নাবী" নামক কিতাবে বলেন ঃ রুকুর দু'আ সম্পর্কিত হাদীসগুলো একত্র করলে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) রুকুতে প্রায় ৭ ধরনের তাসবীহ/দু'আ পড়েছেন। তন্মধ্যে ৩টি প্রসিদ্ধ তাসবীহ/দু'আ উল্লেখ করা হলো ঃ

১। সাহাবী হুযায়ফা < বলেন ঃ নবী (ﷺ) রুকুতে পড়তেন ঃ

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ–

উচ্চারণ ঃ সুব্হা-না রাব্বিয়াল আযীম

অর্থ ঃ আমি আমার মহান প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করছি।[২৮৩]

২। আয়েশা (রাযি.) বলেন ঃ কুরআনের (সূরা নাস্র এর) নির্দেশ অনুসারে নবী (ﷺ)- রুকু ও সিজদায় এই দু'আটি খুব বেশী করে পড়তেন ঃ

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي–

(সুব্হা-নাকা আল্লা-হুম্মা রাব্বানা- ওয়া বি হাম্দিকা আল্লাহুম্মাগ্ ফিরলী) অর্থ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ! তোমার প্রশংসার সাথে তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, অতএব হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা কর।[২৮৪]

৩। আয়েশা (রাযি.) বলেন ঃ নবী (ﷺ) রুকু ও সিজদায় পড়তেন–

[২৮০] মুসলিম, মিশকাত ৭৫ পৃষ্ঠা।
[২৮১] আবু দাউদ, মিশকাত ৭৬ পৃষ্ঠা। (সহীহ)
[২৮২] হাকিম, বুলুগুল মারাম ৭৯ পৃষ্ঠা। (সহীহ)
[২৮৩] তিরমিযী, আবূ দাউদ, মিশকাত– ৮২ পৃষ্ঠা। (সহীহ)
[২৮৪] বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৮২ পৃঃ

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ–

(সুব্বূ-হুন কুদ্দূ-সুন রাব্বুল মালা-ইকাতি ওয়ার্রূহ) অর্থ ঃ আমাদের এবং সমস্ত ফিরিশতা ও জিবরীলের প্রতিপালক অত্যন্ত পুত ও পবিত্র।[২৮৫]

উক্ত তাসবীহ সমূহের উর্দ্ধ সীমা কোন নির্ধারিত নেই এবং বেজড় হওয়া শর্ত নয়। তবে সর্বনিম্ন ৩ বার বললে রুকু ও সিজদাহ পূর্ণ হয়ে যাবে। ইহার কমে হবে না।[২৮৬]

রুকু সিজদায় চুরি ও তার শাস্তি

সাহাবী আবু কাতাদা (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন মানুষের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট চোর সে ব্যক্তি, যে তার সালাতে চুরি করে। সাহাবীরা (আশ্চর্য হয়ে) জিজ্ঞাসা করলেন, সে কিভাবে সালাতে চুরি করে। তিনি (ﷺ) বললেন ঃ সে সালাতের রুকু ও সিজদাকে পূর্ণভাবে আদায় করে না।[২৮৭]

শাকীক (রহ.) বলেন ঃ একদা সাহাবী হোযায়ফা (রাঃ) একজনকে রুকু, সিজদা পুরো না করতে দেখে সালাত শেষে তাকে ডাকলেন, অতঃপর বললেন ঃ তুমিতো সালাত আদায় করনি। আমার মনে হয় তুমি যদি এ অবস্থায় মারা যাও তাহলে তুমি ঐ ধর্মের উপর মরবে না, যে ধর্মে মুহাম্মদ (ﷺ) রয়েছেন।[২৮৮] তাই রুকু সিজদার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্ক হওয়া দরকার। কাকের মতো ঠোকর দেওয়া, না দেওয়ারই সমান। বরং ইহা মুনাফিকদের নামায।

রুকু হতে দাঁড়ানো বা কাওমার দু'আ

[২৮৫] মুসলিম, মিশকাত ৮২ পৃঃ
[২৮৬] তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৮৩ পৃঃ, সিফাতু সালাতি নাবী-১৩২ পৃঃ।
[২৮৭] আহমাদ, মিশকাত ৮৩ পৃঃ (সহীহ)
[২৮৮] বুখারী, মিশকাত ৮৩ পৃঃ

ধীরস্থীরভাবে রুকুর তাসবীহ পড়া হলে নবী (ﷺ) سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِـــدَه (অর্থ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করে আল্লাহ তা শুনে জবাব দেন।) বলে রুকু থেকে মাথা তুলতেন এবং দু'হাত কাঁধ বা কান পর্যন্ত উঠাতেন।[২৮৯]

অতএব ইমাম, মুক্তাদি ও একাকী নামাযী সকলে অনুরূপভাবে রুকু থেকে উঠবে এবং "সামিআল্লাহ...." ও " রাব্বানা লাকাল....." উভয়টাই পাঠ করবে। কারণ নবী ﷺ বলেন : তোমরা সে ভাবে সালাত সম্পাদন কর যে ভাবে আমাকে সালাত সম্পাদন করতে দেখেছ।"[২৯০]

নবী ﷺ ইমাম ও একাকী সর্বাবস্থায় উভয়টাই পাঠ করতেন তাই আমরাও উভয়টাই পঠ করব।[২৯১]

কাওমা (সোজা হওয়া) অবস্থায় দু'আ সম্পর্কে আল্লামা মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) ১০টি দু'আ উল্লেখ করেছেন, তন্মধ্যে ২টি উল্লেখ করা হলো ঃ

১। সামিআল্লাহ– বলার পর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এই দু'আ পড়তেন ঃ

اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِـــلْءَ مَـــا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ–

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মা রাব্বানা- লাকাল্ হাম্‌দু মিল্‌আস্ সামা-ওয়াতি ওয়া মিল্‌আল আরযি ওয়া মিল্‌আ মা-শি'তা মিন্ শাইয়িম বা'অদ।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু আল্লাহ! আসমানসমূহ ও জমিন ভর্তি এবং এরপরে তুমি যা চাও তা ভর্তি একমাত্র তোমারই প্রশংসা।[২৯২] এ দু'আ সকলেই পড়তে পারে বিশেষভাবে ইমামদের পড়া উচিত।

[২৮৯] বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৭৫ পৃঃ
[২৯০] সহীহ বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত-৬৬ পৃঃ
[২৯১] সিফাতু সালাতিন্নাবী (ﷺ)- ১৩৫, সহীহ ফিকহুস্ সুন্নাহ- ১/৩৩৪,
[২৯২] মুসলিম, মিশকাত ৭৫ পৃঃ

২। সাহাবী রাফে' (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পিছনে কোন সাহাবী এই দু'আ পড়লে ঃ

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ–

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা- লাকাল্ হাম্‌দ হাম্‌দান্ কাছীরান ত্বাইয়্যেবান মুবারাকান্‌ফিহ্

(অর্থ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! তোমারই জন্য অধিক অধিক পবিত্র ও বরকতময় প্রশংসা।) সালাত শেষে নবী (ﷺ), জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ঐ (সুন্দর কথা) গুলো কে বলল? তিনবার জিজ্ঞাসার পর সাহাবী বললেন ঃ আমি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন ঃ আমি ত্রিশের অধিক ফিরিশ্‌তাকে ছুটাছুটি করতে দেখলাম যে, ঐ কথাগুলি (নেকির খাতায়) কে আগে লিখবে।[২৯৩]

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ নবী (ﷺ) রুকর পরে দাঁড়িয়ে এত বেশী সময় দু'আ পড়তেন যে, আমরা মনে করতাম তিনি যেন ভুলে গেছেন।[২৯৪] দুঃখের বিষয় আমাদের অনেককে দেখা যায় রুকু থেকে সোজা না হয়ে অমনি সিজদায় চলে যায়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন ঃ সেই লোকের সালাত যথেষ্ট হয় না, যে ব্যক্তি রুকু ও সিজদা হতে পিঠ সোজা করে না।[২৯৫]

কিভাবে সিজদায় যাবেন?

কাওমার দু'আ পড়া শেষ হলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আল্লাহু আক্‌বার বলে সিজদায় যেতেন। সিজদায় যাওয়ার সময় প্রথমে দু'হাত তারপর দু'হাঁটু মাটিতে রাখতেন।[২৯৬]

[২৯৩] বুখারী, মিশকাত ৮২ পৃষ্ঠা।
[২৯৪] মুসলিম, মিশকাত ৮২ পৃঃ
[২৯৫] সুনানে আরবাআ, দারেমী, মিশকাত ৮২ পৃঃ (সহীহ)
[২৯৬] সহীহ ইবনে খুযাইমাহ, দারাকুতনী, হাকেম, সিফাতু সালাতিন্নাবী (ﷺ) ১৪০ পৃঃ

সাহাবী আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আদেশ করেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ সিজদায় যাবে সে যেন উটের মতো না বসে, বরং যেন দু'হাঁটু রাখার পূর্বেই দু'হাত রাখে।[২৯৭]

হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন ঃ অন্য হাদীসের চেয়ে প্রথমে দু'হাত রাখার হাদীসটি বেশী সহীহ। কারণ সে হাদীসের সমর্থনে ইবনে ওমর (রাঃ)-এর হাদীসটি পাওয়া যায়। যাকে ইবনে খুযাইমাহ (রহ.) সহীহ বলেছেন। এবং ইমাম বুখারীও এটাকে তাঁর হাদীস হিসাবে বর্ণনা করেছেন।[২৯৮] সুতরাং ইহার উপর আমলই অধিকতর সুন্নাত নিকটবর্তী।

সিজদার বিবরণ

হাত অতঃপর হাঁটু রাখার পর তিনি (ﷺ) দু'হাতের তালু মাটিতে বিছিয়ে রাখতেন।[২৯৯] আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে কিবলামুখী করে রাখতেন।[৩০০] এবং কখনও হাত দুটি কাঁধ বরাবর, আবার কখনও কান বরাবর রাখতেন। নাক ও কপাল মাটিতে রাখতেন।[৩০১] অনেকে নাক তুলে রাখে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন– যে ব্যক্তি তার নাক মাটিতে রাখে না, যেমন কপাল রাখে তার সালাতই হয় না।[৩০২] তিনি (ﷺ) হাঁটু ও দু'পায়ের অগ্রভাগ মাটিতে দাঁড় করে রাখতেন।[৩০৩] আর আঙ্গুলগুলি ভাঁজ করে নরমভাবে কিবলামুখী করে রাখতেন।[৩০৪] দু'পায়ের গোড়ালী একত্রে ভালভাবে মিলিয়ে

[২৯৭] আবু দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী, বুলুগুল মারাম ৮১ পৃঃ (সহীহ), তাহকীক মিশকাত ২৮২ পৃঃ।
[২৯৮] বুলুগুল মারাম ৮১ পৃষ্ঠা।
[২৯৯] আবু দাউদ, সিফাতু সালাতিন্নাবী (ﷺ)-১৪০।
[৩০০] আবু দাউদ, ইবনে খুজাইমাহ, বায়হাকী-(সহীহ) সিফাতু সালাতিন্নাবী (ﷺ)-১৪১ পৃঃ।
[৩০১] আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ- সহীহ- সিফাতু সালাতিন্নাবী (ﷺ)-১৪১ পৃঃ
[৩০২] দারাকুতনী, তাবারানী সহীহ, সিফাতুস সালাতু সালাতিন্নাবী (ﷺ)-১৪২ পৃঃ
[৩০৩] বায়হাকী সহীহ সিফাতু সালাতিন্নাবী (ﷺ)-১৪২ পৃঃ
[৩০৪] বুখারী, আবু দাউদ, তিরমিযী, সিফাতু সালাতিন্নাবী (ﷺ)-১৪২ পৃঃ

রাখতেন।[৩০৫] রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন ঃ আমি কপাল (নাকসহ), দু'হাতের তালু, দু'হাঁটু, দু'পায়ের অগ্রভাগের উপর সিজদাহ করতে আর কাপড় ও চুল জড়িয়ে না রাখতে আদিষ্ট হয়েছি।[৩০৬] তাই উক্ত অঙ্গগুলি সিজদা অবস্থায় অবশ্যই মাটিতে রাখতে হবে নচেৎ সিজদাহ পূর্ণ হবে না।

তিনি (ﷺ) হাত দু'টি (কব্জি হতে কনুই পর্যন্ত) বিছিয়ে রাখতেন না। বরং যমিন থেকে উপরে উঠিয়ে এবং দু'পার্শ্ব ও উরু হতে পৃথক করে রাখতেন, ফলে বগলের সাদা অংশ পর্যন্ত দেখা যেত এবং জমিন থেকে এতটা দূরে থাকতো যে কোন বকরীর বাচ্চা ইচ্ছা করলে অনায়াসে চলে যেতে পারত।[৩০৭]

সিজদার দু'আসমূহের বিবরণ

সাহাবী আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন ঃ বান্দা তার রবের সবচেয়ে বেশী নিকটবর্তী হয় সিজদাহ করার সময়, তাই সিজদাহ অবস্থায় বেশী বেশী দু'আ কর।[৩০৮]

সিজদার দু'আ সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীসগুলো একত্রিত করলে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সিজদাতে প্রায় ১৩ ধরনের দু'আ পড়তেন। তন্মধ্যে কয়েকটি প্রসিদ্ধ দু'আ উল্লেখ করা হলো ঃ

১। سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

(সুব্‌হা-না রাব্বিয়াল আ'লা-)

অর্থ ঃ আমি আমার সুমহান প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করছি।[৩০৯]

২ ও ৩। রুকুর ২ ও ৩ নং দু'আ দ্রষ্টব্য।

[৩০৫] তাহাবী, ইবনে খুযাইমাহ, সহীহ সিফাতু সালাতিন্নাবী (ﷺ)-১৪২পৃঃ
[৩০৬] বুখারী ও মুসলিম, সহীহ সিফাতু সালাতিন্নাবী (ﷺ)-১৪৩ পৃঃ
[৩০৭] বুখারী, মুসলিম, ইবনে মাজাহ– সিফাতু সালাতিন্নাবী (ﷺ) -১৪৪ পৃঃ
[৩০৮] মুসলিম, মিশকাত-৮৩ পৃঃ
[৩০৯] তিরমিযী, আবু দাউদ, মিশকাত ৮৩ পৃষ্ঠা। (সহীহ)

৪। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী (ছাঃ) সিজদায় এই দু'আ পড়তেন ঃ

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ وَدِقَّهُ وَجِلَّهُ وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হু ম্মাগ্ফিরলী যাম্বী কুল্লাহু ওয়া দিক্কাহু ওয়া জিল্লাহু ওয়া আও্ওয়ালাহু ওয়া আ-খিরাহু ওয়া 'আলানিয়্যাতাহু ওয়া সির্‌রাহ।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি আমার যাবতীয় গুনাহ ক্ষমা করে দাও- ছোট, বড়, আগের, পরের, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য গুনাহসমূহ।[৩১০]

উল্লেখিত দু'আসমূহের যে কোন দু'আ সিজদাতে সর্বনিম্ব ৩ বার আর ঊর্ধ্বে সম্ভব অনুযায়ী পড়তে পারে।

রুকু ও সিজদায় কুরআন পাঠ নিষিদ্ধ

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন ঃ সাবধান আমাকে রুকু ও সিজদা অবস্থায় কুরআন পাঠ করতে নিষেধ করা হয়েছে। রুকুতে তোমরা প্রভুর মহত্ব বর্ণনা কর। আর সিজদায় বেশী দু'আ কর যাতে তোমাদের দু'আ কবুল করা হবে।[৩১১] আলী (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে রুকু সিজদা অবস্থায় কুরআন পাঠ করতে নিষেধ করেছেন।[৩১২]

দু'সিজদার মাঝখানে বসা

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সিজদার দু'আ পড়া শেষ হলে আল্লাহু আক্বার বলে প্রথমে মাথা তুলে তারপর দু'হাত তুলতেন।[৩১৩] এবং সোজা হয়ে বাম পা বিছিয়ে উহার উপর বসতেন।[৩১৪] আর ডান পায়ের আঙ্গুলগুলিকে কিবলামুখী করে পা খাড়া করে রাখতেন।[৩১৫]

[৩১০] মুসলিম, মিশকাত ৮৪ পৃষ্ঠা।
[৩১১] মুসলিম ১ম খণ্ড, ১৯১ পৃঃ
[৩১২] মুসলিম ১ম খণ্ড, ১৯১ পৃঃ
[৩১৩] আবু দাউদ, হাকিম (সহীহ), সিফাতু সালাতিন্নাবী-১৫১পৃঃ
[৩১৪] বুখারী, মুলিম, আবূ দাউদ, সিফাতু সালাতিন্নাবী-১৫১পৃঃ
[৩১৫] বুখারী, নাসায়ী (২২৬ হতে ২২৮ পর্যন্ত দ্রঃ সিফাতু সালাতান্নাবী (ছাঃ) পৃঃ ২৫১

দু'সিজদার মাঝখানে বসার গুরুত্ব ও দু'আ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দু'সিজদার মাঝখানে সিজদা সমপরিমাণ বসে থাকতেন।[৩১৬] সাহাবী আনাস (রাঃ) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আমাদের মাঝে সালাত পড়াতে দেখেছি, তিনি যখন দু'সিজদার মাঝে বসতেন তখন মানুষ মনে করত যে, (তিনি দ্বিতীয় সিজদার কথা) ভুলে গেছেন,[৩১৭] কিন্তু আমাদের ইমামগণ ও আমরা যেন বসার কথাই ভুলে যাই, যা সুন্নাত বিরোধী কাজ।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দু'সিজদার মাঝে বসে এই দু'আ পড়তেন ঃ

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي-

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মাগ্ফির্‌লী, ওয়ার হাম্‌নী, ওয়াহ্‌দিনী, ওয়া আ-ফিনী, ওয়ার যুক্‌নী।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি রহম কর, আমাকে হেদায়াত দাও, আমাকে সুস্থ রাখ এবং আমাকে রুযী দাও।[৩১৮]

সাহাবী হোযায়ফা (রাঃ) বলেন ঃ নবী (ছাঃ) দু'সিজদার মাঝখানে বলতেন رَبِّ اغْفِرْ لِي (রাব্বিগ্ ফির্‌লী) অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর।[৩১৯]

দ্বিতীয় সিজদাহর বিবরণ

ধীরস্থিরে পূর্বক্ত দু'আ পড়ার পর তিনি (ছাঃ) আল্লাহু আক্বার বলে প্রথম সিজদার নিয়ম অনুযায়ী দ্বিতীয় সিজদায় যেতেন এবং ধীরস্থিরভাবে সিজদার তাসবীহ/দু'আ পড়ে আল্লাহু আক্বার বলে মাথা তুলতেন, অতঃপর দু'সিজদার মধ্যে বসার ন্যায় সোজা হয়ে বসতেন।[৩২০]

জালসায়ে ইস্তেরাহাহ্ বা আরামের বৈঠক

[৩১৬] বুখারী, সিফাতু সালাতিন্নাবী (ছাঃ) ১৫২ পৃঃ
[৩১৭] বুখারী, মুসলিম, আহমাদ, নাইলুল আওতার- ১/২৬২ পৃঃ
[৩১৮] তিরমিযী, আবু দাউদ, মিশকাত ৮৪ পৃষ্ঠা। (সহীহ)
[৩১৯] নাসায়ী, দারেমী, মিশকাত ৮৪ পৃঃ (সহীহ)
[৩২০] বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, মিশকাত ৭৫-৭৬ পৃষ্ঠা।

সাহাবী মালিক বিন হুআয়রিছ (রাঃ) নবী (ﷺ)-কে সালাত আদায় করতে দেখেছেন, তিনি (ﷺ) যখন সালাতের বিজোর রাক'আত (অর্থাৎ ১ম ও ৩য় রাক'আত) শেষ করতেন, তখন (২য় ও ৪র্থ রাক'আতের জন্য) ততক্ষণ উঠতেন না, যতক্ষণ না সোজা হয়ে বসতেন।[৩২১]

ইহা ছাড়াও বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ প্রভৃতি হাদীসের কিতাবে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি ১ম ও ৩য় রাক'আতের ২য় সিজদার পর ডান পা খাড়া রেখে বাম পা বিছিয়ে সোজা হয়ে বসতেন, যাতে প্রতিটি হার স্বস্থানে স্থাপিত হয়, অতঃপর পরবর্তী রাক'আতের জন্য উঠতেন।[৩২২] আল্লামা ইমাম যায়লায়ী হানাফী (রাঃ) বলেন ঃ না বসার পক্ষে সব হাদীসই যয়ীফ (দুর্বল)।[৩২৩] তাই বসাই হলো সুন্নাত।

বালিশ ও টেবিলের উপর সিজদাহ্ চলবে না

সাহাবী জাবের (রাঃ) বলেন ঃ একদা নবী (ﷺ) এক রুগীর পরিচর্যায় গিয়ে তাকে বালিশের উপর সিজদা করতে দেখে বালিশ ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং তাকে বললেন ঃ যদি তুমি পার তাহলে যমীনের উপর সিজদা কর। অন্যথায় ইশারায় সালাত আদায় কর এবং রুকুর চেয়ে সিজদায় একটু বেশী মাথা নিচু কর।[৩২৪]

দ্বিতীয় রাক্'আতের বিবরণ

জালাসায়ে ইস্তিরাহার (আরামের বৈঠকের) পর তিনি (ﷺ) দু'হাত মাটিতে ভর দিয়ে উঠতেন।[৩২৫] আবু ইসহাক, বায়হাকী (রহ.) ও আল্লামা মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.) বলেন ঃ হাতের উপর ভর দিয়ে উঠার বিপরীত তীরের মত দাঁড়িয়ে যাওয়ার হাদীসটি জাল

[৩২১] বুখারী- ১/১১৩ পৃঃ ই: ফা: হা:-৭৮৫ ও মিশকাত ৭৫ পৃঃ
[৩২২] মিশকাত ৭৫-৭৬ পৃঃ, নাইলুল আওতার- ২/২৬৯ পৃঃ; সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ-১/৩৪৬ পৃঃ।
[৩২৩] নাসবুর রায়াহ ১ম খণ্ড, ৩৮৯ পৃঃ
[৩২৪] বায়হাকী সহীহ, বুলুগুল মারাম ১১৪ পৃষ্ঠা।
[৩২৫] বুখারী ১/১১৪ পৃঃ ই,ফ,হা: নং-৭৮৬

(বানোয়াট) হাদীস। আর অনুরূপ যত হাদীস পাওয়া যায় সব যয়ীফ (দুর্বল), সহীহ নয়।[৩২৬] ফাতাওয়া আলমগিরীতে দ্বিতীয় সিজদাহ্ হতে উঠার সময় দু'হাতের তালুর উপর ভর দিয়ে উঠার নিয়ম সর্বজন মহলের বক্তব্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৩২৭]

অতঃপর সাধারণভাবে দাঁড়িয়ে বুকে হাত বেঁধে (ছানা ও আউযুবিল্লাহ না বলে) শুধু বিসমিল্লাহসহ সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা পড়তঃ প্রথম রাক'আতের মত বাকী সব কিছু আদায় করতে হবে। তবে প্রথম রাক'আতের চেয়ে দ্বিতীয় রাক'আতে কিরাআত ছোট হবে।[৩২৮]

আত্তাহিয়্যাতু বা তাশাহ্হুদ

আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রত্যেক দু'রাক'আতে বসে আত্তাহিয়্যাতু বা তাশাহ্হুদ পড়তেন।[৩২৯] আত্তাহিয়্যাতু এর সময় বসার নিয়ম হলো দু'সিজদার মাঝে যেরূপ বসা হয় সে নিয়মে বসা। তবে ৩ ও ৪ রাক'আত বিশিষ্ট সালাতে প্রথম ২ রাক'আত পড়ে ঐভাবে বসবে এবং আত্তাহিয়্যাতু পড়বে।[৩৩০] প্রথম বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু শেষে দরুদ পাঠ করবে।[৩৩১] ৩য় ও ৪র্থ রাক'আতের সালামের বৈঠককে শেষ বৈঠক বা শেষ তাশাহহুদ বলে।

শাহাদাত আঙ্গুল তুলার গুরুত্ব ও নিয়ম

শাহাদাত পড়াটা যেমন আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের মৌখিক স্বীকৃতি, তেমনি শাহাদাত আঙ্গুল তুলাটাও তাঁর একত্ববাদের বাস্তব স্বীকৃতি। আঙ্গুল তোলার গুরুত্ব ও মহত্ত্ব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন ঃ

[৩২৬] সিফাতু সালাতিন্নাবী (সাঃ) ১৫৫ পৃঃ, টিকা (২) তামামুল মিন্নাহ-২১০ পৃঃ,
[৩২৭] সালাতু রাসূলিল্লাহ ১৭৫ পৃঃ
[৩২৮] মুসলিম, মিশকাত ৭৮ পৃঃ, যাদুল মাআদ ১ম খণ্ড, ২৪২ পৃঃ
[৩২৯] মুসলিম, মিশকাত ৭৫ পৃঃ
[৩৩০] সালাতু রাসূলিল্লাহ ১৮৩ পৃঃ
[৩৩১] আবূ আওয়ানাহ, সহীহ মুসলিম, তামামুল মিন্নাহ ২২৪ পৃঃ সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ-১/৩৩৯ পৃঃ

শাহাদাত আঙ্গুলটি শয়তানের উপর লৌহের (বর্মের) চেয়েও বেশী কষ্টদায়ক।[৩৩২]

উল্লেখ্য যে, আঙ্গুল তোলার সম্পর্কে কেউ বলেন ঃ "আশহাদু" বলার সময়, কেউ বলেন ঃ "ইল্লাল্লাহ" বলার সময় তুলতে হবে। আবার টুপ করে নামিয়ে নেয়। মূলতঃ এ সমস্ত হেয়ালী কথা তাদের মনগড়া, যার মূলে কোন দলীল নেই।[৩৩৩] বরং হাদীসে পাওয়া যায় যে, তিনি (ﷺ) শাহাদাত আঙ্গুল তুলে ইশারা করতেন।[৩৩৪] কোন বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, উহার ইশারাতে দু'আ করতেন, কোন বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, তিনি উহা নড়াচরা করতেন।[৩৩৫] তাই বিশিষ্ট মুহাদ্দীস আল্লামা মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ:) আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে খুযাইমাহ ও ইবনে হিব্বানের সহীহ হাদীস হতে প্রমাণ করে বলেন যে, তাশাহুদের প্রথম ও শেষ উভয় বৈঠকে শুরু থেকে বৈঠকের শেষ পর্যন্ত শাহাদাত আঙ্গুল তুলে ইশারা ও নড়াচরা চলতে থাকবে। ইহাই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে প্রমাণিত সুন্নাত। আর আঙ্গুল ফেলে রাখা ও তুলে নামিয়ে নেয়া প্রমাণহীন এবং সুন্নাত বিরোধী।[৩৩৬] আর এ সময় নামাযীর দৃষ্টি থাকবে আঙ্গুলের ইশারার দিকে।[৩৩৭]

তাশাহ্হুদের দু'আর বিবরণ

তাশাহ্হুদ সম্পর্কিত হাদীসসমূহ একত্র করলে এ ব্যাপারে ছয় ধরনের দু'আ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত দু'আটি উত্তম। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ইন্তে কালের পর আমরা এভাবে তাশাহহুদের দু'আ বলতাম–

[৩৩২] মুসনাদে আহমাদ, মিশকাত ৮৫ পৃঃ, (হাসান) তাহকীক মিশকাত হাঃ ৯৭১ পৃঃ
[৩৩৩] সালাতু রাসূলিল্লাহ ১৭৯ পৃঃ
[৩৩৪] মুসলিম, মিশকাত ৮৫ পৃঃ
[৩৩৫] যাদুল মাআদ ১/১৩৮ পৃঃ
[৩৩৬] সিফাতু সালাতিন্নাবী ﷺ ১৫৮-১৫৯ পৃঃ
[৩৩৭] মুলিম, আবূ আওয়ানাহ- সিফাতু সালাতিন্নাবী ﷺ ১৫৮ পৃঃ

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ **السَّلَامُ عَلَي النَّبِيِّ** وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ أَشْـــهَدُ أَنْ لاَ إِلَـــهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ–

উচ্চারণ ঃ আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস্ সালাওয়াতু ওয়াত্ তাইয়্যেবা-ত, আস্সালামু আলান্নাবিয়্যি ওয়া রাহ্মাতুল্লাহি ওয়া বারাকা-তুহ। আস্সালামু আলাইনা- ওয়া আলা-ইবাদিল্লাহিস্ সলিহীন। আশ্হাদু আল্লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলুহ।[৩৩৮]

অর্থ ঃ মৌখিক, দৈহিক ও আর্থিকভাবে যাবতীয় দাসত্ব কেবলমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য খাসভাবে নিবেদিত, নবীর উপর আল্লাহর শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক এবং আমাদের ও আল্লাহর সমস্ত নেক বান্দাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি একথার সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকার আর কোন মাবুদ নেই এবং একথাও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর বান্দা ও প্রেরিত রাসূল।

বিঃ দ্রঃ– তাশাহ্হুদের দু'আতে রেখা চিহ্নিত অংশ এর পরিবর্তে- اَلسَّلاَمُ عَلَيكَ أَيُّهَا النَّبِـــيُّ- "আস্সালামু আলাইকা আইয়্যুহান্নাবিয়্যি" (হে নবী! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক) বললেও শুদ্ধ হবে। তবে এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, ইহা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জিবদ্দশায় সম্বোধন করা হয়েছিল, আর তা ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে। কবর পূজারীরা তাঁকে জীবিত বিশ্বাস করে ইয়ানবী (হে নবী!) বলে ডাকে, ইহা এক ভ্রান্ত ও শির্কি বিশ্বাস। এ রূপ বিশ্বাস পোষণ করা হারাম। বরং সম্বোধন সূচক

[৩৩৮] বুখারী ২/৯২৬ পৃঃ, ও ফতহুল বারী ২/৪০২ পৃষ্ঠা।

শব্দগুলি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হতে বর্ণিত তাই মৌখিকভাবে পড়া যাবে। তবে ভুল ধারণা যাতে না আসে সে জন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মৃত্যুর পর السَّلَامُ عَلَي النَّبِيِّ (নবীর উপর শান্তি বর্ষিত হোক) পড়াই উত্তম, যেমন সাহাবীগণ পড়তেন।[৩৩৯] হযরত আয়েশাও (রাঃ) রাসূলুল্লাহর (ﷺ) ইন্তেকালের পর السَّلَامُ عَلَي النَّبِيِّ পড়ার শিক্ষা দিতেন।[৩৪০]

তৃতীয় রাক'আতের বিবরণ

৩ ও ৪ রাক'আত বিশিষ্ট সালাতে নবী (ﷺ) ২য় রাক'আতের পর তাশাহ্হুদের বৈঠক শেষ করে দু'হাত মাটিতে ভর দিয়ে আল্লাহু আক্‌বার বলে ৩য় রাক'আতের জন্য দাঁড়াতেন।[৩৪১] আর দু'হাত (তাকবীরে তাহরীমার ন্যায়) কাঁধ বা কান পর্যন্ত তুলে তারপর বুকে হাত বাঁধতেন এবং শুধু বিসমিল্লাহ পড়ে সূরা ফাতিহা পড়তেন। তারপর বেশীর ভাগই অন্য কিরাআত না পড়ে (কখনো কখনো অন্য কিরাআত পড়ে) ১ম ও ২য় রাক'আতের মত রুকু, সিজদাহ, জালাসাহ প্রভৃতি কাজগুলো করতেন।[৩৪২]

চতুর্থ রাক'আতের বিবরণ

চার রাক'আত বিশিষ্ট সালাতে তিনি (ﷺ) তৃতীয় রাক'আতের পড় সোজা হয়ে বসতেন, অতঃপর দুহাত মাটিতে ভড় দিয়ে আল্লাহু আক্‌বার বলে উঠে দাঁড়াতেন।[৩৪৩] তারপর দু'হাত কখনও তুলে, কখনও না তুলে সাধারণভাবে বুকে হাত বেঁধে বিসমিল্লাহসহ সূরা ফাতিহা পড়তেন। সাথে অন্য কির'আত কখনো পড়তেন, কখনো পড়তেন না, অতঃপর পূর্বের মত বাকী কার্যসমূহ সম্পাদন করে শেষ তাশাহ্হুদে বসতেন।[৩৪৪]

[৩৩৯] বুখারী ২/৯২৬ পৃঃ
[৩৪০] ইবনে আবী শায়বাহ- ১/২৯৩ পৃঃ; বায়হাকী- ২/১৪৪ পৃঃ; সিফাতু সালাতিন্নাবী (ﷺ) ১৬৪ পৃঃ
[৩৪১] বুখারী- ১/১১৪ পৃঃ ও সহীহ ইবনে খুযাইমাহ- ১/৩৫০ পৃঃ
[৩৪২] আহমাদ, মুসলিম- সিফাতু সালাতিন্নবী ﷺ পৃঃ ১১৩ ও ১৭৮।
[৩৪৩] বুখারী শরীফ– ১/১১৪ পৃষ্ঠা, সহীহ ইবনু খুজাইমাহ– ১/৩৪২ পৃষ্ঠা।
[৩৪৪] যাদুল মা'আদ– ১/২৪৬ পৃষ্ঠা, সিফাতু সালাতিন্নাবী ﷺ ১৭৮ পৃষ্ঠা।

শেষ তাশাহ্হুদে বসার বিশেষ নিয়ম

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ৩ ও ৪ রাক'আত বিশিষ্ট সালাতে শেষ তাশাহহুদে যে ভাবে বসতেন তা নিম্নরূপ ঃ

১। বাম পা ডান পায়ের পিণ্ডলীর নিচ দিয়ে ডান দিকে বের করে দিতেন এবং বাম নিতম্বের উপর বসতেন।[৩৪৫] ডান পায়ের আঙ্গুলগুলো কেবলামুখী করে খাড়া করে রাখতেন।[৩৪৬]

২। কখনো তিনি (ﷺ) দু'টো পা ডান দিকে বের করে নিতম্বের উপর বসতেন।[৩৪৭]

৩। আবার কখনো বাম পাকে ডান উরু ও পিণ্ডলীর মাঝখানে রাখতেন এবং ডান পা বিছিয়ে রেখে নিতম্বের উপর বসতেন।[৩৪৮] এই তিন রকমের বসাকে 'তাওয়ার্‌রুক' বলে।

শেষ বৈঠকে এ তিন নিয়মে বসাই হলো সুন্নাত। তবে প্রথম নিয়মটি বেশী প্রমাণিত ও বলিষ্ট।[৩৪৯] এভাবে বসে আত্তাহিয়্যাতু পড়ে তারপর দরুদ পড়তে হবে।

সুন্নাতী দরুদের বিবরণ

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন ঃ যখন তুমি সালাত আদায় শেষ করবে, তখন প্রথমে আল্লাহর যথাযোগ্য তারিফ করবে (অর্থাৎ আত্তাহিয়্যাত পড়বে) তারপর আমার ওপরে দরুদ পাঠ করবে এবং (শেষে) নিজের জন্য দু'আ করবে।[৩৫০]

সাহাবী কা'ব ইবনে উমারাহ বলেন ঃ একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার উপর আমরা কিভাবে দরুদ পড়ব, তিনি বললেন– বলো ঃ

[৩৪৫] আবূ দাউদ, দারেমী, তিরমিযী, মিশকাত– ৭৬ পৃষ্ঠা। (সহীহ) তাহকীক মিশকাত হাঃ ৮০১।
[৩৪৬] বুখারী শরীফ, মিশকাত– ৭৫ পৃষ্ঠা।
[৩৪৭] আবূ দাউদ মিশকাত– ৭৬ পৃষ্ঠা, (সহীহ) তাহকীক মিশকাত হাঃ ৮০১ পৃঃ
[৩৪৮] সহীহ মুসলিম, হা, না, ১৩০৭
[৩৪৯] যাদুল মা'আদ– ১/২৪৫-২৪৬ পৃষ্ঠা।
[৩৫০] তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী, মিশকাত– ৮৬ পৃষ্ঠা। (সহীহ)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ–

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মা সল্লি'আলা- মুহাম্মাদিওঁ ওয়া'আলা- আ-লি মুহাম্মাদ, কামা- সল্লাইতা 'আলা- ইব্‌রা-হীমা ওয়া'আলা- আ-লি ইব্‌রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ। আল্লা-হুম্মা বারিক 'আলা- মুহাম্মাদিওঁ ওয়া'আলা- আ-লি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা 'আলা- ইব্‌রাহীমা ওয়া'আলা- আ-লি ইব্‌রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ।[৩৫১]

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ (ছ) এবং তাঁর বংশধরের উপর রহমত বর্ষণ কর, যেমন রহমত বর্ষণ করেছ ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর বংশধরের উপর, নিশ্চয় তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানী। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ (ছ) এবং তাঁর বংশধরের ওপর বরকত নাযিল কর যেমন বরকত নাযিল করেছ ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর বংশধরের উপর। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানী।

উল্লেখিত দরুদটি সহীহ হাদীসে প্রমাণিত অনুরূপ তাঁর (ছ) মুখনিসৃত দরুদ হলো সুন্নাতি দরুদ। এ দরুদ সম্পর্কে তিনি (ছ) বলেন ঃ যে আমার উপর একবার দরুদ পাঠ করে আল্লাহ তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করেন।[৩৫২]

বিদ'আতী দরুদের বিবরণ

বিদ'আত ও শির্‌কী আকীদা পোষণকারী লোকেরা কতিপয় বিদ'আতী ও শির্‌কী দরুদ তৈরী করেছেন, যেমন– দরুদে তাজ, দরুদে হাযারী, দরুদেলাখী, দু'আয়ে কাঞ্জুল আরশ, মিরাজ নামা, দালায়েলুল খায়রাত প্রভৃতি। এগুলো সব মনগড়া বানাওয়াটি দরুদ ও দু'আ। এর মধ্যে অনেক শির্‌কী শব্দ রয়েছে যা পড়লে পাঠক বিদ'আতী ও মুশরিকে পরিণত হয়ে যায়। সুতরাং বিদ'আতী দরুদ হতে আমাদের মুক্ত থাকতে

[৩৫১] বুখারী, মুসলিম, মিশকাত– ৮৬ পৃষ্ঠা।
[৩৫২] বুখারী, মুসলিম, মিশকাত– ৮৬ পৃষ্ঠা।

হবে। আল্লাহ বিদ'আতীদের হিদায়াত দিন, আর আমাদের সকলকে তাঁর রাসূলের সুন্নাত মোতাবেক চলার তাওফীক দিন– আমীন!

দু'আয়ে মাছূরাহ এর বিবরণ

সালাতে আত্তাহিয়্যাতু ও দরুদের পর সালাম ফিরানোর পূর্বে রাসূলুল্লাহ (ছ) হতে কতগুলি দু'আ পড়ার প্রমাণ পাওয়া যায় সেগুলোকে দু'আয়ে মাছূরাহ বলা হয়। সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (ছ) নিম্নের দু'আটি সাহাবীদেরকে কুরআনের সূরার মত শিক্ষা দিতেন।[৩৫৩] আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (ছ) নিজেও সালাতে এ দু'আটি পড়তেন।[৩৫৪]

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُبِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ–

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন্ 'আযাবি জাহান্নামা ওয়া আ'উযুবিকা মিন 'আযাবিল ক্বাব্‌রি ওয়াআ'উযুবিকা মিন ফিত্‌নাতিল্ মাসীহিদ্ দাজ্জালি ওয়াআ'উযুবিকা মিন ফিত্‌নাতিল্ মাহ্‌ইয়ায়ি-ওয়া ফিত্‌নাতিল্ মামা-ত। আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল্ মা'ছামি ওয়া মিনাল্ মাগরাম।[৩৫৫]

অর্থাৎ– হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট জাহান্নাম ও কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আরো দাজ্জালের ফিত্‌না থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। আরো আশ্রয় চাচ্ছি দুনিয়ার জীবনের ফিতনা ও বিপর্যয় এবং মৃত্যুর যাতনা হতে। হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি সমস্ত গুনাহ ও সব রকমের ঋণের দায় হতে।

[৩৫৩] আবূ দাউদ, আহমাদ সহীহ-সিফাতু সালাতিন্নাবী– ১৮৩ পৃষ্ঠা।
[৩৫৪] মুসলিম, আবূ আওয়ানাহ সিফাতুসালাতিন্নাবী– ১৮৩ পৃষ্ঠা।
[৩৫৫] বুখারী, মুসলিম, মিশকাত– ৮৭ পৃষ্ঠা।

আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) আমাকে কোন দু‘আ শিক্ষা দিন, যা আমি সালাতে পড়ব, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, বলো ঃ

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ–

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী যালাম্তু নাফ্সী যুল্মান কাছীরাওঁ ওয়ালা- ইয়াগ্ ফিরুয্যুনূবা ইল্লা- আন্তা ফাগ্ফির্লী মাগ্ফিরাতাম মিন ‘ইনদিকা ওয়ারহামনী ইন্নাকা আন্তাল গাফূরুর রাহীম।[৩৫৬]

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি আমার নিজের উপর অনেক জুলুম করেছি, আর তুমি ছাড়া কেউ (ঐ) পাপসমূহ ক্ষমাকারী নেই। অতএব তুমি স্বীয় অনুগ্রহে আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার প্রতি দয়া কর। নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল ও দয়াময়।

সালাম ফিরার নিয়ম

আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন ঃ সালাতে কতিপয় জিনিষকে (যেমন কথাবার্তা বলা, এদিক ওদিক চাওয়া ইত্যাদিকে) হারাম করে দেয় তাকবীরে তাহরীমাহ এবং ঐ হারাম জিনিষগুলোকে আবার হালাল করে দেয় সালাম।[৩৫৭]

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) (আত্তাহিয়্যাতু, দরুদ, দু‘আমাছূরা পড়ার পর) ডান ও বাম দিকে সালাম ফিরানের সময় বলতেন– اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ(আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ) অর্থ (হে মুক্তাদী ও ফিরিশ্তাগণ) তোমাদের উপর আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক। ডানে ও বামে মুখ ফিরানোর সময় রাসূল (ছাঃ)-এর গালের সাদা অংশ দেখা যেত।[৩৫৮]

[৩৫৬] বুখারী, মুসলিম, মিশকাত– ৮৭ পৃষ্ঠা।
[৩৫৭] আবূ দাউদ, তিরমিযী, দারেমী ইবনে মাজাহ, মিশকাত– ৪০ পৃষ্ঠা। (সহীহ)
[৩৫৮] সুনানে আরবা‘আ, মিশকাত– ৮৮ পৃষ্ঠা।(সহীহ)

তিনি (ছাঃ) কখনো ডান দিকে اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ এর সাথে وَبَرَكَاتُهُ শব্দটি বেশী করে বলতেন।[৩৫৯] সুতরাং উভয় নিয়মে বলাতে কোন দোষ নেই। সাহাবী আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন– ‘সালাম’ সংক্ষেপে বলা সুন্নাত, এর ব্যাখ্যায় প্রখ্যাত তাবেয়ী আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারাক (রাঃ) বলেন যে, খুব বেশী টান না দিয়ে সংক্ষেপে পড়া সুন্নাত।[৩৬০]

সালামের পর আল্লাহর যিকির ও দু‘আ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও সাহাবায়ে কিরামগণ ফরয সালাতের সালামের পড় যা করতেন তা বিশুদ্ধ হাদীসসমূহের আলোকে নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ

১। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফরয সালাতে সালাম ফিরেই ‘আল্লাহু আক্বার’ উচ্চ আওয়াজে বলতেন। সাহাবী ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ আমি ঐ তাকবীর শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সালাত শেষ হওয়া বুঝতে পারতাম।[৩৬১]

২। তারপর তিনবার বলতেন ঃ اَسْتَغْفِرُ اللهَ (আস্তাগ্ফিরুল্লাহ) অর্থঃ (সালাতের সব ভুল ত্রুটি হতে) আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।[৩৬২]

৩। তারপর এই দু‘আ একবার পড়তেন ঃ

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা আন্তাস্ সালা-মু ও মিনকাস্ সালা-মু তাবা-রাক্তা রব্বানা ইয়া-যাল্ জালা-লি ওয়াল্ ইক্রা-ম।

[৩৫৯] আবূ দাউদ, বুলুগুল মারাম– ৮৪ পৃষ্ঠা।(সহীহ)
[৩৬০] তিরমিযী– ১/৬৬ পৃষ্ঠা।
[৩৬১] বুখারী, মুসলিম, মিশকাত– ৮৮ পৃষ্ঠা।
[৩৬২] মুসলিম, মিশকাত– ৮৮ পৃষ্ঠা।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি শান্তিময় এবং তোমা হতেই শান্তি উৎসারিত হয়। তুমি বরকত ময় হে মহাত্ম ও সম্মানের অধিকারী।[৩৬৩]

নবী (ﷺ) উক্ত তিনটি দু'আ কিবলামুখী হয়ে পড়তেন, তারপর ডান বা বাম পাশ হয়ে মুক্তাদিদের মুখী হয়ে বসতেন।[৩৬৪] আবার কখনও ডান দিক মুখ করে বসতেন।[৩৬৫]

৪। আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সালাতের পর নিম্ন দু'আটি পাঠ করতেন :

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُــوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ، لاَ إِلَــهَ إِلاَّ اللهُ، وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ–

উচ্চারণ : লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা-শারীকালাহু লাহুল্ মুল্কু ওয়ালাহুল হাম্দু ওয়াহুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িং ক্বাদীর, লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ, লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ, ওয়ালা-না'বুদু ইল্লা-ইয়্যাহ, লাহুন্ নি'মাতু ওয়ালাহুল্ ফয্‌লু, ওয়ালাহুছ্ ছানাউল হাসান, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুখ্লিসীনা লাহুদ্ দ্বীন ওয়ালাউ কারিহাল্ কাফিরুন।

অর্থঃ আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন মা'বুদ নেই, তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই, প্রশংসা মাত্রই তাঁর এবং তিনি সকল বিষয়ে ক্ষমতাশীল। কোন অন্যায় ও অনিষ্ট হতে মুক্তি পাওয়ার কোন উপায় নেই এবং কোন সৎ কাজ করারও ক্ষমতা নেই একমাত্র আল্লাহ ছাড়া। আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন মা'বুদ নেই, আমরা একমাত্র তাঁরই

[৩৬৩] মুসলিম, মিশকাত– ৮৮ পৃষ্ঠা।
[৩৬৪] সহীহ বুখারী ও মুসলিম, তাহকীক মিশকাত, হাঃ ৯৪৪,৯৪৫ ও ৯৪৬,
[৩৬৫] সহহি মুসলিম, তাহকীক মিশকাত, হাঃ ৯৪৭,

ইবাদাত করি, যাবতীয় নিয়ামত/অবদান ও অনুগ্রহ একমাত্র তঁরই এবং উত্তম প্রশংসাও তাঁর। আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন মা'বুদ নেই। আমরা তাঁর দেয়া জীবন বিধান একমাত্র তাঁর জন্য একনিষ্ঠভাবে মান্য করি, যদিও কাফিরদের নিকট অপ্রীতিকর।[৩৬৬]

৫। তিনি (ﷺ) মুআয (রাঃ)-কে বলেন তুমি এ দু'আটি সালাতের পর পড়তে কখনো ছেড়ে দিওনা ঃ

رَبِّ أَعِنِّيْ عَلى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ–

উচ্চারণ ঃ রাব্বি আ'ইন্নী আলা- যিক্‌রিকা ওয়া শুক্‌রিকা ওয়া হুস্‌নি ইবা-দাতিক।

অর্থ ঃ হে আমার প্রতি পালক তুমি আমাকে তোমার যিকির করার, তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার এবং তোমার উৎকৃষ্ট ইবাদত করার কাজে মদদ কর।[৩৬৭]

৬। মুগীরাহ ইবনে শো'বাহ (রাঃ) বলেন ঃ নবী (ﷺ) প্রত্যেক ফরয সালাতের পর এই দু'আ পড়তেন ঃ

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَــى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَــعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ–

উচ্চারণঃ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহু লা- শারীকা লাহু লাহুল মুল্‌কু ওয়া লাহুল্ হাম্‌দু ওয়া হুয়া আলা- কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর। আল্লা-হুম্মা লা- মানিআ' লিমা আ'অতাইতা ওয়ালা- মু'অতীয়া লিমা মানা'অতা ওয়ালা-ইয়ান্‌ফা'য়ু যাল্‌জাদ্দি মিন্‌কাল্ জাদ্দু।

অর্থ ঃ আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন মা'বুদ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। সমগ্র রাজত্ব ও প্রশংসা তাঁরই। আর তিনি সব কিছুর

[৩৬৬] সহীহ মুসলিম, হাঃ ১৩৪২,
[৩৬৭] নাসায়ী, আবূ দাউদ, সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ- ১/৩৪১, বুলুগুল মারাম- ৮৫ পৃষ্ঠা।

উপর শক্তিশালী। হে আল্লাহ! তুমি যা দিয়েছ তা রোধ করার কেউ নেই। আর তুমি যা রোধ করেছ তা দান করার সাধ্য কারো নেই। আর ধনবানদের ধন তোমার আযাবের মুকাবিলায় কোন উপকার করতে পারেনা।[৩৬৮]

৭। নবী (ছ) নিম্ন দু'আ পাঠের মাধ্যমে প্রত্যেক সালাতের শেষে আল্লাহর নিকট পানাহ চাইতেন ঃ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِن الْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِـــكَ مِنْ أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী 'আউযুবিকা মিনাল্ জুব্নি ওয়া 'আউযুবিকা মিনাল বুখ্লী ওয়া 'আউযুবিকা মিন্ আর্ যালিল উমুরি ওয়া 'আউযুবিকা মিন ফিত্নাতিদ্ দুন্ইয়া- ওয়া আযা-বীল্ কাব্র।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে কাপুরুষতা এবং কৃপণতা হতে আশ্রয় চাচ্ছি। আরো বার্ধক্যের লাঞ্চনা-গঞ্জনা ও দুনিয়ার ফিতনা ফাসাদ এবং কবরের আযাব হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[৩৬৯]

আয়াতুল কুরসীর ফযীলত

৮। নবী (ছ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয সালাতের পর আয়াতুল কুরসী পড়বে তাকে মৃত্যু ছাড়া আর কোন জিনিষই জান্নাতে পৌঁছতে বাঁধা দিতে পারবে না।[৩৭০]

{اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ

[৩৬৮] বুখারী, মুসলিম, মিশকাত– ৮৮ পৃষ্ঠা।
[৩৬৯] বুখারী, মিশকাত– ৮৮ পৃষ্ঠা।
[৩৭০] নাসায়ী, ইবনু হিব্বান, সহীহ-বুলুগুল মারাম– ৮৬ পৃষ্ঠা।

أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَـــاءَ وَسِـــعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ}

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হু লা- ইলা-হা ইল্লা- হুয়াল হাইউল কাইয়ূম, লা- তা'খুযুহু সিনাতুওঁ ওয়ালা- নাউম, লাহু মা- ফিস্ সামাওয়াতি ওয়া মা- ফিল আর্যি, মান যাল্লাযী- ইয়াশফা'উ ইন্দাহু ইল্লা- বিইয্নিহী ই'য়ালামু মা-বাইনা আইদীহিম ওয়ামা-খাল্ফাহুম ওয়ালা- য়ুহীতূনা বিশাইম্ মিন্ 'ইল্মিহী ইল্লা- বিমা- শা-আ ওয়াসিআ' কুর্সীইউহুস্ সামাওয়া-তি ওয়াল্ আর্যা ওয়ালা- ইয়াঊদুহু হিফ্যুহুমা- ওয়া হুয়াল 'আলীউল্ আযী-ম।[৩৭১]

অর্থ ঃ আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্যিকার উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জিবী ও স্বক্রিয় সংরক্ষক, তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করতে পারেনা। আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই তাঁর জন্য। কে আছে যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিস করতে পারে? তিনি অগ্র পশ্চাতের সমস্ত কিছু অবগত আছেন। আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত তাঁর ইল্মের কিঞ্চিতাংশও কেউ আয়ত্ত্ব করতে পারে না। তাঁর কুরসী সমস্ত নভমণ্ডল ও পৃথিবী ব্যাপী পরিব্যাপ্ত। এই নভমণ্ডল ও ভুমণ্ডল-এর রক্ষণাবেক্ষণে তাঁর মোটেই বেগ পেতে হয় না। তিনি বহু উন্নত ও মহান।

৯। উকবাহ বিন আমির (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (ছ) আমাকে প্রতি সালাতের পর মুয়াব্বিযাত (সূরা ফালাক ও নাস) পাঠ করার নির্দেশ দেন।[৩৭২]

তিন তাসবীহের ফযিলত

[৩৭১] সূরা বাকারাহ ২৫৫।
[৩৭২] আহমাদ, আবূ দাঊদ, নাসাঈ- সহীহ, তাহকীক মিশকাত হাঃ ৯৬৯।

১০। নবী (ﷺ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি প্রত্যেক সালাতের পরে ‘সুবহানাল্লাহ’ ৩৩ বার, ‘আল-হাম্‌দুলিল্লাহ’ ৩৩ বার, এবং ‘আল্লাহু আক্‌বার’ ৩৩ বার পাঠ করতঃ

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَـــى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير

উচ্চারণঃ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা- শারীকা লাহু লাহুল মুল্‌কু ওয়া লাহুল হাম্‌দু ওয়া হুয়া আলা- কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।

১ বার পড়ে মোট ১০০ বার পূর্ণ করবে তার সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনার সমতুল্য হয়।[৩৭৩] তাসবীহ আঙ্গুলে গুণেপড়া সুন্নাত।[৩৭৪] ইহা ছাড়াও আরো অনেক যিকির ও দু‘আ রয়েছে যা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ফরয সালাতের পর পড়তেন। তাই ইহাই হলো সুন্নাত। আর না পড়া সুন্নাতের বিরোধী। অতএব ইমাম, মুক্তাদি সকলকে ঐসব যিকির ও দু‘আগুলো শিক্ষা করে পাঠ করার মাধ্যমে রসূল (ﷺ) এর সুন্নাত বিরোধী প্রচলিত সমষ্টিগত মুনাজাত বর্জন করা উচিত। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন। আমীন॥

নারী-পুরুষের সালাতের ভিন্নতা প্রসঙ্গে

নারী-পুরুষ প্রতিটি মুসলিম ব্যক্তি সালাতের উপযুক্ত হলে সকলেই সালাত আদায় করা ফরয, ফরযের ক্ষেত্রে নারীদের বিশেষ আবস্থা ছাড়া সাধারণ অবস্থায় পুরুষের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। তবে সালাতের আনুষঙ্গিক কিছু বিষয় নারী ও পুরুষের মাঝে পার্থক্য রয়েছে, কিন্তু সালাতের মৌলিক বিষয়গুলিতে মাঝে পার্থক্যে উল্যেখ যোগ্য বিষয় সমূহ:

১। জামাআতের নির্দেশ : পুরুষের জামাআতে সালাত আদায় করা একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ, পক্ষান্তরে নারীদের

[৩৭৩] মুসলিম, মিশকাত- পৃঃ+++।
[৩৭৪] আবূ দাউদ, তিরমিযী, মিশকাত– ২০২ পৃষ্ঠা।

জামা‘আতের বিবরণ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ اَقِيْمُوْا الصَّلاَةَ (তোমরা সকলে সালাত কায়েম কর)। অন্যত্র বলেন ঃ وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ (তোমরা সকলে রুকু কারীদের সাথে রুকু কর) এতে বুঝা যায় যে, ফরয সালাত জামা‘আতের সাথে পড়ার নিয়ম।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আযান শুনে অথচ জামা‘আতে আসেনা তার সালাতই হয় না। অবশ্য (ভয় ও অসুখের) ওযর ছাড়া।[৩৭৫] তিনি (ﷺ) বলেন ঃ জামা‘আতের সাথে সালাত আদায় করলে একাকী সালাত পড়ার তুলনায় ২৭ গুণ বেশী সওয়াব হয়।[৩৭৬] অপর পক্ষে জামা‘আত ত্যাগকারীদের ব্যাপারে রাসূল (ﷺ) কঠোরভাবে বলেন ঃ জামা‘আত ত্যাগকারীদের ঘরে যদি শিশু ও মহিলারা না থাকত, তাহলে তাদেরসহ তাদের ঘর-বাড়ী আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়ার হুকুম দিতাম।[৩৭৭] তিনি (ﷺ) বলেন ঃ দুই বা তার চেয়ে বেশী লোক হলে জামা‘আত হবে। জামা‘আতে সংখ্যা যতবেশী হবে আল্লাহর কাছে ততো বেশী প্রিয় হবে।[৩৭৮] এখন জানা দরকার জামা‘আতে ইমাম কে হবেন?

ইমাম কে হতে পারেন?

ইমাম শব্দের অর্থ নেতা। মুসলমানদের সালাতে নেতা কে হবেন এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন ঃ জামা‘আতের ইমাম সে হবে যে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী কুরআন পড়তে পারে। যদি কুরআন পড়ায় সকলে সমান হয়, তাহলে যে হাদীসে বেশী জ্ঞানী সে ইমাম হবে। যদি

[৩৭৫] ইবনে মাজাহ, দারাকুতনী, ইবনে হিব্বান, হাকিম সহীহ, বুলুগুল মারাম– ১০৪ পৃষ্ঠা, মিশকাত– ৯৬ পৃষ্ঠা।
[৩৭৬] বুখারী, মুসলিম, মিশকাত– ৯৬ পৃষ্ঠা।
[৩৭৭] বুখারী, মুসলিম, মিশকাত– ৯৫ পৃষ্ঠা।
[৩৭৮] ইবনে মাজাহ, আবূ দাউদ, নাসাঈ- হাসান, তাহকীক মিশকাত–১/৩৩৫, মিশকাত-৯৬ পৃঃ।

হাদীসের জ্ঞানে সকলে সমান হয়, তাহলে প্রথম হিজরতকারী ইমাম হবে। এতে সকলে সমান হলে, যে বয়সে বড় সে ইমাম হবে। আর কোন ব্যাক্তি যেন অন্য ব্যক্তির শাসিত এলাকায় গিয়ে (অনুমতি ছাড়া) ইমামতি না করে এবং কেউ যেন অন্যের গদীতে অনুমতি ছাড়া না বসে।[৩৭৯] অন্ধ এবং নাবালেগ ৬/৭ বৎসরের ছেলেও কুরআন তিলাওয়াতে এবং আদর্শবান হলে ইমামতি করতে পারে।[৩৮০]

আহলে হাদীসের ইমামতিতে হানাফীর সালাত

হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত গ্রন্থ হিদায়ার অনুবাদে আছে যে, আহলি হাদীসরা আহলি সুন্নাত ওয়াল জামা'আত এবং হকের উপরে আছে। তাই তাদের পিছনে হানাফীদের সালাত আদায় জায়েয। এব্যাপারে ইজ্‌মা (ঐক্যমত) আছে।[৩৮১] মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বলেন ঃ গাইরি মুকাল্লিদ তথা আহলি হাদীসদের পিছে (সালাতে) ইকতিদা করা জায়েয।[৩৮২]

ইমামের দায়িত্ব ও কর্তব্য

আবু মাসউদ আনসারী (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জামা'আতে দাঁড়াবার সময় আমাদের কাঁধে হাত রাখতেন এবং বলতেনঃ সোজা হয়ে দাঁড়াও ভিন্ন-ভিন্ন হয়োনা, ফলে তোমাদের অন্তরের সম্পর্ক ভিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাবে।[৩৮৩] আনাস (রাঃ) বলেন ঃ যখন ইকামত দেওয়া হতো তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের প্রতি মুখ করে দাঁড়াতেন অতঃপর বলতেনঃ তোমাদের কাতার সোজা করো, সিসা ঢালা প্রাচীরে মতো হয়ে যাও, কেননা আমি তোমাদেরকে আমার পিছন দিক থেকে দেখতে

[৩৭৯] মুসলিম শরীফ, মিশকাত– ১০০ পৃষ্ঠা- বাংলা হাঃ ১০৪৯।
[৩৮০] বুখারী, আবূ দাউদ, মিশকাত– ১০০ পৃষ্ঠা।
[৩৮১] হিদায়ার উর্দূ অনুবাদ আইনুল হিদায়া– ৫২৫ পৃষ্ঠা। নওল কিশোর ছাপা, আইনি তুহফা– ২/৪২ পৃষ্ঠা
[৩৮২] ফাতওয়া ইমদাদীয়াহ– ১/৯৩ পৃষ্ঠা।
[৩৮৩] মুসলিম, মিশকাত– ৯৮ পৃষ্ঠা, বাংলা মিশকাত হাঃ ১০২০।

পাই।[৩৮৪] নুমান বিন বাশির (রাঃ) বলেন ঃ আমরা যখন সালাতের জামা'আতে দাঁড়াতাম তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের কাতার এমনভাব সোজা করে দিতেন যে আমাদের কাঁধের সাথে কাঁধ, হাঁটুর সাথে হাঁটু এবং পায়ের সাথে পা মিলে যেতো, তারপর তিনি সালাত শুরু করতেন।[৩৮৫] তিনি (ﷺ) জামা'আতের বৃদ্ধ, অসুস্থ ও বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যক্তি এবং সন্তানকে রেখে আসা নামাযী মহিলাদের প্রতি বিশেষ লক্ষ রাখতেন।[৩৮৬] তিনি (ﷺ) সালাম ফিরানোর পর কখনো ডান দিকে, আবার কখনো মুক্তাদীদের মুখী হয়ে বসতেন।[৩৮৭] উক্ত দায়িত্বসমূহ ইমামের পালন করা একান্ত কর্তব্য।[৩৮৮]

মুক্তাদীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনে ঃ তোমরা ইমামের আগে কোন কাজ করো না বরং যখন তিনি আল্লাহু আক্‌বার বলবেন অতঃপর তোমরা আল্লাহু আক্‌বার বলো এবং যখন তিনি ওয়ালায্ যল্লীন বলেন ঃ অতঃপর তোমরা (তার আমীনন শুনে) আমীন বলো (তার মত স্বরবে), এমনিভাবে প্রতিটি কাজই ইমামের পরে মুক্তাদিরা করবে। ইচ্ছাকৃতভাবে আগে করলে তার সালাত বাতিল হয়ে যাবে।[৩৮৯]

সাহাবী ও তাবেয়ীদের ব্যাপারে ইমাম বায়হাকী লিখেছেন যে, তাঁরা সালাতে নিজেদের দৃষ্টি সিজদার জায়গায় রাখতেন, এদিক ওদিক ফিরাতেন না।[৩৯০] মুক্তাদি সাহাবীদের দৃষ্টি নবী (ﷺ)-অর্থাৎ ইমাম এর প্রতিও থাকত।[৩৯১]

জামা'আতে কাতার সোজা করার গুরুত্ব

[৩৮৪] বুখারী, মুসলিম, মিশকাত– ৯৮ পৃষ্ঠা। বাংলা মিশকাত হাঃ ১০১৮।
[৩৮৫] সহীহ বুখারী বাংলা ই. ফা. হাঃ ৬৮৯, আনাস হতে। আবূ দাউদ (সহীহ) ১/১৯৬ পৃঃ।
[৩৮৬] বুখারী, মুসলিম, মিশকাত– ১০০ পৃষ্ঠা।
[৩৮৭] বুখারী, মুসলিম, মিশকাত– ৮৭ পৃষ্ঠা।
[৩৮৮] নাইলুল আওতার– ২/৩১৪ পৃষ্ঠা।
[৩৮৯] বুখারী, ফতহুল বারী– ২/২০৩-২১৫ পৃষ্ঠা।
[৩৯০] বায়হাকী– ৩/২৮৩-২৮৪ পৃষ্ঠা, সিফতু সালাতিন্নাবী (ﷺ)- ৮৯।
[৩৯১] ফতহুল বারী– ২/২৭১ পৃষ্ঠা।

প্রত্যেক ইমামের উচিত তাকবীরে তাহরীমার পূর্বে মুক্তাদিদের দিকে ফিরে কাতার সোজা ও উভয়ের মাঝে ফাকা পূরণ করার নির্দেশ দেওয়া।[৩৯২] রাসূল (ﷺ) বলেন ঃ কাতার সোজা কর কেননা কাতার সোজা করা সালাত পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করার অংশ।[৩৯৩] আরো বলেন ঃ তোমরা কাতার সোজা কর অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করে দিবেন।[৩৯৪] তিনি (ﷺ) বলেন তোমরা শয়তানের জন্য খালি জায়গা ছেড়ে রেখনা, যে ব্যক্তি কাতার মিলিয়ে নেয় আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক মিলিয়ে নেন, আর যে (ফাকা রাখায়) কাতার ছিন্ন করে আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে দেন।[৩৯৫] তিনি (ﷺ) বলেন ঃ তোমরা সীসা ঢালা প্রাচীরের মতো তোমাদের কাতারগুলো মিলিয়ে নাও এবং পরস্পরে কাঁধমিলিয়ে নিকটবর্তী হও। সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ। আমি দেখছি যে, শয়তান ছোট বকরীর বাচ্চার মতো কাতারের ফাঁকাগুলোর মধ্যে প্রবেশ করছে।[৩৯৬] নুমান বিন বাশীর (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন আমাদের কাতার সোজা করে দিতেন তখন আমি সাহাবীদেরকে দেখেছি যে, তারা তাদের সাথীদের কাঁধের সাথে কাঁধ, তাদের হাঁটুর সাথে হাঁটু এবং তাদের পায়ের গিড়ার সাথে গিড়া একত্রে মিলিয়ে রাখতেন।[৩৯৭] প্রসিদ্ধ সাহাবী আনাস (রাঃ) বলেন ঃ আমাদের (সাহাবীদের) প্রত্যেক ব্যক্তি তাঁর সাথীর কাঁধের সাথে কাঁধ ও পায়ের সাথে পা মিলিয়ে রাখতেন।[৩৯৮] এতে প্রমাণিত হয় যে, জামা'আতে প্রতিটি ব্যক্তি তার দু'কাঁধ বরাবর দু'পা রাখলে সকলের পা ও কাঁধ মিলিয়ে রাসূল (ﷺ) ও তাঁর সাহাবীদের মত সালাতের সুন্নাতী কাতার হতে পারে। নচেত সুন্নাতের বিপরীত বই কিছুই নয়। আল্লাহ আমাদের বদ অভ্যাস ত্যাগ করে সহীহ হাদীসের উপর আমলের সুমতি দান করুন। আমীন!

---

[৩৯২] বুখারী, মুসলিম, মিশকাত– ৯৮-৯৯ পৃষ্ঠা।
[৩৯৩] বুখারী, মুসলিম, মিশকাত– ৯৮-৯৯ পৃষ্ঠা।
[৩৯৪] মুসলিম, মিশকাত– ৯৮-৯৯ পৃষ্ঠা।
[৩৯৫] আবূ দাউদ, ইবনে খুজাইমাহ, হাকেম সহীহ, ফতহুল বারী– ২/২৭৩ পৃষ্ঠা।
[৩৯৬] আবূ দাউদ, মিশকাত– ৯৮, সহীহ, সহীহাহ হাঃ ৬৭৩ পৃষ্ঠা,
[৩৯৭] আবূ দাউদ– ১/৯৫ পৃষ্ঠা। সহীহ হাঃ নাঃ-৬৬২, পৃঃ ১/১৯৬,
[৩৯৮] বুখারী– ১০০ পৃষ্ঠা ই: ফা: বাংলা হাঃ-৬৮৯,।

মাসবুক বা জামা'আতে পিছ পড়ে যাওয়া মুক্তাদীর সালাত

জামা'আতের কিছু অংশ হয়ে যাওয়ার পর যে মুক্তাদী জামা'আতে শরীক হয় তাকে মাসবুক বা জামা'আতে পিছ পড়ে যাওয়া মুক্তাদী বলে। এ মাসবুক সম্পর্কে নবী (ﷺ) বলেন ঃ তোমরা যখন ইকামাত শুনতে পাবে তখন ধীরস্থির ও শান্তভাব সালাতের দিকে ধাবিত হবে এবং তড়িঘরি করবে না। অতঃপর ইমামের সাথে যতটুকু সালাত পাবে ততটুকু পড়ে নিবে এবং যা ছুটে যাবে তা জামা'আতের শেষে পূর্ণ করে নিবে।[৩৯৯]

এখন প্রশ্ন হলো জামা'আতে পাওয়া সালাত প্রথম না শেষ? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন ঃ "ইমামের সাথে যা পেয়েছ তা তোমার প্রথম সালাত, আর (জামা'আত শেষে) তোমার আগে হয়ে যাওয়া সালাত আদায় করে নাও।"[৪০০] তাই হাদীস অনুযায়ী জামা'আতে পাওয়া সালাত প্রথম, আর ছুটে যাওয়া সালাত (ইমামের সালামের পর) শেষ সালাত হিসাবে আদায় করে নিতে হবে। জামা'আত চলাকালীন আগত ব্যক্তি তাক্‌বীরে তাহরীমা বেঁধে ইমামকে যে অবস্থায় পাবে তাই করবে।[৪০১]

সাজদাতুস সাহ্‌ও বা ভুলের সাজদাহ

মানুষের ভুল ভ্রান্তি হওয়া স্বাভাবিক, তাই সালাতেও ভুল হয়ে থাকে। যা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবীদেরও হয়ে ছিল। সালাতের ফরয বা রোকনে ভুল হলে তা সাহও সিজদা দিয়ে শুদ্ধ হবে না বরং পুনরায় পড়তে হবে। কিন্তু ওয়াজিব ও সুন্নাতে মুআক্কাদাহ জাতীয় ভুল হলে বা ছুটে গেলে সাহ্‌ও সিজদা দিলে শুদ্ধ হয়ে যাবে।[৪০২] তিনি (ﷺ) যে ভুলের জন্য যেভাবে সিজদা দিয়েছেন ঠিক সে ভুলের জন্য সেভাবেই সিজদা দিতে হবে। ইমাম দাউদ জাহেরী (রহঃ) বলেন ঃ নবী (ﷺ)-এর পাঁচ বার সাহ্‌ও (ভুল) হয়েছিল।[৪০৩]

---

[৩৯৯] বুখারী হাঃ ৬৩৬, ফাতহুলবারী- ২/১৫৩।
[৪০০] ফতহুলবারী– ২/১৫৬ পৃষ্ঠা
[৪০১] সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ- ১/৫৬০,
[৪০২] বুখারী, মুসলিম, মিশকাত– ৯২ পৃষ্ঠা।
[৪০৩] বাযলুল মানফাআহ– ৩৪ পৃষ্ঠা।

আত্তাহিয়্যাতু ভুলে গেলে সিজদায়ে সাহও

দু’রাক‘আতের পর আত্তাহিয়্যাতু না বলে যদি কেউ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যায়, অতঃপর আত্তাহিয়্যাতুর কথা স্মরণ হয়, তাহলে (না বসে) বাকী অংশ যথাযথ শেষ করে সালামের পূর্বে দুটি সজিদা দিবে অতঃপর সালাম ফিরাবে।[৪০৪] আর যদি সোজাভাবে দাঁড়িয়ে যাওয়ার পূর্বেই স্মরণ হয় বা কেউ লুকমা দেয় তাহলে অমনি বসে গিয়ে তাশাহ্হুদ পড়ে তার পর বাকী অংশ শেষ করবে কোন সাহ সিজদাহ দিতে হবে না।[৪০৫]

চার রাক‘আতে দু’রাক‘আত হলে

চার রাক‘আত বিশিষ্ট সালাতে ভুল বশত দু’রাক‘আত পড়ে সালাম ফিরিয়ে দিলে, তারপর (কথাবার্তা বললেও) যদি স্মরণ হয় তাহলে সাথে সাথে বাকী দু’রাক‘আত পূর্ণভাবে শেষ করে দু’পাশে সালাম ফিরাবে এবং সাথে সাথে আল্লাহু আকবার বলে দু’টি সাহ্ও সিজদাহ দিয়ে আর কিছু পাঠ না করে পুনরায় সালাম ফিরাবে।[৪০৬] সম্পূর্ণ সালাত পুনরায় পড়তে হবে না।

চার রাক‘আতে তিন রাকা‘আত হলে

চার রাক‘আত সালাতে তিন রাক‘আত পড়ে ভুল বসত সালাম ফিরিয়ে দিলে, তারপর (কথাবার্তা বললেও) যদি স্মরণ হয় তাহলে সাথে সাথে বাকী ১ রাক‘আত যথাযথ নিয়মে শেষ করে সালাম ফিরাবে এবং সথে সাথে আল্লাহু আক্‌বার বলে দু’টি সাহ্ও সিজদাহ দিয়ে আর কিছু পাঠ না করে পুনরায় সালাম ফিরাবে। সম্পূর্ণ সালাত দোহরাতে হবে না।[৪০৭]

---

[৪০৪] বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, মিশকাত– ৯৩ পৃষ্ঠা।
[৪০৫] আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ, মিশকাত– ৯৩ পৃষ্ঠা সহীহ, মিশকাত তাহকীক-১/৩২২।
[৪০৬] বুখারী, মুসলিম, মিশকাত– ৯২-৯৩ পৃষ্ঠা।
[৪০৭] মুসলিম, মিশকাত– ৯৩ পৃষ্ঠা।

রাক‘আতের সংখ্যায় সন্দেহ হলে

নবী (ﷺ) বলেন ঃ যখন তোমাদের কারো ৩, ৪ ও ৫ রাকা‘আতে সন্দেহ হয় তখন সঠিক রায় নির্ধারণ করবে। অর্থাৎ যে সংখ্যা বেশী ধারনা হয় তা ধরে নিয়ে বাকী রাকা‘আত পূর্ণ করবে আর সালামের পূর্বে দু’টি সাহ্ও সিজদাহ দিবে।[৪০৮] তিনি (ﷺ) বলেন ঃ সালাতে যদি ভুল না হয়, তাহলে সন্দেহের কারণে যে সিজদাহ দেওয়া হয় তা শয়তানের নাক ঘেঁষাড়ি হবে, আর যদি রাক‘আত বেশী হয় তাহলে সেটা বেজোড়ের জায়গায় জোড় হয়ে গিয়ে নফলে পরিণত হবে।[৪০৯] চার রাকা‘আতে পাঁচ রাকা‘আত পড়লে সালামের পর সাহ্ও সিজদা দিতে হবে। অর্থাৎ দু‘পাশে সালাম ফিরিয়ে দু‘টি সিজদা দিবে এরপর কিছু না পড়েই দু‘পাশে সালাম ফিরাবে।[৪১০]

অন্যান্য ভুল হলে

সূরা ফাতিহা ছাড়া অন্য সূরা পাঠ করতে কিংবা সামি‘ আল্লাহু লিমান হামিদাহ বলতে অথবা প্রথম বৈঠকে বসে তাশাহ্হুদ পাঠ অথবা রুকু কিংবা সিজদায় তাসবীহ পাঠ করতে ভুলে গেলে সালাম ফিরানোর পূর্বে দুটি সাহ্ও সিজদাহ করবে তারপর সালাম ফিরাবে।[৪১১]

সাহ্ও সিজদাহ কিভাবে দিতে হবে?

পূর্বোল্লিখিত সহীহ হাদীসে প্রমাণিত সিজদার নিয়মে সাহ্ও সিজদাহ দিতে হবে। সাহ্ও সিজদায় অন্য সিজদার মতো দু‘আ ও যাবতীয় নিয়ম একই হবে। যে সমস্ত ভুলে সালামের পরে সিজদাহ দিতে হয় তাতে দু’দিকেই সালাম ফিরাতে হবে, কেননা হেদায়া গ্রন্থের ব্যাখ্যাকার আল্লামা ইবনুল হুমাম হানাফী (রঃ) বলেন ঃ একদিকে সালাম ফিরানোকে বিদ‘আত বলা হয়েছে।[৪১২] আর সাহ্ও সিজদার পর তাশাহ্হুদ

---

[৪০৮] মুসলিম, মিশকাত– ৯২ পৃষ্ঠা।
[৪০৯] মুসলিম, মিশকাত– ৯২ পৃষ্ঠা।
[৪১০] মুসলিম, মিশকাত- ৯২ পৃষ্ঠা।
[৪১১] সালাতু রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম– ১৯৫ পৃষ্ঠা।
[৪১২] ফতহুল কাদীর– ১/২২২ পৃষ্ঠা।

পড়া সম্পর্কে আল্লামা হাফেয যাইলায়ী হানাফী (রহ.) বলেন ঃ সাহ্ও সিজদার পর তাশাহ্হুদ পড়ার প্রমাণে কোন সহীহ হাদীস নেই।[৪১৩] অতএব সহীহ হাদীস অনুযায়ী সে ক্ষেত্রে দু'দিকে সালাম ফিরে দু'টি সিজদাহ করে কিছুনা পড়েই সালাম ফিরাবে। আল্লাহ সকলকে সহীহ হাদীস অনুযায়ী সালাত কায়েমের সুমতি দান করুন। আমীন ॥ তাশহ্হুদ পড়ার স্বপক্ষে হাদীসটি শায, যা সহীহ হাদীসের পরিপন্থী।[৪১৪]

ইমাম ও মুক্তাদির ভুল হলে কি করবে?

শুধু ইমামের ভুলের কারণে ইমাম সাহ্ও সিজদা দিলে মুক্তাদিও সাহ্ও সিজদা দিবে, কারণ ইমামের অনুসরণ কাম্য।[৪১৫] আর ইমামের পিছনে শুধু মুক্তাদির ভুল হলে কোন সাহ্ও সিজদা দিতে হবে না।[৪১৬]

একই সালাতে একাধিক ভুলের জন্য দু'টি সাহু সিজাদা যথেষ্ট।[৪১৭]

লোকমা দেয়া বা ইমামের ভুল ধরিয়ে দেয়ার বিবরণ

নবী (ছ) বলেন ঃ সালাত পড়া অবস্থায় যদি কোন পুরুষ মুসল্লী (নামাযী) ইমামের ভুলের জন্য কিছু বলার প্রয়োজন মনে করে তাহলে সে 'সুব্হানাল্লাহ' বলবে, আর মেয়ে মানুষ হলে হাততালি মারবে।[৪১৮] পুরুষদের আল্লাহু আকবার বলার কোন সহীহ হাদীস নেই। মেয়েরা ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠে মেরে আওয়াজ করবে।[৪১৯]

কাযা সালাতের বিবরণ

[৪১৩] নাসবুর রায়াহ, মাসায়েল ও নামায শিক্ষা- ৫৩ পৃষ্ঠা, আইনী-তুহফা- ১/২১৯ পৃষ্ঠা।
[৪১৪] সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ- ১/৪৭২, ইরউয়া হাঃ ৪০৩।
[৪১৫] সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ- ১/৪৬৮, পৃঃ।
[৪১৬] ইরওয়া- ২/১৩২
[৪১৭] সহীহ ফিকহুস সুন্না- ১/৪৬৭।
[৪১৮] বুখারী, মুসলিম, মিশকাত- ৯১ পৃষ্ঠা।
[৪১৯] সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ- ১/৪৬৮।

নবী (ছ) বলেন ঃ যদি কেউ সালাত ভুলে যায়, অথবা ঘুমিয়ে থাকার ফলে সালাতের সময় চলে যায় তাহলে যখনই তার সালাতের কথা মনে হবে কিংবা ঘুম হতে জাগ্রহ হবে তখনই সে সালাত পড়ে নিবে।[৪২০] সূর্য ডোবা ও উঠার সময় সালাত আদায় নিষিদ্ধ, কিন্তু সেদিন ৫/৬ মিনিট আগে সুযোগ হলে তৎখনাত পড়ে নিতে হবে, এমনকি সূর্য ডোবা ও উঠার আগে এক রাক'আত ও বাকীটা পড়ে হলেও সালাত আদায় হয়ে যাবে।[৪২১] কাযা সালাতের জন্য ওয়াক্তের অপেক্ষা করতে হবে না বরং যখন সুযোগ হবে তখনই পড়ে নিবে। ফরয সলাতের কাযা পড়ার সময় আযান, ইকামাত ইত্যাদি যাবতীয় নিয়মসহ আদায় করবে।[৪২২] সুন্নাতের কাযা পড়লে পড়তে পারে[৪২৩] তবে না পড়লে কোন অসুবিধা নেই। কাযায়ে উমরী বলতে কুরআন ও সহীহ হাদীসে কোন সালাত নেই, এটা মনগড়া ফাত্ওয়া, বরং অতীতে ছুটে যাওয়া সালাতের জন্য তাওবা ও ইস্তেগফার করতে হবে।[৪২৪]

সালাতরত অবস্থায় যে সব কথা ও কাজ বৈধ :

সহীহ হাদীসের আলোকে সালাতরত অবস্থায় নিম্নরূপ কথা ও কাজে কোন অসুবিধা নেই ঃ

নাবী (ছ) সালাতে দাড়ানো অবস্থায় উমামাহ বিনতে যায়নাবকে কোলে রাখতেন আর রুকু ও সিজদার সময় নিচে নামিয়ে রাখতেন।[৪২৫]

তিনি (ছ) নফল সালাতে বিশেষ প্রয়োজনে কিবলা সম্মুখ দরজা খুলে দিয়ে আবার পিছে এসে মুসল্লায় দাঁড়াতেন।[৪২৬] নামাযীর সামনে

[৪২০] বুখারী, মুসলিম, মিশকাত- ৬১ পৃষ্ঠা।
[৪২১] বুখারী, মুসলিম, মিশকাত- ৬১ পৃষ্ঠা।
[৪২২] সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ- ১/২৬৪।
[৪২৩] সহীহ ফিকসুহ সুন্নাহ- ১/৩৭৫।
[৪২৪] আইনী তুহফা- ১/২২৪-২২৫ পৃষ্ঠা।
[৪২৫] সহীহ বুখারী হাঃ ৫১৬, মুসলিম- হাঃ ৫৪৩,
[৪২৬] তিরমিযী হাঃ ৫৯৮, আবূ দাউদ হাঃ ৯১০ (হাসান),

অতিক্রমকারীকে হাত দিয়ে বাঁধা প্রদান করা।[৪২৭] জুতা পড়ে নামায শুরু করলে প্রয়োজনে নামাযের মধ্যে জুতা খুলে ফেলা।[৪২৮] কাপড় বা রুমালে থুথু ফেলা।[৪২৯] পরিধেয় কাপড়ের সমস্যা হলে ঠিক করে নেয়া।[৪৩০] পুরুষ নামাযীর সুবহানাল্লাহ বলে এবং মহিলা নামাযীর বিশেষ পদ্ধতিতে হাতের তালি মেরে লোকমা দেয়া।[৪৩১] বিশেষ প্রয়োজনে চেহারা ঘুরানো ছাড়াই ডানে বামে দৃষ্টি দেয়া।[৪৩২] এবং হাত বা মাথার ইশারায় কোন কিছুর জবাব দেয়া।[৪৩৩] মুখে কিছু নাবলে শুধু হাতের ইশারায় সালামের জবাব দেয়া।[৪৩৪] সালাত রত অবস্থায় সাপ, বিচ্ছু মারা।[৪৩৫] নফল সালাতে একই আয়াত ভাবার্থ চিন্তাকরে বার বার পাঠ করা।[৪৩৬] আল্লাহর ভয় এবং জান্নাত-জাহান্নামের আলোচনায় ক্রন্দন করা।[৪৩৭] হাঁচী দেয়ার পর মনে মনে আল-হামদুল্লিাহ বলা।[৪৩৮] এসব কথা ও কাজ নামাযের মধ্যে করা জায়েয রয়েছে।[৪৩৯]

সালাত রত অবস্থায় যে সব কথা ও কাজ নিষিদ্ধ

সহীহ হাদীসের আলোকে নিম্ন বর্ণিত বিষয় গুলি নিষিদ্ধ।

সালাতের মধ্যে কোমরে হাত রাখা।[৪৪০] আকাশের দিকে দৃষ্টি দেয়া।[৪৪১] কোন কিছুর ছবি বা চিত্র যা মন কেড়ে নেয় এমন কিছুর প্রতি দৃষ্টি দেয়া।[৪৪২] নামাযের মধ্যে এক হাতের আঙ্গুল আরেক হাতের আঙ্গুলে

[৪২৭] সহীহ বুখারী হাঃ ৪৮৭, মুসলিম- হাঃ ৫০৫,
[৪২৮] সহীহ বুখারী।
[৪২৯] সহীহ মুসলিম- হাঃ ৩০০৮,
[৪৩০] ইবনু আবি শায়বাহ, ১/৩৯১,
[৪৩১] সহীহ বুখারী হাঃ ১২০১,
[৪৩২] সহীহ মুসলিম- হাঃ ৪১৩,
[৪৩৩] সহীহ বুখারী হাঃ ৫০৪, মুসলিম- হাঃ ৮৩৪,
[৪৩৪] আবূ দাউদ হাঃ ৯১৫, (সহীহ),
[৪৩৫] আবূ দাউদ হাঃ ৯২১, নাসাঈ হাঃ ১২০২, (সহীহ)
[৪৩৬] নাসাঈ হাঃ ১০১০, আহমাদ হাঃ ২০৮৩১, মুসান্নাফ ইবনু আবি শায়বাহ-২/৪৭৭,
[৪৩৭] নাসাঈ হাঃ ১২১৪, ইবনু খুযাইমাহ-২/৫৩, (সহীহ)
[৪৩৮] তিরমিযী হাঃ ৪০৪, (সহীহ)
[৪৩৯] বিস্তারিত দ্র: সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ- ১/৩৪৮-৩৫৬ পৃষ্ঠা।
[৪৪০] সহীহ বুখারী হাঃ ৬৮৪,
[৪৪১] সহীহ মুসলিম- হাঃ ৪২৯,
[৪৪২] সহীহ বুখারী হাঃ ৭৫২,

ঢুকিয়ে জাল বানানো।[৪৪৩] এবং আঙ্গুল মটকানো বা ফুটানো।[৪৪৪] অপ্রয়োজনে ডানে-বামে দৃষ্টি দেয়া।[৪৪৫] নামযে হাই তোলা।[৪৪৬] কিবলা ও ডান পার্শে থুথু, কফ ইত্যাদি ফেলা।[৪৪৭] চক্ষু বন্ধ করে রাখা।[৪৪৮] রুকু অবস্থায় দুই হাটুর মাঝে দুই হাত একত্রে জড়িয়ে রাখা।[৪৪৯] রুকু ও সিজদায় কুরআন তিলাওয়াত করা।[৪৫০] সিজদার সময় দুই হাত কুনুই পর্যন্ত মাটিতে বিছিয়ে রাখা।[৪৫১] সিজদার সময় জামা কাপড় গুটিয়ে ধরে রাখা।[৪৫২] অনুরূপ ভাবে নামাযে জামার হাতা গুটিয়ে রাখা। দুই পা দাড় করে রেখে এবং দুইহাত মাটিতে রেখে নিতম্বের উপর বসা।[৪৫৩] কোন ওজর ছাড়াই হাতে ঠেস দিয়ে নামাযের মধ্যে বসা।[৪৫৪] অসুস্থ নামাযীর কোন উচু বস্তুতে সিজদা দেয়া।[৪৫৫] নামায রত অবস্থায় সিজদার জায়গা হতে কঙ্কর, বালি ইত্যাদি সরানো।[৪৫৬] তবে নিতান্ত প্রয়োজন হলে একবার সরাতে পারবে।[৪৫৭] রুকু হতে সিজদার সময় হাতের পূর্বে হাটু রাখা।[৪৫৮] ইমামের পূর্বে কোন কিছু করা।[৪৫৯] খাদ্য উপস্থিত রেখে এবং পেসাব-পায়খানার চাপ রেখে নামায পড়া।[৪৬০] এসবই নিষিদ্ধ।[৪৬১]

যে সমস্ত কারণে সালাত বাতিল হয়ে যায়

[৪৪৩] সহীহ আল-জামি' হাঃ ৪৪৫,
[৪৪৪] ইরওয়া-২/৯৯,
[৪৪৫] সহীহ বুখারী হাঃ ৭৫১,
[৪৪৬] সহীহ বুখারী হাঃ ৩২৮৯,
[৪৪৭] সহীহ মুসলিম- হাঃ ৩০০৮,
[৪৪৮] যাদুল মাআদ-১/২৯৪,
[৪৪৯] সহীহ বুখারী হাঃ ৮২৩,
[৪৫০] সহীহ মুসলিম- হাঃ ৪৭৯,
[৪৫১] সহীহ বুখারী হাঃ ৮২৩,
[৪৫২] সহীহ বুখারী হাঃ ৮০৯,
[৪৫৩] সহীহ মুসলিম- হাঃ ৪৯৮,
[৪৫৪] আবূ দাউদ ১/২৬০, আহমাদ-২/১১৬,
[৪৫৫] তাবারানী, বায়হাকী,সহীহাহ- হাঃ ৩২৩,
[৪৫৬] সহীহ বুখারী হাঃ ১২০৭,
[৪৫৭] সহীহ বুখারী হাঃ ১২০৭,
[৪৫৮] আবূ দাউদ, নাসাঈ, সহীহ-ইরওয়া- ২/৭৮,
[৪৫৯] সহীহ বুখারী হাঃ ৬৯১,
[৪৬০] সহীহ মুসলিম হাঃ ৫৬০,
[৪৬১] বিস্তারিত দ্রঃ সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ-১/৩৫৬-৩৬২,

সহীহ হাদীসের আলোকে নিম্ন লিখিত কারণে সালাত একেবারেই বাতিল হয়ে যায়।

নিশ্চিত ভাবে কোন অযু ভঙ্গের কারণ ঘটলে।[৪৬২] সালাতের কোন শর্ত বা রোকন ছুটে গেলে।[৪৬৩] সালাতে ইচ্ছাকৃত ভাবে পানাহার করলে।[৪৬৪] ইচ্ছা কৃতভাবে সালাতে অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা বললে।[৪৬৫] উচ্চ স্বরে হাসি দিলে।[৪৬৬] সাধারণত সালাতে এ সমস্ত কারণ ঘটলে সালাত বাতিল হয়ে যায়।[৪৬৭]

জুমু'আর সালাতের বিবরণ

আল্লাহু তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}

"হে ঈমানদারগণ! যখন জুমু'আর সালাতের জন্য আহ্বান করা হয় তখন তোমরা আল্লাহর যিকিরের (সালাতের) জন্য ছুটে এসো এবং বেঁচা-কেনা ছেড়ে দাও। এটা (সালাতে আসা) তোমাদের জন্য খুবই লাভজনক, যদি তোমরা (এর রহস্য) জানতে।[৪৬৮] এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জুমু'আর সালাত ফরয।

জুমু'আর সালাতের গুরুত্ব

নবী (ছ) মিম্বরে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দেন যে, মানুষের জুমু'আ তরক করা হতে বিরত থাকা উচিত, নচেত আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে মোহর

[৪৬২] সহীহ বুখারী হাঃ ১৩৭, মুসলিম- হাঃ ৩৬১,
[৪৬৩] সহীহ বুখারী হাঃ ৭৯৩, মুসলিম- হাঃ ৩৯৭,
[৪৬৪] সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ- ১/৩৬২,
[৪৬৫] সহীহ মুসলিম- হাঃ ৫৩৭,
[৪৬৬] ইবনু আবি শায়বাহ-১/৩৮৭, আঃ রায্যাক- ২/৩৭৮, (হাসান)
[৪৬৭] বিস্তারিত দ্রঃ সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ-১/৩৬২-৩৬৩,
[৪৬৮] সূরা জুমআহ আয়াত- ৯।

মেরে দিবেন, ফলে তারা (ইবাদাতে) গাফেল হয়ে যাবে।[৪৬৯] সাহাবীগণ দু'থেকে ছয় মাইল পর্যন্ত পায়ে হেঁটে গিয়ে জুমু'আ পড়তেন।[৪৭০]

জুমু'আর দিনে করণীয়

নবী (ছ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন গসুল করে সাধ্য অনুযায়ী পাক-পবিত্র হয়, তৈল অথবা সুগন্ধি জাতীয় কিছু ব্যবহার করে, তারপর মসজিদের দিকে বেরহয় এবং দুজনের মাঝে ফেড়ে সামনে না গিয়ে সাধ্য অনুযায়ী সালাত আদায় করে তারপর ইমামের খুৎবা মনযোগ সহকারে শুনে এবং চুপ থাকে তাহলে আল্লাহ তার গত জুমু'আ হতে এ জুমু'আ পর্যন্ত সংঘটিত (সাগীরাহ) গুনাহসমূহ মাফ করে দিবেন।[৪৭১] জুমু'আর দিনে গোসল করা, পাকসাফ হওয়া, পরিষ্কার ও সুন্দর কাপড় পরিধান করা এবং সুগন্ধি ব্যবহার ও মিসওয়াক করা সুন্নাত।[৪৭২] তবে নারীদের জন্য- সুগন্ধি ব্যবহার নিষিদ্ধ।[৪৭৩] তিনি (ছ) বলেন ঃ তোমরা জুমু'আর দিন আমার উপর খুব বেশী বেশী দরুদ পড়।[৪৭৪] খুৎবা চলাকালীন মুসল্লীর কোন কাজ করা, কিছু কথা বলা এবং পরে এসে দুজনের মাঝে ফেড়ে সামনে গিয়ে বসা নিষেধ এমনকি এতে জুমু'আর ফযিলত নষ্ট হয়ে যায়।[৪৭৫] কেউ জুমু'আর সালাত না পেলে চার রাকা'আত জোহরের সালাত পড়ে নিবে।

খুত্‌বাহ চলাকালীন সালাতের বিবরণ

নবী (ছ) খুত্‌বাহ দেওয়া অবস্থায় বলেন ঃ

[৪৬৯] মুসলিম, মিশকাত– ১২০ পৃষ্ঠা।
[৪৭০] বুখারী– ১/১২৩ পৃষ্ঠা।
[৪৭১] বুখারী, মিশকাত– ১২০ পৃষ্ঠা।
[৪৭২] সহীহ ফিকসুহ সুন্নাহ- ১/৫৭৫-৫৭৬।
[৪৭৩] সহীহ ফিকসুহ সুন্নাহ- ১/৫৭৬।
[৪৭৪] ইবনে মাজাহ, মিশকাত– ১২১ পৃষ্ঠা, আবূ দাঊদ, নাসাঈ, সহীহ তাহকীক মিশকাত- ১/৪২৯।
[৪৭৫] মুসলিম, তিরমিযী, আবূ দাউদ, মিশকাত– ১২২-১২৪ পৃষ্ঠা।

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَـعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَاوَزْ فِيهِمَا

যখন তোমাদের কেউ জুমুআর দিন এমন অবস্থায় আসে যে, ইমাম জুমুআর খুতবা দিচ্ছেন তখন সে যেন হালকা করে দু'রাকা'আত সালাত পড়ে নেয়।[৪৭৬] অন্য বর্ণনায় আছে যে সাহাবী সুলাইক গাতফানী (রাঃ) খুতবা চলাকালীন নামায না পড়ে বসে যান, তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে উঠে দু'রাক'আত সালাত পড়ার আদেশ করেন, তারপর তিনি উপরোক্ত হাদীসটি বলেন।[৪৭৭] এতে প্রমাণিত হয় যে, খুতবা চলাকালীন সালাত না পড়ে বসা নবী (ﷺ)-এর সুন্নাত ও তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ, আল্লাহ হাদীস মানার সুমতি দান করুন। আমীন॥

খুতীবের দায়িত্বব ও কর্তব্য

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জুমু'আর দিন খুত্‌বার আগে মসজিদে প্রবেসের সময় সকলকে সালাম দিতেন, তারপর মিম্বারে উঠে লোকদের মুখী হয়ে সালাম করতেন।[৪৭৮] তারপর বসতেন এবং আযানের পর লাঠির উপর ভড় দিয়ে দাঁড়াতেন।[৪৭৯] অতঃপর আল্লাহর প্রশংসা করতঃ সূরা কাফ পড়তেন।[৪৮০] এরপর কিছু নসীহত করতেন। অতঃপর সামান্য বসে পুনরায় উঠতেন ও দ্বিতীয় খুতবা দিতেন। খুতবা শেষ হলে বিলাল (রাঃ) ইকামাত দিতেন। তারপর তিনি (ﷺ) পরস্পর নিকটবর্তী হওয়ার এবং কাতার সোজা করার ও চুপ থাকার জন্য নির্দেশ দিতেন।[৪৮১]

[৪৭৬] মুসলিম, মিশকাত– ১২৩ পৃষ্ঠা, বাংলা মিশকাত হাঃ-১৩২৭।
[৪৭৭] মুসলিম– ১/২৮৭ পৃষ্ঠা।
[৪৭৮] ইবনে মাজাহ, তাবারানী, যাদুল মা'আদ- ১/৪১৪।
[৪৭৯] সহীহ আবূ দাউদ হাঃ ১০৯৬, ইবনে খুযাইমাহ, হাঃ ১৪৫২, (সহীহ)
[৪৮০] মুসলিম, মিশকাত– ১২৩ পৃষ্ঠা।
[৪৮১] যাদুল মায়াদ- ১/৪১৬ পৃঃ

খুত্‌বা দেয়ার সময় তাঁর চোখ দুটি লাল হয়ে যেত, স্বর উচ্চ হতো এবং তাঁর রাগভাব খুব বেড়ে যেত। মনে হয় যেন তিনি কোন সৈন্য বাহিনীকে সকাল-সন্ধ্যায় হামলার ভয় দেখাচ্ছেন। কথা বলার সময় তিনি শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন।[৪৮২] তিনি সাহাবাদেরকে ইসলামী শরীয়তের বিধি-বিধানসমূহ শিক্ষা দিতেন এবং উপস্থিত চাহিদা অনুযায়ী বক্তব্য রাখতেন ও আদেশ-নিষেধ করতেন।[৪৮৩] কেউ ভুল করলে নিষেধ করতেন।[৪৮৪] প্রশ্নের সম্মুখিন হলে উত্তর দিতেন। প্রয়োজনে কখনো মিম্বার থেকেও নেমে প্রয়োজন সেরে পুনরায় মিম্বারে উঠে খুত্‌বা সমাপ্ত করতেন।[৪৮৫] প্রয়োজনে কাউকে ডাকতেন, কিছু আদেশ করতেন।[৪৮৬] তিনি (ﷺ) শ্রোতাদের বুঝার মতো ভাষায় খুতবা দিতেন। জুমু'আর খুতবা দেওয়া ও শুনা ফরয তাই এটা শ্রোতাদের ভাষায় হওয়া ওয়াজীব। শ্রোতা বুঝবেনা এমন ভাষায় খুতবা দেওয়া গোঁড়ামী বৈই কিছুই নয়।[৪৮৭]

জুমু'আর পূর্বে ও পরে সুন্নাত

জুমু'আর পূর্বে ও পরে সুন্নাতের আলোচনা "সুন্নাত সালাতের বিবরণে" দেখুন।

জুমু'আতে মেয়েদের অংশ গ্রহণ

জুমু'আতে মেয়েদের অংশ গ্রহন করা যেমন ফরয নয়, তেমনি নিষেধ নয়। বরং জুমু'আর খুতবা শুনে দীনি শিক্ষা লাভের জন্য পর্দার সাথে মহিলাদের মাসজিদে যাওয়া একান্ত প্রয়োজন। যেমন হাসান বাসরী (রহ.) বলেন ঃ মেয়েরা নবী (ﷺ)-এর সাথে জুমু'আয় শরীক হতেন এবং তাদেরকে বলা হতো যে তোমরা পর্দাবিহীন বের হয়োনা। আর তোমাদের মধ্যে যেন কোন রূপ সুগন্ধি না পাওয়া যায়। হাসান বাসরী (রাঃ) থেকে

[৪৮২] সহীহ মুসলিম হাঃ ৮৬৭।
[৪৮৩] ফিকহুস সুন্নাহ-১/৩৯৭।
[৪৮৪] সহীহ বুখারী- হাঃ ৯৩১।
[৪৮৫] বুখারী হাঃ ৩৫৮৪।
[৪৮৬] বুখারী হাঃ ৩৫৮৪।
[৪৮৭] আইনী তুহফা-২/৯৮ পৃঃ।

আরো বর্ণিত যে, মুহাজিরদের মহিলাগণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে জুমু'আর সালাত পড়তেন।[৪৮৮] ঠিক তেমনিভাবে আজো মক্কা শরীফে এবং নবী (ﷺ)-এর মসজিদে জুমু'আয় মহিলারা পর্দার সাথে সালাত আদায় করেন ও খুতবা শুনেন।

সফর বা কসর সালাতের বিবরণ

কস্র অর্থ কম করা। কোন সৎ উদ্দেশ্যে সফরে বের হলে সফরকালীন অবস্থায় কতিপয় সালাত কম করে পড়া যায় বলে তাকে কস্রের সালাত বলা হয়। সফরে কেবল চার রাক'আতের জায়গায় দু'রাক'আত পড়তে হবে। সফরে কস্র পড়াই উত্তম। কারণ নবী (ﷺ) সর্বদাই কসর পড়তেন।।[৪৮৯] সফরে সুন্নাত সালাত অসুবিধা হলে না পড়াই ভালো, সুবিধা হলে পড়তে পারে। তবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ফজরের সুন্নাত ও বিতর সর্বদায় পড়তেন।[৪৯০] নাবী (ﷺ) কতদূর গেলে সফর বলে গণ্য হবে এবং কসরের সালাত বৈধ হবে এরূপ কোন সীমা নির্ধারণ করে দেন নি। বরং কুরআন ও সহীহ হাদীসে শুধু সফর শব্দটি ব্যবহার হয়েছে। তাই মানুষের কাছে সফর বলে মনে হয় এমন দূরত্বে গেলেই কসরের সালাত পড়তে হবে।[৪৯১] নাবী (ﷺ) ও সাহাবীদের যুগে তিন মাইল, পাঁচ মাইল, দশ মাইল ইত্যাদি দূরত্বে নাবী (ﷺ) নিজে এবং প্রসিদ্ধ সাহাবীগণ কসর সালাত আদায় করতেন।[৪৯২] কারণ উক্ত দূরত্ব সে সময় তাদের কাছে সফর বলে গণ্য হত। কতদিনের সফরে গেলে কসর সালাত পড়বে এবিষয়েও নাবী (ﷺ) কোন সময়সীমা নির্ধারণ করে দেননি ফলে এ বিষয়ে বিভিন্ন দলীলের আকার ইঙ্গিতে বিভিন্ন জন বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। তবে আমার মনে হয় যেহেতু ইসলামে (কুরআন ও সহীহ

[৪৮৮] মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ- ২/১১০ পৃঃ, আইনী তুহফা- ২/১০০ পৃঃ।
[৪৮৯] সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ ১/৪৭৮ পৃঃ।
[৪৯০] যাদুল মাআদ– ১/৪৭৩-৭৫ পৃষ্ঠা।
[৪৯১] যাদুল মায়াদ-১/৪৬৩ পৃঃ সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ- ১/৪৮১ পৃঃ
[৪৯২] ইরওয়াউল গালীল -৩/১৫-১৮ পৃঃ

হাদীসে) স্পষ্ট ভাবে কোন সময়-সীমার বর্ণনা দেয়া হয় নি। সেহেতু কোন ব্যক্তি কোথাও স্থায়ী বসবাস বা দীর্ঘদিনের অবস্থানের উদ্দেশ্য ছাড়া যতদিনের জন্যই সফর করুন না কেন তার জন্য মুসাফির এর হুকুম প্রযোজ্য হবে, সে কসরের সালাত আদায় করবে।[৪৯৩] আল্লাহই ভাল জনেন, মুসাফির ব্যক্তি ইমাম হলে কসর সালাত আদায় করবে। কিন্তু মুকিম ব্যক্তির পিছনে মুসাফির ইকতেদা করলে মুকিম ইমামের মতই পূর্ণ সালাত আদায় করবে। এমন কি কিছু রাকাআত শেষ হওয়ার পর জামাতে যোগ দিলেও তাকে পূর্ণ সালাত আদায় করতে হবে ইহাই নাবী (ﷺ) -এর সুন্নাত।[৪৯৪]

তাহাজ্জুদ সালাতের ফযীলত ও নিয়মাবলী

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন ঃ ফরয সালাতের পর সর্বত্তম সালাত হলো রাতের সালাত।[৪৯৫] তিনি (ﷺ) বলেন ঃ মহান আল্লাহ তা'আলা প্রতি রাত্রের এক তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকতে নিকটতম আসমানে অবতরণ করেন এবং এবলে ঘোষণা দেন যে, আমাকে কে ডাকে? আমি তার ডাকে সারা দিব, আমার নিকট কে সওয়াল করে, আমি তাকে দিব। আমার নিকট কে ক্ষমা প্রার্থনা করে, আমি তাকে ক্ষামা করব।[৪৯৬] এতে প্রমাণিত হলো যে, রাতকে তিন ভাগ করে ২ ভাগ অতিবাহিত হওয়া, থেকে ফজরের পূর্ব পর্যন্ত সময় তাহাজ্জুদ সালাতের জন্য উত্তম সময়। অবশ্য তাহাজ্জুদ সালাতের সময় ঈশার সালাতের পর হতে ফজরের সময় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত, ঈশার সালাত আদায়ের পর প্রথম রাতে বা মধ্য ও শেষ রাতে যেকোন সময়ে পড়া যাবে।[৪৯৭] তাহাজ্জুদ পড়লে নিয়মিত পড়া উচিত।

[৪৯৩] ইরওয়াউল গালীল -৩/২৮ পৃঃ, সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ- ১/৪৮৭পৃঃ।
[৪৯৪] সহীহ আবু আওয়ানাহ, ইরওয়াউল গালীল- ৩/২১ পৃঃ
[৪৯৫] মুসলিম, বুলুগুল মারাম– ১০৬ পৃষ্ঠা।
[৪৯৬] বুখারী, মুসলিম, মিশকাত– ১০৯ পৃষ্ঠা।
[৪৯৭] সহীহ বুখারী হাঃ নাঃ (১০৯০), সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ- ১/৪০০পৃঃ

কেননা আল্লাহ তা'আলার নিকট অধিক পছন্দনীয় আমল স্থায়ী আমল, যদিও কম হয়।[৪৯৮]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ঘুম থেকে উঠে সর্বপ্রথম মিসওয়াক করতেন, তারপর অযূ করে সূরা আলে-ইমরানের ১৯০ নং আয়াত হতে শেষপর্যন্ত পাঠ করে সালাত শুরু করতেন।[৪৯৯]

তাহাজ্জুদের রাক'আত সম্পর্কে আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ নবী (ﷺ) ঈশার পর হতে ফজরের পূর্ব পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে বিতরসহ মাত্র **১১** রাক'আত সালাত পড়তেন। প্রতি দু'রাকা'আতে সালাম ফিরাতেন এবং **১** বা ৩ রাক'আত বিতর পড়তেন। তাহাজ্জুদে তাঁর সিজদাগুলি ৫০টি আয়াত তিলাওয়াতের সমপরিমাণ দীর্ঘ হতো। অতঃপর ফজরের আযান শুনে হালকা করে দুই রাক'আত সুন্নাত পড়ে ডান কাতে শুইতেন, এরপর যখন মুয়াজ্জিন আসত তখন তিনি মাসজিদের দিকে বের হতেন।[৫০০] আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ তিনি (ﷺ) রামযান ও রামযান ছাড়া কখনো **১১** রাক'আতের বেশী পড়তেন না।[৫০১] এ **১১** রাক'আত পরা উত্তম, অবশ্য বিতরসহ ৯, ৭ বা আরো কমও পড়তে পারে।[৫০২] শেষ রাতে জাগ্রত হওয়া নিশ্চিত হলে তাহাজ্জুদের পর বিতর পড়বে। আর অনিশ্চিত হলে বিতর পড়ে ঘুমাবে এরপর জাগ্রত হলে তাহাজ্জুদ পড়বে পুনঃরায় বিতর পড়তে হবে না।[৫০৩]

তাহাজ্জুদ ছুটে গেলে তার কাযা

আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ অসুখে অথবা অন্য কারণে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর রাতের সালাত (তাহাজ্জুদ) ছুটে গেলে তিনি দিনে **১১**

[৪৯৮] বুখারী, মুসলিম, মিশকাত– ১১০ পৃষ্ঠা।
[৪৯৯] মুসলিম, মিশকাত– ১০৬ পৃষ্ঠা।
[৫০০] বুখারী মুসলিম, মিশকাত-১০৭ পৃঃ।
[৫০১] বুখারী, মুসলিম, যাদুল মাআদ– ১/৩২৫ পৃষ্ঠা, বাংলা বুখারী ই. ফা. (হাঃ ১০৮১)।
[৫০২] ফিকহুস সুন্নাহ- ১/২৬৬- ২৬৭ পৃঃ।
[৫০৩] সহীহ মুসলিম হাঃ- ৭৫৫, দ্রঃ সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ- ১/৩৮৬ পৃঃ।

রাক'আতের পরিবর্তে **১২** রাক'আত সালাত আদায় করতেন।[৫০৪] দিনে দুপুর হওয়ার পূর্বেই।[৫০৫]

তারাবীহ্ সালাতের বিবরণ

রামাযান মাস ছাড়া বাকী এগারো মাসে ঈশার সালাতের পর যে সালাত পড়া হয় তাকে হাদীসে 'সালাতুল লাইল', 'কিয়ামুল লাইল' এবং তাহাজ্জুদ বলা হয়। আর রামাযান মাসে রাত্রে যে সালাত পড়া হয় হাদীসে তাকে 'কিয়ামে রামাযান' বলা হয়। সুতরাং কিয়ামে রামাযান, সালাতুল লাইল ও তাহাজ্জুদ একই সালাতের বিভিন্ন নাম। রামাযানের রাত্রে এ সালাত দীর্ঘ কির'আতের কারণে চার রাকা'আত পর পর একটু আরাম গ্রহণ করা হয়, এ আরামকে আরবী ভাষায় ترويحة তার্‌বীহাতুন, বহুবচনে (تراويح)তারা-বী-হ বলা হয়। তাই রামাযানের রাত্রির সালাতকে আলেম সমাজ তারাবীহ নামে আখ্যায়িত করেছেন।

তারাবীহর মহাত্ম্য সম্পর্কে নবী (ﷺ) বলেন– যে ব্যক্তি ঈমানের অবস্থায় নেকীর আশায় কিয়ামে রামাযান (তারাবীহ) আদায় করে তার পূর্বের সমস্ত গুনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হয়।[৫০৬] সাহাবী আবু যার (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে সারা রামাযানে মাত্র **২৩, ২৫ ও ২৭** রাত্রিতে জামাআতের সাথে কিয়ামে রামাযান (তারাবীহ) পড়ায়েছেন। এমনকি শেষ রাত্রিতে তাঁর পরিজনকেও ডেকে জামা'আতে শামীল করান।[৫০৭] আয়েশা (রাঃ) বলেন– তারাবীহর জামা'আতে লোক প্রচুর হয়ে যাওয়ায় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আর সালাত পড়াননি। বরং তিনি (ﷺ) বলেন ঃ আমার ভয় হচ্ছে যে, ইহা তোমাদের উপর ফরয হয়ে যেতে পারে তাই আমি আর পড়াচ্ছি না।[৫০৮] সাহাবী জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন ঃ

[৫০৪] সহীহ মুসলিম হাঃ- ৩৯২,৭৪৬,
[৫০৫] সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ- ১/৪১৬ পৃঃ।
[৫০৬] বুখারী, মুসলিম, মিশকাত– ১৭৩ পৃষ্ঠা।
[৫০৭] আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, তিরমিযী, সহীহ-নাইলুল আওতার– ৩/৫০ পৃষ্ঠা, সহীহ ইবনে খুজাইমাহ– ৩/৩৩৭ পৃষ্ঠা।
[৫০৮] বুখারী, মুসলিম, আহমাদ, নাইলুল আওতার– ৩/৫৩ পৃষ্ঠা।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) রামাযানে তাদেরকে ৮ রাক'আত (তারাবীহ) ও ৩ রাকা'আত বিতর পড়ান। আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে রামাযানে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সালাত কেমন ছিল? তিনি বলেন ঃ রামাযান ও রামাযান ছাড়া অন্য মাসেও তাঁর সালাত ১১ রাকা'আতের বেশী ছিল না, ৮ রাক'আত (তাহাজ্জুদ/তারাবীহ) ও ৩ রাকা'আত বিত্র।[৫০৯]

বিখ্যাত হাদীস বিশারদ আল্লামা আঈনী হানাফী (রঃ) বলেন ঃ তারাবীর রাক'আত সংখ্যায় আলিমদের অভিমত কয়েক প্রকার পাওয়া যায়। যেমন– ৪১ রাক'আত বিতরসহ। ৩৯ রাক'আত, ৪৭ রাক'আত (৭ রাক'আত বিতর)। ৩৫ রাক'আত (বিতর ৩ রাক'আত), ২৮ রাক'আত, ২৪ রাক'আত, ২০ রাক'আত ও ১১ রাক'আত।[৫১০] এসমস্ত বর্ণনা সম্পর্কে তিরমিযী শরীফের শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার আল্লামা আব্দুর রহমান মুবারক পুরী (রঃ) বলেন ঃ কেবল মত্রা ১১ রাকা'আতের বর্ণনাটি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হতে সহীহ সনদে (বিশুদ্ধ সূত্রে) পাওয়া যায়, আর উমার (রাঃ) তিনিও ১১ রাক'আতের হুকুম দিয়ে ছিলেন। আর বাকী অতিরিক্ত সংখ্যার কোন একটির বর্ণনাও রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের (রাঃ) হতে সহীহ সনদে পাওয়া যায় না।[৫১১]

দেওবন্দের সবচেয়ে কৃতি ছাত্র ও উস্তায এবং ভারত বিখ্যাত মনীষী আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রঃ) বলেন ঃ ২০ রাক'আত সম্পর্কে যতগুলো হাদীছ আছে সবগুলোর সনদই যয়ীফ (দূর্বল)। এগুলোর যয়ীফ হওয়া সম্পর্কে সমস্ত মুহাদ্দিসগণ একমত। তাই একথা না মানার কোন উপায় নাই যে, নবী (ﷺ)-এর তারাবীহ ৮ রাক'আত

[৫০৯] বুখারী– ১/১৫৪ পৃষ্ঠা, নাইলুল আওতার– ৩/৫৩ পৃষ্ঠা, সহীহ ইবনে খুজাইমাহ– ৩/৩৪১ পৃষ্ঠা। বাংলা বুখারী ই. ফা. হাঃ ১০৮১।
[৫১০] উমদাতুল কারী– ১১/১২৬ পৃষ্ঠা।
[৫১১] তুহফাতুল আহ্ওয়াযী-৩/৬০৮ পৃঃ।

ছিল।[৫১২] তারাবীহ সালাতের বিশেষ কোন দু'আ সহীহ হাদীসে প্রমাণিত নেই।[৫১৩]

জানাযার সালাতের ফযীলত ও নিয়মাবলী

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে নেকীর কামনায় কোন মুসলিমের জানাযায় গিয়ে জানাযার সালাত পড়ে অতঃপর তার দাফনে শরীক হয়, সে যেন দু'কীরাত নেকী নিয়ে প্রত্যাবর্তন করে, প্রতি কীরাত অহুদ পর্বতের সমান, আর যে শুধু জানাযা পড়ে দাফনের পূর্বে চলে আসে তার জন্য এক কীরাত নেকী।[৫১৪] তাই এখন আমাদের প্রয়োজন জানাযার সুন্নাতী নিয়ম জানা।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সময়ে লাশকে গোসল ও কাফন কার্য সমাধা করে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট আনা হতো, তখন তিনি তার ঋণ পরিশোধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন।[৫১৫] পরিশোধ করা হলে তিনি মহিলা লাশের মাঝ বরাবর[৫১৬] পুরুষ লাশের মাথা বরাবর দাঁড়াতেন।[৫১৭] নাবী (ﷺ) হতে জানাযায় ছানা পড়ার কোন সহীহ প্রমান পাওয়া যায় না।[৫১৮] নবী (ﷺ) সূরা ফাতিহা পড়তেন।[৫১৯] সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ জানাযায় সূরা ফাতিহা পড়া[৫২০] ও অন্য একটি সূরা পড়া সুন্নাত। আর এটা মানুষকে জানানোর জন্য তিনি উচ্চঃস্বরে পড়তেন।[৫২১]

[৫১২] আল-আরফুশ্শাযী– ৩০৯ পৃষ্ঠা।
[৫১৩] আইনী তুহফা– ২/১৬০ পৃষ্ঠা।
[৫১৪] বুখারী, মুসলিম, মিশকাত– ১৪৪ পৃষ্ঠা।
[৫১৫] বুখারী, যাদুল মাআদ– ১/৫০৪ পৃষ্ঠা।
[৫১৬] বুখারী, মুসলিম, আহকামুল জানায়েয- ১৪০ পৃঃ।
[৫১৭] আবূ দাউদ, তিরমিযী, যাদুল মাআদ– ১/৫১২ পৃষ্ঠা, আহকামুল জানায়েয- ১৩৯ পৃঃ।
[৫১৮] আহকামুল জানায়েয- ১৫১ পৃঃ।
[৫১৯] তিরমিযী, আবূ দাউদ, মিশকাত– ১৪৬ পৃষ্ঠা।
[৫২০] বুখারী, মিশকাত– ১৪৫ পৃষ্ঠা।
[৫২১] বুখারী, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, দারাকুতনী, হাকীম, আহকামুর জানায়েয– ১৫১ পৃষ্ঠা। সহীহ নাইলুল আওতার– ৪/৬০ পৃষ্ঠা।

এটা হলো মানুষকে জানানোর জন, মূলতঃ নিরবে পড়াই নাবী (ﷺ) এর সুন্নাহ।[৫২২]

অতঃপর দ্বিতীয় তাক্‌বীর দিয়ে সালাতে যে দরুদ পড়া হয় অর্থাৎ দরুদে ইবরাহীম তা পড়তে হবে।[৫২৩] তারপর তৃতীয় তাক্‌বীর দিয়ে নিম্নের দু‘আ পড়বে। মুহাদ্দিস সম্রাট ইমাম বুখারী (রঃ) বলেন ঃ জানাযার দু‘আর ব্যাপারে আউফ ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি সবচেয়ে বিশুদ্ধ।[৫২৪]

আউফ ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে নিম্নের দু‘আটি জানাযায় পড়তে শুনেছি।[৫২৫]

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنْ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنْ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ–

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু-ম্মাগ্‌ফির লাহু ওয়ার হাম্‌হু, ওয়া আ-ফিহী ওয়াঅ্‌ফু‘আন্‌হ, ওয়া আক্‌রিম নুযুলাহু ওয়া ওয়াস্‌সিঅ মুদ্‌খালাহু। ওয়াগ্‌সিল্‌হু বিলমা-য়ি ওয়াছ্‌ ছাল্‌জি ওয়াল বারাদি। ওয়া নাক্‌কিহী মিনাল খাতা-য়া কামা- নাক্কাইতাছ্‌ ছাওবাল আব্‌ ইয়াযা মিনাদ্‌ দানাস। ওয়া আব্‌দিলহু দা-রান খাইরাম্‌ মিন দা-রিহী ওয়া আহ্‌লান খাইরাম্‌ মিন আহ্‌লিহী ওয়া যাওজান খাইরাম্‌ মিন যাওজিহী, ওয়া আদ্‌খিল্‌হুল জান্নাতা ওয়া আয়িয্‌হু মিন আযা-বিল কাব্‌রি ওয়া মিন আযাবিন্‌ না-র।

[৫২২] নাসাঈ, সহীহ- আহকামুল জানায়েয- ১৫৪ পৃঃ।
[৫২৩] কিতাবুল উম্ম, বাইহাকী, যাদুল মাআদ– ১/৫০৫ পৃষ্ঠা।
[৫২৪] তালখীসুর হাবীর– ১৬১ পৃষ্ঠা।
[৫২৫] মুসলিম, মিশকাত– ১৪৫ পৃষ্ঠা।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি তাকে মাফ করো, তার উপর রহম করো, তাকে পূর্ণ নিরাপত্তায় রাখো, তাকে মাফ করো, মর্যাদার সাথে তার আতিথিয়েতা করো। তার বাস স্থানটা প্রশস্থ করে দাও, তুমি তাকে ধৌত করে দাও পানি, বরফ ও শিশির দিয়ে, তুমি তাকে গুনাহ হতে এমনভাবে পরিষ্কার করো যেমন তুমি সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে পরিষ্কার কর। আর এর পার্থিব ঘরের বদলে তুমি তাকে একটি উত্তম ঘর দান কর এবং তার পরিবারের বদলে এক উত্তম পরিবার এবং জুড়ির বদলে এক উত্তম জুড়ি দান করো। আর তাকে তুমি জান্নাতে দাখিল করো এবং কবরের আযাব ও জাহান্নামের আগুনের শাস্তি থেকে তাকে মুক্তি দাও।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন জানাযার সালাত পড়াতেন তখন এই দু‘আ পড়তেন।[৫২৬]

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মাগ্‌ ফিরলী হাইয়্যিনা- ওয়া মায়্যিতিনা- ওয়া শা-হিদিনা- ওয়া গা-য়িবিনা- ওয়াসাগীরিনা- ওয়াকাবীরিনা- ওয়াযাকারিনা- ওয়া উন্‌ছা-না-। আল্লা-হুম্মা মান আহ্‌ইয়াইতাহূ মিন্না- ফাআহ্‌য়িহী ‘আলাল্‌ ইসলা-ম। ওয়ামান তাওয়াফ্‌ ফাইতাহূ মিন্না- ফাতাওয়াফ্‌ ফাহূ ‘আলাল ঈমা-ন আল্লা-হুম্মা লা- তাহ্‌রিমনা- আজ্‌রাহূ ওয়ালা- তাফতিন্না- বা‘আদাহ।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত ও মৃত এবং (এই জানাযায়) উপস্থিত ও অনুপস্থিত, আর আমাদের ছোট ও বড় এবং আমাদের নর ও নারী সবাইকে ক্ষমা কর। হে আল্লাহ! আমাদের মধ্য থেকে তুমি যাকে বাঁচিয়ে রাখবে তাকে তুমি ইসলামের উপরে বাঁচিয়ে রাখো এবং যাকে

[৫২৬] আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, নাসায়ী, মিশকাত– ১৪৬ পৃষ্ঠা (সহীহ)।

তুমি মারতে চাও তাকে তুমি ঈমানের অবস্থায় মেরে নাও। আর আল্লাহ এই লাশের প্রতিদান থেকে তুমি আমাদের বঞ্চিত করো না এবং এর পরে আমাদেরকে ফেতনায়ও ফেলো না।

দু'আ পাঠের পর নবী (ﷺ) তাক্‌বীর দিয়ে ডানে ও বামে সালাম ফিরাতেন।[৫২৭] শুধু ডান দিকে এক সালামে জানাযার সালাত সম্পন্ন করাও নাবী (ﷺ) হতে সহীহ সনদে প্রমাণিত রয়েছে।[৫২৮]তিনি (ﷺ) প্রতি তাক্‌বীর বলার সময় দু'হাত তুলতেন। তবে এ হাদীস যয়ীফ (দুর্বল), কিন্তু তাঁর একনিষ্ঠ সাহাবী ও হুবহু অনুসারী আনাস ও ইবনে উমার (রাঃ) যখনই তাকবীর দিতেন তখনই দু'হাত তুলতেন।[৫২৯] তাই হাত তুলাও বৈধ হবে। ইমাম শাওকানী (রহ.) বলেন ঃ দু'আ এর মধ্যে যে সর্বনামসমূহ রয়েছে তা মহিলা ব্যক্তি হলে আলাদা করে বলতে হবে না, কেননা সর্বনামের প্রত্যাবর্তন স্থল হলো মাইয়্যেত বা লাশ যা পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়।[৫৩০] জানাযায় কমপক্ষে তিনি কাতার হওয়া উত্তম।[৫৩১]

জানাযার কতিপয় মাস'আলা

১। স্বামী আপন মৃত স্ত্রীকে এবং স্ত্রী আপন মৃত স্বামীকে গোসল দেওয়া (অন্যের চেয়ে) উত্তম।[৫৩২]

২। মানুষের শিক্ষার উদ্দেশ্যে জানাযার সূরা ও দু'আ স্বরবে পড়া যায়।[৫৩৩]

৩। সন্তান ভূমিষ্ট হলে তার জানাযা পড়তে হবে এবং তার পিতা-মাতার জন্য দু'আ করতে হবে।[৫৩৪]

---

[৫২৭] যাদুল মাআদ– ১/৪৯২ পৃষ্ঠা, আহ্‌কামুল জানায়েয- ১৬২ পৃঃ।
[৫২৮] দারাকুতনী, হাকিম- সহীহ, আহ্‌কামুল জানায়েয- ১৬৩পৃঃ ।
[৫২৯] বাইহাকী সহীহ, যাদুল মাআদ– ১/৪৯২ পৃঃ।
[৫৩০] নাইলুল আওতার– ৪/৬৫ পৃষ্ঠা।
[৫৩১] আবূ দাউদ, তিরমিযী- সহীহ ফিকহুস সুন্না- ১/৬৪১ পৃঃ।
[৫৩২] আহমাদ, ইবনে মাজাহ, আবূ দাউদ, নাইলুল আওতার– ৪/২৭ পৃষ্ঠা।
[৫৩৩] বুখারী, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, নাইলুল আওতার– ৪/৬০ পৃষ্ঠা।
[৫৩৪] আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযীম সহীহ, নাইলুল আওতার– ৪/৪৫ পৃষ্ঠা, মিশকাত– ১৪৬ পৃষ্ঠা।

৪। মেয়েরা আলাদ জামা'আত করে অথবা পর্দার সাথে পুরুষদের জামা'আতে জানাযা পড়তে পারে।[৫৩৫]

৫। জানাযা লাশসহ মাসজিদের ভিতরে পড়া যায়।[৫৩৬]

৬। বিশেষ ব্যক্তিদের গায়েবী জানাযা পড়া রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হতে প্রমাণিত, ইমাম যায়লায়ী হানাফী (রহ.) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বাদশাহ নাজাশীহ ছাড়াও তিনি গায়েবী জানাযা পড়েছেন।[৫৩৭]

৭। আত্মহত্যাকারী, বেনামাযী ও চোর, ডাকাতের জানাযা ইমাম ও পরহেজগার আলেমগণ পড়াবেন না। কেবল সাধারণ মানুষ পড়বে। যাতে অন্যন্য লোকেরা সাবধান হয়ে যায় ও শিক্ষা গ্রহন করে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদের জানাযা পড়েননি। কিন্তু অন্যদেরকে পড়ার অনুমতি দিয়েছেন।[৫৩৮]

মৃতব্যক্তির গোসল ও কাফন পরানোর নিয়ম :

মৃতব্যক্তিকে গোসল দেয়া জিবীতদের অপরিহার্য কর্তব্য। নিম্ন পদ্ধতিতে গোসল দেয়া সুন্নাত। গোসলের পানিতে বড়ই পাতা বা সাবান জাতীয় কিছু মিশ্রিত করে বিসমিল্লাহ বলে মৃত ব্যক্তির ডান পার্শ হতে অযূর অঙ্গসমূহ ধৌত করার মাধ্যমে শরীরে পানি দেয়া এবং হাতে কাপড় নিয়ে অতি নম্রতার সাথে শরীরে হাত বুলিয়ে পরিস্কার করা, এরপর বাম পার্শ একই নিয়মে পরিস্কার করা। অবশ্য গোসল শুরু করার পূর্বে মৃত ব্যক্তিকে আড়ালে রেখে, শরীরের উপর কাপড় রেখে পরিধেয় বস্ত্র সরিয়ে নিতে হবে এবং লজ্জাস্থান ভালভাবে আবৃত করে নিতে হবে। গোসলের পানি সর্বনিম্ন তিনবার করে দিবে, প্রয়োজনে ততোধিক দিবে তবে যেন বেজোর স্যংখ্যা হয় এবং শেষ বারের পনিতে কর্পূর বা সুগন্ধি মিসানো হয়। (অবশ্য মুহরিম ব্যক্তির জন্য কর্পূর বা সুগন্ধি নিষিদ্ধ।) গোসলের সময়

---

[৫৩৫] আলমুগনী, সালাতুল মুস্তাফা– ১৩০ পৃষ্ঠা, সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ- ১/৬৪২ পৃঃ।
[৫৩৬] মুসলিম, যাদুল মাআদ– ১/৫০০ পৃষ্ঠা।
[৫৩৭] বুখারী, মুসলিম, মিশকাত– ১৪৪ পৃষ্ঠা, নাসবুর রায়াহ– ২/২৮৪ পৃষ্ঠা, আইনীতুহফা– ২/২০৩ পৃষ্ঠা, ফাতাওয়া ও মাসায়েল– ৮২ পৃষ্ঠা
[৫৩৮] আহমাদ, মুসলিম, সুনানে আরবাআ, নাইলুল আওতার– ৪/৪৭ পৃষ্ঠা, যাদুল মাআদ– ১/৫১৫-৫১৭ পৃষ্ঠা।

মেয়েদের মাথার চুলের খোপা বা বেনী ভালভাবে খুলে দিতে হবে এবং গোসল শেষে চিরুনী করে চুলগুলি পিছন দিকে দিতে হবে।[৫৩৯] যুদ্ধ নিহত শহীদের কোন গোসল দিতে হবে না।[৫৪০]

কাফনের পদ্ধতি

মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার পর কাফন পড়ানো ওয়াজিব আয়িশা (রাঃ) বলেনঃ নাবী (ﷺ) কে তিন খানা সাদা ইয়ামেনী সুতী কাপড়ে কাফন পড়ানো হয় যাতে কোন জামা ও পাগড়ী ছিলনা।[৫৪১] এহাদীস হতে প্রমানিত হয় পুরুষের কাফন তিনটি কাপড় দিয়ে হবে। নারীদের জন্য সহীহ হাদীসে পৃথক কোন নিয়ম পাওয়া যায় না, আর পাঁচ কাপড়ের হাদীসটি দুর্বল।[৫৪২]

কবর বাঁধাই করার বিধান

কবরকে উঁচু করে তার উপর ঘর তৈরী করা, পাথর, ইট ইত্যাদি দিয়ে তাবুর মতো বাঁধা এটা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও বিদ'আত। তাই নবী (ﷺ) আলী (রাঃ)-কে গম্বুজ বিশিষ্ট কবরকে ভেঙ্গে বরাবর করে দিতে এবং চুনা করা, ঘর তৈরীকরা ও নাম ঠিকানা লিখে রাখাকে নিষিদ্ধ করার জন্য ইয়ামেনে প্রেরণ করেন।[৫৪৩] আর তিনি (ﷺ) কবরকে মাসজিদ হিসাবে গ্রহণ করতে, (কবরকে নামাযের স্থান বানাতে) এবং কবরকে উৎসব স্থল বানাতে কঠোর ভাবে নিষেধ করেছেন ও তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন।[৫৪৪] তাই এসমস্ত গুনাহের কাজ হতে সম্পূর্ণভাবে বিরত থাকা উচিত।

অসুস্থ ব্যক্তির সালাতের বিবরণ

নবী (ﷺ) বলেন ঃ অসুস্থ ব্যক্তি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে, না পারলে বসে পড়বে আর রুকু সিজদাহ করতে না পারলে মাথার ইশারায় রুকু সিজদাহ করবে, সিজদার জন্য মাথা একটু বেশী ঝুকাবে। এতেও না

[৫৩৯] সহীহ বুখারী, মুসলিম, আবূ দউদ, তিরমিযী, নসাঈ- আহ্কামুল জানায়েয-৬৪-৭৪ পৃঃ
[৫৪০] সহীহ বুখারী, - আহ্কামুল জানায়েয- ৭২ পৃঃ
[৫৪১] সহীহ বুখারী হাঃ-১২৬৪, মুসলিম হাঃ-৯৪১।
[৫৪২] সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ -১/৬৩৩ পৃঃ
[৫৪৩] মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী, যাদুল মাআদ– ১/৫২৪ পৃষ্ঠা।
[৫৪৪] মুসলিম, আবূ দাউদ, যাদুল মাআদ– ১/৫২৬ পৃষ্ঠা।

পারলে ডান কাতে কিবলামুখী হয়ে শুইবে এবং ইশারায় সালাত পড়বে।[৫৪৫] ইহাতেও অক্ষম হলে পা কিবলামুখী করে চিত হয়ে শুয়ে মাথা একটু উচা করে ইশারায় সালাত আদায় করবে।[৫৪৬]

অনেক অসুস্থ্য ব্যক্তিকে দেখা যায় তারা বালিশ বা টেবিলের উপর মাথা দিয়ে সিজদা দেয় যা ঠিক নয় বরং নিষিদ্ধ। বিস্তারিত 'সিজদার আলোচনায়' দ্রষ্টব্য।[৫৪৭]

ইশ্‌রাকের সালাতের বিবরণ

আরবী ভাষায় ইশ্‌রাক শব্দের অর্থ আলোকিত হওয়া। সূর্য উদয়ের পর আলোকিত হলে যে সালাত পড়া হয় আলিম সমাজের পরিভাষায় তাকে ইশ্‌রাকের সালাত বলা হয়। জাবের ইবনে সামুরাহ (রাঃ) বলেন ঃ সূর্য ভালভাবে উঠার পর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উক্ত সালাত পড়তেন।[৫৪৮] আর এ সলাত ২ রাকা'আতের বেশী বলে হাদীসে প্রমাণ নেই।[৫৪৯]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি জামা'আতের সাথে ফজরের সালাত আদায় করতঃ সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত আল্লাহর যিকির আয্‌কারে রত থাকবে। অতঃপর (ভালভাবে সূর্য উদয় হলে) দু'রাকা'আত (ইশ্‌রাকের) সালাত আদায় করবে। আল্লাহ তাকে একটি পরিপূর্ণ হাজ্জ ও উমরার ছাওয়াব দান করবেন।[৫৫০]

চাশ্‌ত বা আউয়াবীনের সালাত

বিভিন্ন হাদীসে যে সালাতকে সালাতুয্ যুহা বলা হয়েছে ফারসী ভাষায় তাকে চাশ্‌তের নামায বলা হয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন ঃ উটের

[৫৪৫] বুখারী, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, নাইলুল আওতার– ৩/১৯৮ পৃষ্ঠা।
[৫৪৬] দারাকুতনী, নাইলুল আওতার– ৩/১৯৮ পৃষ্ঠা।
[৫৪৭] এ গ্রন্থের...............পৃঃ
[৫৪৮] আবূ দাউদ– ১/১৮৩ পৃষ্ঠা।
[৫৪৯] আইনী তুহফা– ২/১৬৩ পৃষ্ঠা।
[৫৫০] তিরমিযী হাঃ নং– ৫৮৬, সহীহ আল জামে সগীর– ২/১০৯৬, সহীহ আত্-তারগীব হাঃ নং– ৪৬৪।

বাচ্চা যখন বালু গরম হওয়ার কারণে মায়ের কোল ছেড়ে দৌড়ে পালায় (উত্তাপের কারণে), তখন সালাতুল আওয়াবীন-এর সময় হয়।[৫৫১] এতে প্রমাণিত হয় যে, সালাতুয্ যুহা বা চাশ্ত নামাযের অপর নাম সালাতুল আওয়াবীন, যা সূর্যর তাপ উত্তপ্ত হওয়ার পর পড়তে হয়। অর্থাৎ বাংলাদেশের সময় প্রায় ৯টা হতে মধ্যাহ্নের পূর্ব পর্যন্ত আদায় করা চলে।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন ঃ মানুষের শরীরে ৩৬০টি জোড় আছে তার কর্তব্য হলো প্রত্যেক জোড়ার জন্য একটি করে সাদকাহ করা। সাহাবীরা বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! কার শক্তি আছে এ কাজ করার? তিনি (ﷺ) বলেন ঃ মসজিদে থুথু পরে থাকলে তা মুছে দেওয়া এবং পথ হতে কষ্ট দায়ক জিনিস সরিয়ে দেওয়া, যদি এটা না পার তাহলে চাশতের দু’রাক‘আত সালাত আদায় করা সাদকার জন্য যথেষ্ট।[৫৫২] তিনি (ﷺ) চাশতের সালাত– ২, ৪, ৬, ৮, ১০ ও ১২ রাক‘আত পর্যন্ত পড়েছেন।[৫৫৩] তাই যে কোন সংখ্যা পড়া যায়। ৮ রাক‘আত পড়লে প্রতি দু’রাকা‘আতে সালাম ফিরাতেন। কখনো তিনি (ﷺ) চাশতের জামা‘আত করেছেন।[৫৫৪]

নোট ঃ মাগরীবের পরে ৬ রাকা‘আত সালাতকে সালাতুল আওয়াবীন বলে। এ নামটি কোন হাদীসে প্রমাণিত নয়, এটা মানুষের বানানো। মূলতঃ সালাতুল আওয়াবীন হলো সলাতুয যুহা বা চাশতের নাম।

ইস্তিস্কা বা পানি চাওয়ার সালাত

[৫৫১] মুসলিম, মিশকাত– ১১৬ পৃষ্ঠা।
[৫৫২] আবূ দাউদ- সহীহ, মিশকাত– ১১৬ পৃষ্ঠা।
[৫৫৩] যাদুল মাআদ– ১/৩৫১ পৃষ্ঠা।
[৫৫৪] সহীহ ইবনে খুজাইমাহ– ২/২৩২-২৩৪ পৃষ্ঠা, যাদুল মাআদ– ১/৩৫৫ পৃষ্ঠা।

ইস্তিস্কা শব্দের অর্থ হলো পানি প্রার্থনা করা। হাফিয ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) বলেন ঃ এ ব্যাপারে নবী (ﷺ) হতে সালাত ও দু‘আর ৬টি নিয়ম প্রমাণিত হয়।[৫৫৫] নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো ঃ

১। জুমু‘আর খুতবার মধ্য সময়ে জনৈক সাহাবী বৃষ্টির আবেদন করলে তিনি (ﷺ) সে অবস্থায় ইস্তিস্কার জন্য দু’হাত লম্বা করে উত্তোলন করে নিম্নের দু‘আ পাঠ করেন, সাথে সাথেই বৃষ্টি শুরু হয় যা সপ্তাহ পর্যন্ত ছিল।[৫৫৬]

اللَّهُمَّ أَغِثْنَا اللَّهُمَّ أَغِثْنَا اللَّهُمَّ أَغِثْنَا اللَّهُمَّ اسْقِنَا اللَّهُمَّ اسْقِنَا اللَّهُمَّ اسْقِنَا

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মা অগিছ্না-, আল্লা-হুম্মা আগিছ্না-, আল্লা-হুম্মা আগিছ্না-, আল্লা-হুম্মা স্ক্বিনা-, আল্লা-হুম্মা স্ক্বিনা-, আল্লা-হুম্মা স্ক্বিনা-।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আপনি আমাদের বৃষ্টি দান করুন। (৩ বার)

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের পানি পান করান। (৩ বার)

ইস্তিকার দু‘আতে রাসূলুল্লাহর (ﷺ) সাথে সাহাবীরাও হাত তুলতেন ও আমীন বলতেন।[৫৫৭]

২। আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ একদা লোকেরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে অনাবৃষ্টি এবং দুর্ভিক্ষের অভিযোগ করলো। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একটি দিন নির্দিষ্ট করে সূর্যোদয়ের পরে মিম্বার সহকারে ইদগাহে গেলেন এবং মিম্বারে বসলেন। তারপর তিনি তাকবীর দিয়ে আল্লাহর প্রশংসা করে বললেন ঃ তোমরা তোমাদের এলাকায় দুর্ভিক্ষের অভিযোগ করেছো এমতাবস্থায় আল্লাহ তা‘আলা তোমাদেরকে তাঁর কাছে দু‘আ করতে বলেনে এবং তিনি তোমাদের দু‘আ কবুল করার ওয়াদা করেছেন।

তারপর তিনি (ﷺ)-এই দু‘আ পড়েন ঃ

[৫৫৫] যাদুল মাআদ– ১/৪৫৬ পৃষ্ঠা।
[৫৫৬] বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী, যাদুল মাআদ– ১/৪৫৬ পৃষ্ঠা।
[৫৫৭] বুখারী, নাইলুল আওতার– ৪/৯ পৃষ্ঠা।

الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّينِ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ اللّٰهُمَّ أَنْتَ اللهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلاَغًا إِلَى حِينٍ–

উচ্চারণ ঃ আল্-হাম্‌দু লিল্লা-হি রাব্বিল 'আ-লামীন, আর্ রাহ্‌মা-নির রাহীম, মা-লিকি ইয়াউমিদ্দীন, লা- ইলা-হা ইল্লা-ল্লা-হু, ইয়াফ্'আলু মা- ইউরীদ, আল্লা-হুম্মা আন্‌তাল্লাহু লা- ইলা-হা ইল্লা-আন্‌তাল গানীও ওয়া নাহ্‌নুল ফুকারাউ, আন্‌যিল 'আলায়নাল গায়ছা ওয়াজ'আল মা-আন্‌যাল্‌তা লানা-কুওয়াতাওঁ ওয়া বালা-গান্ ইলা হী-ন।

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য। যিনি সারা জাহানের প্রতিপালক। যিনি অতীব দয়ালু ও দাতা, বিচার দিনের মালিক। আল্লাহ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোন উপাস্য নেই। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই করেন, হে আল্লাহ! আপনিই আল্লাহ আপনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আপনি পরমুখাপেক্ষীহীন আর আমরা ফকীর-মিসকিন, আপনি আমাদের উপর বৃষ্টি নাযিল করুন এবং যা নাযিল করবেন তাতে আমাদের জন্য এক যুগ পর্যন্ত শক্তির উৎস ও উপকারী বানিয়ে দিন।

দু'আ পড়ার পর দু'হাত এতটা তুলতেন যে, তাঁর বগলের সাদা অংশটা দেখা যেতে লাগলো। তারপর তিনি লোকদের দিকে পিঠ ফিরালেন এবং কেবলামুখী হয়ে ডান-বামে, বাম-ডানে ও উপর নিচ কোরে চাদর উল্টালেন, তখনো তিনি দু'হাত উঠানো অবস্থায় ছিলেন। তারপর তিনি আবার লোকদের দিকে মুখ করলেন এবং তাদেরকে দু'রাক'আত সালাত পড়ালেন, ফলে প্রচুর বৃষ্টি হলো। বৃষ্টির কারণে লোকদের ছুটাছুটি দেখে তিনি এতো হাসলেন যে, তাঁর সামনের দাত বেড়িয়ে পড়লো।[৫৫৮] এ সালাতের জন্য কোন আযান ইকামত ছিল না। প্রথম রাক'আতে সূরা আলা ও ২য় রাকা'আতে সূরা গাশীয়াহ পড়েন, আর কির'আত স্বরবে পড়েছিলেন।[৫৫৯]

[৫৫৮] আবূ দাউদ, মিশকাত– ১৩২ পৃষ্ঠা। সহীহ, তাহক্বীক মিশকাত (হাঃ ১৫০৮)

[৫৫৯] আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, তিরমিযী, সহীহ ইবনে খুজাইমাহ, যাদুল মাআদ– ১/৪৫৬ পৃষ্ঠা।

ইস্তিস্কার খুতবাহের বিবরণ

নবী (ﷺ) কখনো সালাতের পূর্বে খুতবা দিতেন ও দু'আ করতেন, আবার কখনো সালাতের পর খুতবা দিতেন ও দু'আ করতেন।[৫৬০] তাই ইমাম শাওকানী (রহ.) বলেন ঃ সালাতের আগে-পরে উভয় জায়েয, কোনটা কোনটার চেয়ে উত্তম নয়।[৫৬১]

ইস্তিস্কার কতিপয় মাস'আলা

নবী (ﷺ) ইস্তিস্কার জন্য পুরানো কাপড় পরে বিনয় নম্রতা সহকারে জড়-সড় হয়ে কাঁদা-কাঁদা ভাবে মাঠের দিকে রওয়ানা হতেন এবং খুব বিনয়-নম্রতার সাথে সালাত পড়তেন।[৫৬২] তিনি (ﷺ) ঈদের মাঠে ইস্তিস্কার সালাত পড়তেন।[৫৬৩] দু'আর জন্য হাতের পিঠ আসমানের দিকে কোরে দু'হাত মুখ বরাবর তুলতেন।[৫৬৪]

ইস্তিস্কার কতিপয় দু'আ

اللّٰهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهِيمَتَكَ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَأَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ

১। উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মাস্‌কি 'ইবা-দাকা ওয়া বাহীমাতাকা ওয়ান্‌শুর রাহ্‌মাতাকা ওয়া আহ্‌য়ি বালাদাকাল মাইয়্যিত।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ তুমি তোমার বান্দাদেরকে এবং জন্তুদেরকে পানি পান করাও এবং তোমার রহমত ছড়িয়ে দাও আর তোমার মৃত শহরকে (বৃষ্টির দ্বারা) জীবিত করে দাও।[৫৬৫]

اللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا مَرِيئًا مَرِيعًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلًا غَيْرَ آجِلٍ–

[৫৬০] আহমাদ, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ, নাইলুল আওতার– ৪/৩-৫ পৃষ্ঠা, সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ- ১/৪৪০ পৃঃ।

[৫৬১] নাইলুল আওতার– ৪/৩-৫ পৃষ্ঠা।

[৫৬২] সুনানে আরবাআ, মিশকাত– ১৩১ পৃষ্ঠা, সহীহ ইরওয়া হাঃ ৬৬৯।

[৫৬৩] আবূ দাউদ, তিরমিযী, মিশকাত– ১৩১ পৃষ্ঠা। সহীহ ইরওয়া হাঃ ৬৬৫।

[৫৬৪] মুসলিম, মিশকাত– ১৩১ পৃষ্ঠা।

[৫৬৫] মুয়াত্তামালিক, আবূ দাউদ, মিশকাত– ১৩২ পৃষ্ঠা- হাসান, তাহাকীক মিশকাত- ১/৪৭৬।

২। উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মাস্‌কিনা- গাইছাম্‌ মুগীছান, মারীআন না-ফি'আন গায়রা যা-র্‌রিন 'আজিলান গায়রা আ-জিলিন।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে এমন বৃষ্টির পানি পান করাও যা ফরিয়াদ দূরকারী, পিপাসা নিবারণকারী, সাচ্ছন্দ দানকারী ও শস্য উৎপাদনকারী, উপকারী, অপকারী নয়, শীঘ্রই আগমনকারী, বিলম্বকারী নয়।[৫৬৬]

এছাড়াও ইস্তিস্কার সালাত পদ্ধতি আলোচনায় বর্ণিত দু'আ দু'টিও অন্যতম।

অতি বৃষ্টি বন্দের দু'আ

সাহাবীগণ নবী (ছ)-এর নিকট অতি বৃষ্টির অভিযোগ করলে তিনি (ছ) এ দু'আ করতেন ঃ

اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا اللَّهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرَةِ

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মা হাওয়া-লায়না- ওয়ালা- 'আলায়না আল্লাহুম্মা 'আলা-ল আকামে ওয়াল-জিবালে ওয়ায্‌ যিরা-বি ওয়াল বুতূনিল আও্‌দীয়াতে ওয়া মানা-বিতিশ্‌ শাজারে।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাদের আশে পাশে পানি বর্ষাও, আমাদের উপর বর্ষাইও না। হে আল্লাহ! টিলা, পাহাড়, নদী-নালা, খাল-বিল, বন-জঙ্গল, বৃক্ষ উৎপাদনের জায়গায় পানি বর্ষণ কর।[৫৬৭]

চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের সালাত

রাসূলুল্লাহ (ছ) বলেন ঃ নিশ্চয়ই সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে দুটি বিশেষ নিদর্শন। কারো মৃত্যু ও জন্মের কারণে এরা গ্রহণ গ্রস্থ হয় না। যখন তোমরা ঐ গ্রহন দেখবে তখন তা প্রকাশ

[৫৬৬] আবূ দাউদ, মিশকাত- ১৩২ পৃষ্ঠা সহীহ, তাহক্বীক মিশকাত- ১/৪৬৭।
[৫৬৭] বুখারী- ১/১৩৭ পৃষ্ঠা।

হওয়া পর্যন্ত আল্লাহর নিকট দু'আ প্রার্থনা কর, তাকবীর বলো, দান-সাদকা করো এবং সালাত পড়তে থাকো।[৫৬৮] চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের সালাত জামাআতে পড়ার জন্য মানুষদেরকে ঘোষণা দিতে হবে।[৫৬৯] জামা'আত মাসজিদে ও ঈদগাহে উভয় স্থানে পড়া যায়।[৫৭০]

সালাত আদায়ের নিয়ম হলো। সালাত শুরু করে সূরা ফাতিহা পাঠ করার পর দীর্ঘ কির'আত পড়তঃ রুকু করতে হবে, রুকু থেকে দাঁড়িয়ে আবার সূরা ফাতিহাসহ কির'আত, অতঃপর ২য় রুকু। ২য় রুকু থেকে উঠে যথাযথ নিয়মে সিজদার কাজ সমাধা করতঃ পুনরায় প্রথম রাক'আতের মতো দু'রুকু বিশিষ্ট যথা নিয়মে ২য় রাকা'আত সমাপ্ত করে সালাম ফিরাতে হবে। প্রথম রাক'আতের তুলনায় ২য় রাক'আত হালকা হবে।[৫৭১] নবী (ছ) সালাতের পূর্বে এবং পরেও খুতবা দিতেন।[৫৭২] তিনি (ছ) প্রথম রাক'আতে সূরা আনকাবুত এবং ২য় রাক'আতে সূরা রুম কিংবা লুকমান পড়তেন।[৫৭৩] কির'আত স্বরবে পড়তেন।[৫৭৪]

ইস্তিখারার সালাতের বিবরণ

ইস্তিখারা অর্থ কোন বিষয়ের ভাল দিকটা খোঁজ করা। কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে যাওয়ার আগে তার জন্য ইস্তিখারা করা উচিত। ইস্তিখারার নিয়ম সম্পর্কে সাহাবী জাবের (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (ছ) আমাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে ইস্তিখারা করার শিক্ষা ঐভাবে দিতেন, যেভাবে তিনি আমাদেরকে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি (ছ) বলেন– যখন তোমাদের কেউ কোন কাজের ইচ্ছা করবে, তখন সে যেন ফরয সালাত ছাড়া দুরাক'আত (নফল) সালাত পড়ে, তারপর নিম্নের দু'আটি পড়ে।[৫৭৫]

[৫৬৮] বুখারী, মুসলিম, আহমাদ, নাইলুল আওতার– ৩/৩৩৪ পৃষ্ঠা।
[৫৬৯] বুখারী, মুসলিম, আহমাদ, নাইলুল আওতার– ৩/৩২৫ পৃষ্ঠা।
[৫৭০] আহমাদ, নাইলুল আওতার– ৩/৩৩২ পৃষ্ঠা।
[৫৭১] বুখারী, মুসলিম, মিশকাত– ১২৯ পৃষ্ঠা, সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ- ১/৪৩৮ পৃঃ।
[৫৭২] সহীহ ইবনে খুজাইমাহ– ২/৩২৫ পৃষ্ঠা।
[৫৭৩] দারাকুতনী, বাইহাকী, তালখীসুল হাবীর– ১৪৮ পৃষ্ঠা, আইনী তুহফা– ২/২১১ পৃষ্ঠা।
[৫৭৪] আহমাদ, তিরমিযী সহীহ, নাইলুল আওতার– ৩/৩৩২ পৃষ্ঠা।
[৫৭৫] বুখারী, মিশকাত– ১১৬ পৃষ্ঠা।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্তাখীরুকা বি'ইলমিকা ওয়া আস্তাক্বদিরুকা বিক্বুদ্রাতিকা ওয়া আস্আলুকা মিন ফায্লিকাল 'আযীম; ফা ইন্নাকা তাক্দিরু ওয়ালা- আক্দিরু ওয়া তা'লামু ওয়ালা আ'লামু ওয়া আন্তা 'আল্লা-মুল গুয়ূব। আল্লা-হুম্মা ইন্ কুন্তা তা'লামু আন্না হা-যাল আম্রা ("হা-যাল আম্রা" বলার সময় নিজের প্রয়োজনের কথা মনে করবে) খায়রুন লী ফী দ্বীনী ওয়া মা'আ-শী ওয়া 'আ-কিবাতি আমরী আও ফী 'আ-জিলি আম্রী ওয়া আজিলিহি ফাক্দুরহু লী ওয়া ইয়াস্সিরহু লী ছুম্মা বা-রিক্লী ফীহ, ওয়া ইন্ কুন্তা তা'লামু আন্না হা-যাল আম্রা (এখানেও পুনরায় নিজের প্রয়োজনের কথা মনে করবে) শার্রুল্ লী ফী দীনী ওয়া মা'আ-শী ওয়া 'আ-কিবাতি আম্রী ওয়া ফী 'আ-জিলি আম্রী ওয়া আ-জিলিহি ফাসরিফ্হু 'আন্নী ওয়াস্রিফ্নী 'আন্হু ওয়াক্দুর লিয়াল খায়রা হায়ছু কা-না ছুম্মারযিনী বিহ।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার জ্ঞানের মাধ্যমে তোমার কাছে ভালটা জানতে চাচ্ছি এবং তোমার শক্তির বদৌলতে তোমার কাছে শক্তি কামনা করছি, আর তোমার কাছে তোমারই মহানুগ্রহ প্রর্থনা করছি। কারণ নিশ্চয়ই তুমি শক্তির অধিকারী, কিন্তু আমি মোটেই শক্তি রাখিনা এবং তুমি সবই জান আমি কিছুই জানি না। আর তুমি তো অদৃশ্যেরও জ্ঞানী। (তাই) হে আল্লাহ তুমি যদি জান যে, আমার একাজটা আমার জন্য ভাল

হবে আমার দীনী ও দুনিয়াবী জীবনে এবং পরিনামে কিংবা আমার জলদি কাজে ও বিলম্বিত কাজে তাহলে ঐ কাজের শক্তি আমাকে দাও এবং তা আমার জন্য সহজ করে দাও। তারপর সেটাতে আমার জন্য বরকত দান কর।

আর যদি তুমি জান যে, এই কাজটা আমার জন্য মন্দ হবে, আমার ধর্ম ও পার্থিব জীবনে এবং শেষ পরিণামে কিংবা জলদি কাজে ও বিলম্বিত কাজে তাহলে তাকে আমার থেকে দূরে সরিয়ে দাও, আমাকেও তা থেকে দূরে রাখ। আর আমাকে ভালর শক্তি দাও, তা যেখানে আছে। তারপর তা দ্বারা আমাকে সন্তুষ্ট করাও।

নোট ঃ এই দু'আ পড়ার সময় (هَـــذَا الْـــأَمْرَ) 'হা-যাল আমরা' শব্দের জায়গায় ঐ কাজটার উল্লেখ করতে হবে, (যে জন্য ইস্তিখারা করা হবে)।[৫৭৬] ইস্তিখারার সালাত দিন ও রাতে যখন ইচ্ছা পড়া যায়। ইস্তি খারার পর শরীয়ত সম্মত যে কাজের দিকে মন টানে সেটা করা উচিত। স্বপ্নে কিছু দেখা যাবে এরূপ ধারণা দলীল সম্মত নয়।[৫৭৭]

সালাতুত্ তাসবীহের বিবরণ

এ সালাতে বেশী তাসবীহ পড়া হয় তাই এ সালাতকে সালাতুত্ তাসবীহ বলা হয়। একদা নবী (ﷺ) তাঁর চাচা আব্বাস (রাঃ)-কে বললেন ঃ হে আব্বাস! হে চাচা! আমি কি আপনাকে উপহার দিবনা? আমিকি আপনাকে দান করবনা? আমি কি আপনাকে খবর দিবনা? আমি কি আপনার সাথে দশটা অভ্যাসের ব্যবহার করবনা যা আপনি করলে আল্লাহ তা'আলা আপনার প্রথম ও শেষের এবং পুরানো ও নতুন, ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত, ছোট ও বড়, গোপন ও প্রকাশ্য গোনাহ মাফ করে দিবেন? তাহলে আপনি চার রাক'আত সালাত পড়ুন, প্রত্যেক রাক'আতে সূরা ফাতিহা ও একটি সূরা পড়ুন। অতঃপর প্রথম রাক'আতের কির'আত পড়া যখন শেষ করবেন তখন দাঁড়ানো অবস্থায় বলবেন ঃ

---

[৫৭৬] বুখারী, মিশকাত– ১১৭ পৃষ্ঠা।

[৫৭৭] সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ- ১/৪২৬ পৃঃ।

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ وَلاَإِلهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ সুবহা-নাল্লা-হি ওয়াল্ হাম্দু লিল্লা-হি ওয়া লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আক্বার। এটা ১৫ বার।

তারপর রুকুতে যান এবং রুকু অবস্থায় ঐ তাসবীহটি ১০ বার পড়ুন। তারপর রুকু থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ঐ তাসবীহ ১০ বার পড়ুন। তারপর সিজদায় গিয়ে সিজদা অবস্থায় ১০ বার পড়ুন। সিজদা থেকে মাথা তুলে ১০ বার পড়ুন। তারপর দ্বিতীয় সিজদা করুন এবং সিজদার মধ্যে ১০ বার পড়ুন। তারপর সিজদা থেকে মাথা তুলে বসে বসে আবার ১০ বার তাসবীহ পড়ুন। এই হলো প্রত্যেক রাক'আতে ৭৫ বার তাসবীহ।

এরূপ আপনি চার রাক'আতে করুন। যদি আপনি পারেন তাহলে প্রত্যেক দিনে এই সালাত একবার পড়ুন। যদি তা না পারেন তাহলে প্রতি জুমু'আয় (সপ্তাহে) একবার পড়ুন। যদি তা না পারেন তাহলে প্রতি মাসে একবার। যদি তা না পারেন তাহলে প্রতি বৎসরে অন্তত একবার পুড়ুন। যদি তাও না পারেন তাহলে আপনার জীবনে একবার পড়ুন।[৫৭৮] এ হাদীসটি আবু দাউদ তিরমিযী, নাসায়ী, মুসনাদ আহ্মাদ, হাকিম প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে এসেছে, যাকে যুগ শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দীস আল্লামা মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আল্বানী সহীহ বলেছেন।[৫৭৯] এ সালাত রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবীদের থেকে জামা'আত সহকারে পড়ার কোন প্রমাণ নেই, তাই একাকী পড়া ভাল। অনুরূপ বিশেষ কোন সময়ে পড়ার প্রমাণ নেই, তাই বিশেষ কোন সময়ের সাথে নির্দিষ্ট করা টাও বিদ'আত মুক্ত নয়।[৫৮০]

তাওবার সালাতের বিবরণ

[৫৭৮] আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ, বাইহাকী, মিশকাত– ১১৭ পৃষ্ঠা।
[৫৭৯] মিশকাত তাখরিজ শেখ আলবানীর (রঃ) ১, ২, ৩ ও ৪ নং টিকা– ১/৪১৯ পৃষ্ঠা।
[৫৮০] সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ- ১/৪২৮ পৃঃ, আইনী তুহফা– ২/২২৮ পৃষ্ঠা।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন ঃ কোন লোক যদি গুনাহ করে তারপর ফিরে এসে অযূ করে সালাত আদায় করে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেদেন।[৫৮১] ইবনু হিব্বান, বাইহাকী ও আবূ দাউদে আছে যে, উক্ত সালাত দু'রাক'আতে[৫৮২] সালাতে সূরা কাফিরুন ও সূরা ইখলাস পড়া উচিত।[৫৮৩]

কুরআন তিলাওয়াতের সিজদার বিবরণ

পবিত্র কুরআনে সর্বমোট ১৪টি সূরায় ১৫টি সিজদা রয়েছে।[৫৮৪] কুরআন পাঠক ও শ্রোতা উভয়কে সিজদা দেওয়া সুন্নাত।[৫৮৫] আল্লাহু আক্বার বলে সিজদা দিতে হবে[৫৮৬] এবং এ দু'আ বলতে হবে :

سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ

উচ্চরণ ঃ সাজাদা ওয়াজ্হিয়া লিল্লাযী খালাকাহু ওয়া সাওয়ারাহ ওয়া সাক্কা সাম্আহু ওয়া বাসারাহু বি হাওলিহী ওয়া কুওয়াতিহী।[৫৮৭]

অর্থ ঃ আমার চেহারা তাঁর জন্য সিজদা করলো যিনি একে সৃষ্টি করেছেন, আকৃতি দান করেছেন এবং তা ফেড়ে তিনি কান ও চোখ বানিয়েছেন নিজ শক্তি ও সামর্থ্যে।

এ সিজদা সলাতের বাইরে হলে কোন তাশাহ্হুদ ও সালাম নেই।[৫৮৮] এবং অযূ ও কিবলামুখী হওয়াও শর্ত নয়।[৫৮৯]

রজব মাসের বিদ'আতী সালাত (সালাতুর রাগায়িব)

[৫৮১] তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত– ১১৭ পৃষ্ঠা, হাসান, তাহক্বীক মিশকাত- ১/৪১৬।
[৫৮২] মিরআতুল মাফাতীহ– ২/২৪৯ পৃষ্ঠা।
[৫৮৩] সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ- ১/৪৫৫-৪৫৮ পৃঃ।
[৫৮৪] সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ- ১/৪৫৫- ৪৫৮ পৃঃ।
[৫৮৫] বুখারী– ১/১৪৬ পৃষ্ঠা।
[৫৮৬] সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ।
[৫৮৭] আহমাদ, আবূ দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী সহীহ, নাইলুল আওতার– ৩/১০৩ পৃষ্ঠা।
[৫৮৮] নাইলুল আওতার– ৩/১০৩ পৃষ্ঠা।
[৫৮৯] সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ- ১/৪৫০ পৃঃ।

কথিত আছে যে, রজব মাসের প্রথম জুমু'আর দিন মাগরীব ও ঈশার মাঝখানে ১২ রাকা'আত সালাত পড়লে সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যায় যদিও তা সমূদ্রের ফেনা, গাছের পাতা ও বালুকা রাশির সমসংখক হয়। এই সালাতের নাম সালাতুর রাগায়িব। এ সম্পর্কে নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান (রঃ) বলেন ঃ এই সালাত কোন সহীহ কিংবা হাসান অথবা যয়ীফ হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত নেই।[৫৯০] তাই এটা এক ভ্রান্ত বিদ'আত ।[৫৯১]

শবেবরাতের বিদ'আতী সালাত (হাজারী নামায)

ইমাম গাযালী ও বড়পীর জিলানী বর্ণনা করেছেন। শাবানের ১৫ই রাতে যদি কেউ ১ শত রাকা'আত সালাতে ১ হাজার বার সূরা ইখলাস পড়ে তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি ৭০ বার দৃষ্টিপাত করবেন এবং প্রতি দৃষ্টিপাতে তার ৭০টি মনোবাঞ্জা পূর্ণ করবেন।[৫৯২]

ইমাম সিদ্দীক হাসান (রঃ) বলেন ঃ এই সালাতেরও কোন প্রমাণ হাদীস থেকে পাওয়া যায় না।[৫৯৩] অতএব যে সমস্ত সালাতের কোন বিশুদ্ধ প্রমাণ পাওয়া যায় না তা অবশ্যই বিদ'আত। এ বিদ'আত করে কেউ যেন গুনাহগার না হই। আল্লাহ রক্ষা করুন!

ঈদের সালাতের নিয়মাবলী

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ২য় হিজরীর ১লা শাওয়ালে সর্ব প্রথম ঈদুল ফিতরের সালাত আদায় করেন। এরপর থেকে তাঁর জীবনে কোনদিন ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আয্হার সালাত বাদ দেননি, তাই ঈদের সালাত ওয়াজিব কোন মতেই তা পরিত্যাজ্য নয়।[৫৯৪]

[৫৯০] বাযলুল মান্ফাআহ– ৪৩ পৃষ্ঠা।
[৫৯১] আলবিদা আল হাওলিয়াহ- ২৪০-২৬০ পৃঃ।
[৫৯২] ইহইয়াউল উলুম– ১/৩৫১ পৃষ্ঠা, গুনইয়াতুত্বালিবীন– ১/১৬৬ পৃষ্ঠা।
[৫৯৩] বাযলুল মানফাআহ– ৪৩ পৃষ্ঠা, আলবিদা আল হাওলিয়াহ- ৩০০ পৃঃ।
[৫৯৪] মিরআতুল মাফাতীহ– ২/৩২৭ পৃষ্ঠা।

নবী (ﷺ) দু'ঈদের দিনে গোসল করতেন।[৫৯৫] তারপর তিনি সবচেয়ে ভালো কাপর পড়তেন।[৫৯৬] অতঃপর বেজোর খেজুর খেয়ে ঈদুল ফিতরের সলাতের জন্য সকালে ঘর থেকে বের হতেন।[৫৯৭] আর ঈদুল আযহার দিন সালাতের পূর্বে কিছু খেতেন না বরং সালাতের পরে কুরবানীর গোস্ত খেতেন।[৫৯৮] তিনি বৃষ্টির কারণে একবার ব্যতীত মাসজিদে ঈদের সালাত পড়েননি বরং ঈদগাহে সর্বদায় পড়তেন।[৫৯৯] তিনি (ﷺ) তাকবীর বলতে বলতে বাড়ী থেকে ঈদগাহে আসতেন। অতঃপর আযান ইকামাত ছাড়াই ঈদের সালাত শুরু করতেন।[৬০০] এমনকি 'সালাতের জামা'আত' বা 'জামা'আতের সালাত' একথাও বলা হতো না, আর এটাই সুন্নাত।[৬০১] ঈদের সালাতের পূর্বে ও পরে তিনি ও সাহাবীগণ কোন সালাত পড়তেন না।[৬০২] তিনি (ﷺ) খুতবার পূর্বে ঈদের ২ রাক'আত সালাত পড়াতেন। প্রথমে বুকে হাত বেঁধেই কির'আতের পূর্বে প্রথম রাকা'আতে ৭টি অতিরিক্ত তাকবীর ও দ্বিতীয় রাক'আতে ৫টি অতিরিক্ত তাকবীর দিতেন।[৬০৩] নবী (ﷺ)-এর এ আমলের স্বপক্ষে তিরমিযীতে ৫টি, আবূ দাউদে ১টি, ইবনে মাজাতে ১টি, মুআত্তা ইমাম মালিকে ২টি, মুসনাদে বাযযার, মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাক, দারাকুতনী, ত্বাবারানী এবং দুই হানাফী মুহাদ্দিস এর সংকলিত হাদীস গ্রন্থ তাহবী ও মুআত্তা ইমাম মহাম্মদ প্রভৃতি ১১টি হাদীস গ্রন্থে ২২টিরও অধিক হাদীস সাক্ষ্য দেয়। তেমনিভাবে সাহাবীদের আমলেও প্রমাণিত হয়, কিন্তু নবী (ﷺ)-এর পক্ষ হতে

[৫৯৫] ইবনে মাজাহ– ৯৪ পৃষ্ঠা।
[৫৯৬] যাদুল মাআদ– ১/৪৪১ পৃষ্ঠা সিলসিলাহ সহীহাহ হাঃ-১২৭৯।
[৫৯৭] বুখারী, হাঃ ৯৫৩।
[৫৯৮] ইবনে মাজা, তিরমিযী, আহমাদ, নাইল– ৩/২৮৮ পৃষ্ঠা- হাসান।
[৫৯৯] যাদুল মাআদ– ১/৪৪১ পৃষ্ঠা।
[৬০০] আহমাদ, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাইল– ৩/২৮৮ পৃষ্ঠা।
[৬০১] যাদুল মাআদ– ১/৪৪২ পৃষ্ঠা।
[৬০২] বুখারী ও মুসলিম- ইরউয়া- ৩/৯৮ পৃঃ।
[৬০৩] তিরমিযী– ১/৭০ পৃষ্ঠা, আবূ দাউদ– ১৬৩ পৃষ্ঠা, ইবনে মাজাহ– ৯১ পৃষ্ঠা, মিশকাত– ১২৬ পৃষ্ঠা, মুয়াত্তা মালিক– ৬৩ পৃষ্ঠা, মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক– ৩/২৯৫ পৃষ্ঠা, মুসনাদে আহমাদ– ৬/৭০ পৃষ্ঠা, বায়হাকী– ৩/২৫৫ পৃষ্ঠা, দারাকুতনী– ১৮১ পৃষ্ঠ, মুসতাদরাক হাকিম– ২৯৮ পৃষ্ঠা, সহীহ ইবনে খুজাইমাহ– ২/৩৪৬ পৃষ্ঠা।

বিশুদ্ধভাবে ৬ তাকবীরের ১টি প্রমাণও নেই। তাই ৬ তাকবীর এটা আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ও সাহাবীদের সুন্নাত বিরোধী নিয়ম। ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন ঃ তাকবীরের ব্যাপারে ১২ তাকবীরের হাদীসের চেয়ে অধিক সহীহ কোন হাদীস নেই।[৬০৪]

নবী (ﷺ) প্রতি দু'তাকবীরের মাঝে একটু চুপ থাকতেন, কিন্তু কোন নির্দিষ্ট দু'আ পড়তেন বলে কোন বিশুদ্ধ প্রমাণ পাওয়া যায় না।[৬০৫] নবী (ﷺ) তাকবীরের পর বিসমিল্লাহসহ সূরা ফাতিহা পড়তেন, এরপর প্রথম রাকা'আতে সূরা ক্বাফ আর দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা কামার পড়তেন। বেশীরভাগ প্রথম রাক'আতে সূরা আলা ও দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা গাশীয়াহ পড়তেন।[৬০৬] অতঃপর তাকবীর দিয়ে রুকুতে যেতেন এবং বাকী অংশ যথাযথ নিয়মে সম্পন্ন কোরে সালাম ফিরাতেন।[৬০৭]

অতঃপর তিনি (ﷺ) মানুষদের মুখী হয়ে দাঁড়াতেন, এ অবস্থায় মানুষেরা আপন কাতারে বসা থাকতো। তিনি আল্লাহর প্রশংসার মাধ্যমে খুতবা শুরু করতেন। তাদেরকে নাসীহাত-ওয়াসীয়াত, আদেশ, উপদেশ ও বাধা-নিষেধ করতেন। সেখানে কোন মিম্বার ছিলনা এবং মাসজিদ হতে কোন মিম্বারো আনা হতো না। তিনি মাটির উপর দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন। কখনো বিলাল (রাঃ)-এর উপর ঠেস দিয়ে দাঁড়াতেন এবং তাদেরকে তাকওয়া ও আনুগত্যের ওয়াজ করতেন। অতঃপর মহিলাদের দিকে যেতেন এবং তাদেরকে নসীহাত ও দান সাদকার প্রতি উৎসাহিত করতেন। ফলে তারা প্রচুর দান করতো এমনকি স্বর্ণের দুল, আংটি খুলে দান করত।[৬০৮] সহীহ বুখারীতে খুতবা বিষয়ক হাদীস হতে ঈদের একটি

[৬০৪] তিরমিযী– ১/৭০ পৃষ্ঠা।
[৬০৫] সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ- ১/৬০৭ পৃঃ।
[৬০৬] সহীহ মুসলিম, মিশকাত- সালাতে কিরাআত অধ্যায়।
[৬০৭] ঐ যাদুল মা'আদ– ১/৪৪১-৪৪৫ পৃষ্ঠা।
[৬০৮] বুখারী, মুসলিম, যাদুল মাআদ– ১/৪৪৫ পৃষ্ঠা।

খুতবাই প্রমাণিত হয়।[৬০৯] ইমাম নববী বলেন ঃ একাধিক খুতবা সম্পর্কে কোন সহীহ প্রমাণ নেই।[৬১০] শাইখ আলবানী (রহ.) এক খুতবার বর্ণনাই দিয়েছেন।[৬১১]

ঈদুল ফিতরের কতিপয় মাস'আলাহ

১। সালাতে যাওয়ার পূর্বে ফিতরা আদায় করতে হবে।

২। ঈদুল ফিতরে বিজোর খেজুর খেয়ে ঈদের সলাতে যাওয়া সুন্নাত, খেজুর না পেলে মিষ্টি জাতীয় কিছু খাওয়া।

৩। এক রাস্তায় ঈদগাহে যাওয়া এবং অপর রাস্তা দিয়ে বাড়ী ফিরা সুন্নাত।[৬১২]

৪। পায়ে হেঁটে ঈদগাহে যাওয়া সুন্নাত।[৬১৩]

৫। দু'ঈদের সালাতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ৭+৫= ১২ তাকবীর দিতেন। এ ব্যাপারে রাসূল (ﷺ) ও সাহাবীদের থেকে অসংখ্য সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর (ﷺ) থেকে ৬ তাকবীরের কোন সহীহ হাদীস তো নেই যয়ীফও নেই।[৬১৪]

৬। তাকবীর ধ্বনী দিতে দিতে ঈদগাহে যাওয়া সুন্নাত।[৬১৫]

ঈদুল আয্হার কতিপয় মাস'আলা

১। যুলহাজ্জ মাসের চাঁদ দেখা হতে কুরবানীর পূর্ব পর্যন্ত কুরবানীদাতার চুল ও নখ কাটা নিষেধ।[৬১৬] তাই চাঁদ উঠার আগেই নখ ও চুল কাটে পরিষ্কার হওয়া উচিত।

[৬০৯] সহীহ বুখারী হাঃ ৯৭৫।
[৬১০] ফিকহুস সুন্নাহ- ১/৪১৪।
[৬১১] তামামুল মিন্নাহ- ৩৪৮ পৃঃ।
[৬১২] বুখারী, নাইলুল আওতার– ৩/২৯০ পৃষ্ঠা।
[৬১৩] তিরমিযী সহীহ, নাইল– ৩/২৮৫ পৃষ্ঠা।
[৬১৪] আইনী তুহফা– ২/১৭৯ পৃষ্ঠা।
[৬১৫] যাদুল মাআদ– ১/৪৪২ পৃষ্ঠা।

২। ঈদুল ফিতরের মতো ঈদুল আযহার দিনেও ঈদগাহে যাবে, তবে এদিনে না খেয়ে যাওয়া ও ফিরে এসে কুরবানীর গোশ্ত খাওয়া সুন্নাত।[৬১৭]

৩। যুল হাজ্জের চাঁদ দেখা হতে ১৩ তারিখ আসর পর্যন্ত এ তাকবীর পড়তে হয়।

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لاَ إِله إِلاَّ الله وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلله الْحَمْدُ

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হু আক্বার আল্লাহু আক্বার লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার আল্লাহু অক্বার ওয়া লিল্লাহিল্ হামদ।[৬১৮]

৪। নবী (ﷺ) মদীনার দশ বছরে কখনো কুরবানী বাদ দেননি তাই সামর্থ্যবান ব্যক্তিদের কুরবানী দেওয়া উচিত।[৬১৯] কুরবানীর পশু ক্ষুতমুক্ত ও সুন্দর হতে হবে।[৬২০]

৫। ঈদের সালাতের পূর্বে কুরবানী করলে তা কুরবানী হবেনা তাই পুনরায় কুরবানী করতে হবে।[৬২১]

[৬১৬] মুসলিম, মিশকাত– ১২৭ পৃষ্ঠা।
[৬১৭] বুখারী, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, নাইল– ৩/২৮৮ পৃষ্ঠা
[৬১৮] আহমাদ, নাইলুল আওতার– ৩/৩১২ পৃষ্ঠা, ইবনে আবি শায়বাহ- ২/১৬৮, সহীহ।
[৬১৯] তিরমিযী, মিশকাত– ১২৯ পৃষ্ঠা, হাসান।
[৬২০] ইবনে মাজা, নাসায়ী, আবূ দাউদ, মিশকাত– ১২৮ পৃষ্ঠা, সহীহ।
[৬২১] বুখারী, মুসলিম, মিশকাত– ১২৯ পৃষ্ঠা।

চতুর্থ অধ্যায়

الباب الرابع : الزكاة والصوم والحج

যাকাত, রোযা ও হাজ্জ সম্পর্কীয়

যাকাতের বিবরণ ও নিয়মাবলী

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

{وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ}

এবং সালাত কায়েম করো আর যাকাত আদায় করো।[৬২২] যাকাত ইসলামের রোকনসমূহের অন্যতম একটি রোকন। সালাত যেমন ফরয, যাকাতো তেমনি অর্থশীলদের উপর ফরয। এটা দিতে অস্বীকার করলে সে কাফির হয়ে যাবে। আর অলসতা বসত না আদায় করলে তার মাল পবিত্র হবে না এবং সে পরকালে কঠিন শাস্তির অধিকারী হবে।

প্রতিটি স্বাধীন মুসলিম ব্যক্তি মালের পূর্ণ মালিক হলে এবং মালে যাকাতের শর্ত পূর্ণ হলে যাকাত আদায় করা ফরয হয়ে যায়। যে সমস্ত মাল থেকে যাকাত দিতে হয়, তা চার প্রকার ঃ

প্রথম ঃ জমীন হতে যে সমস্ত ফল ও ফসল উৎপন্ন হয় তার যাকাত, যাকে 'ঔশর' বলা হয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন ঃ যে সকল ফসল বৃষ্টির পানিতে ও ভুগর্ভস্থ পানিতে উৎপন্ন হয় তার দশভাগের এক ভাগ অর্থাৎ প্রতি দশ মনে এক মণ যাকাত দিতে হবে। আর যে ফসল সেচ দ্বারা উৎপন্ন হয় তার বিশ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ প্রতি বিশ মনে এক মণ যাকাত দিতে হবে।[৬২৩] তবে শর্ত হলো পাঁচ ওয়াসাক অর্থাৎ উনিশ (১৯) মণ হতে হবে। এর কম হলে যাকাত ফরয হবে না।[৬২৪]

[৬২২] সূরা আল-বাকারা আয়াত– ১১০।
[৬২৩] সহীহুল বুখারী হাঃ ১৪৮৩।
[৬২৪] সহীহুল বুখারী হাঃ ১৪০৫।

দ্বিতীয় ঃ স্বর্ণ, রোপ্য ও নগদ টাকার যাকাত কারো মালিকানায় বিশ দিনার অর্থাৎ পঁচাশি গ্রাম পরিমাণ (সাড়ে সাত ভরি) স্বর্ণ ও পাঁচশত পাঁচানব্বই গ্রাম পরিমাণ (সাড়ে বায়ান্ন ভরি) রৌপ্য এবং স্বর্ণ অথবা রৌপ্যের সমপরিমাণ নগদ টাকা থাকলে আর তাতে এক বৎসর পূর্ণ হলে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ শতকরা আড়াই টাকা হিসাবে যাকাত দিতে হবে।

ব্যবহৃত অলঙ্কারের ব্যাপারে মতভেদ থাকলেও যাকাত দিয়ে শাস্তির ভয় থেকে মুক্ত হওয়াটা উত্তম।

তৃতীয় ঃ ব্যবসার মালের যাকাত ঃ ব্যবসার মালপত্রের দাম বৎসরের শেষে সম্পূর্ণ হিসাব করে চল্লিশভাগের এক ভাগ অর্থাৎ শতকরা আড়াই টাকা যাকাত দিতে হবে।

চতুর্থ ঃ গৃহপালিত পশুর যাকাত– গৃহপালিত পশুর যাকাত ফরয হওয়ার জন্য শর্ত হলো এমন পশু হওয়া যা সারা বৎসর এমনি মাঠে চড়ে বেড়ায় তা দেখা শুনা তেমন ব্যয় বহুল নয়। আমার মনে হয় এরূপ পশু আমাদের দেশে পাওয়া খুব কঠিন, তাই বিস্তারিত আলোচনা না করে শুধু নমুনা দেওয়া হলো ঃ

(ক) উট– সর্ব নিম্ন পরিমাণ হলো ৫ হতে ৯টি, এতে যাকাত দিতে হবে ১টা ছাগল।

(খ) গরু বা মহিষ– সর্ব নিম্ন পরিমাণ হলো ৩০ হতে ৩৯টি, এতে ১ বছরের একটা বাচ্চা গরু যাকাত দিতে হবে।

(গ) ছাগল ও ভেড়া– সর্ব নিম্ন পরিমাণ হলো ৪০ হতে ১২০টি, এতে ১টা ছাগল যাকাত দিতে হবে। ঐ সংখ্যক পশুপূণ একবৎসর থাকলে তাতে ঐ নিয়মে যাকাত ফরয হবে।[৬২৫]

[৬২৫] বিস্তারিত দ্রঃ মুখতাসার ফিকহু ইসলামী- ৫৯৯-৬০২ পৃঃ।

যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ ঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ "নিশ্চয়ই যাকাত হচ্ছে– (১) দরিদ্র (ফকির) (২) মিসকিন (যে ফকিরের চেয়ে সচ্ছল) (৩) যাকাত আদায়ের কর্মচারী (৪) নতুন মুসলমান (তাকে যাকাত দেয়া যাবে যাতে সে ভালভাবে টিকে থাকতে পারে) (৫) ক্রীত দাসকে মুক্তির জন্য (৬) ঋণ গ্রোস্ত ব্যক্তি, যার ঋণ পরিষোধ করার সামর্থ নেই, (এবং সে আল্লাহর নাফরমানী করে না) (৭) জিহাদ, আল্লাহর রাস্তায় ও অনুরূপ কাছে (৮) পথের পথিক (তারা হলো ঐ সমস্ত পথিক যাদের টাকা পয়সা শেষ হয়ে গেছে, যদিও সে তার বাড়ীতে ধনী ব্যক্তি)। এ হলো আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারণ আর আল্লাহ হলেন মহা জ্ঞানী ও বিজ্ঞ।" (সুরা তাওবাহ– ৬০ আয়াত)

ছাওম বা রোযার বিবরণ

ছাওম বা রোযা হলো ইসলামের চতুর্থ স্তম্ভ, যা ধনী গরীব সকলের উপর ফরয। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

{يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَـــى الَّذِيْنَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، أيام المعدودات}

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযাকে ফরয করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর ফরয করা হয়েছিল, যাতে তোমরা আল্লাহভীরু হতে পার। আর সে (ফরযের) দিনগুলো সুনির্দিষ্ট অর্থাৎ রামাযান মাস। (সূরা বাকারা আয়াত-১৮৩ ও ১৮৪)

অন্যত্র বলেন ঃ

{فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}

"তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাসটি পাবে সে যেন এমাসের রোযা রাখে, আর যে লোক অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে, সে অন্য দিনে গণনা পুরণ করবে"।[৬২৬] তাই প্রতিটি প্রাপ্ত বয়স্ক, সুস্থ ও মুকিম মুসলিমকে ফরয হিসাবে রোযা রাখতে হবে।

নবী (ছ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ছাওয়াবের আশায় সিয়াম পালন করে, তার পূর্বের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।[৬২৭] রোযার জন্য সাহারী খেতে হয় কেননা তাতে বরকত রয়েছে।[৬২৮] সাহরী খেয়ে ফরয রোযার জন্য ফজর হওয়ার পূর্বে অবশ্যই নিয়্যাত করতে হবে।[৬২৯] নিয়্যাত এর জন্য কোন বানানো শব্দের গদ উচ্চারণ করার সহীহ হাদীসে কোন প্রমাণ নেই। তাই তা বিদ'আত, বরং অন্তরে সংকল্প ও ইচ্ছা করাই নিয়্যাতের জন্য যথেষ্ট।

আবার সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে সাথে যথা সময় ইফতার করতে হবে। নবী (ছ) বলেন ঃ যতক্ষণ পর্যন্ত লোকেরা সময় হওয়া মাত্র তাড়াতাড়ি ইফতার করবে ততোক্ষণ পর্যন্ত তারা কল্যাণের মধ্যে থাকবে।[৬৩০] অন্যত্র বলেন ঃ দেরী করে ইফতার করা ইয়াহুদীদের কাজ। তিনি (ছ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে নেকীর আশায় রামাযানের তারাবীহ সালাত আদায় করে তার পূর্বের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।[৬৩১] তারাবীহর বর্ণনা পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

ফিৎরার বিবরণ

নবী (ছ) বলেন ঃ মুসলমানদের প্রত্যেক নারী, পুরুষ, ছোট, বড়, স্বাধীন ও কৃতদাসের উপর এক সা' করে খেজুর, যব কিংবা খাদ্য বস্তু হতে সদকায়ে ফিৎরা আদায় করা ফরয এবং উহা ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে

[৬২৬] সূরা বাকারা আয়াত– ১৮৫।
[৬২৭] সহীহুল বুখারী হাঃ ১৯০১।
[৬২৮] বুখারী ও মুসলিম, বুলুগুল মারাম হাঃ ৬৬০।
[৬২৯] আবূ দাউদ, তিরমিযী সহীহ ইবনু খজাইমাহ ও ইবনু হিব্বান, বুলুগুল মারাম হাঃ-৬৫৬।
[৬৩০] সহীহ বুখারী হাঃ ১৯৫৭, সহীহ মুসলিম হাঃ ১০৯৮।
[৬৩১] সহীহ বুখারী হাঃ ২০০৯।

আদায় করতে হবে।[৬৩২] রাসূলুল্লাহ (ছ)-এর সা' ২ সের ১০ ছটাক।[৬৩৩] যা প্রায় আড়াই কেজি সমপরিমাণ।

নফল রোযার বিবরণ

ফরয রোযা ছাড়া সারা বৎসরের মধ্যে নিম্নোক্ত নফল রোযাসমূহ রাখতে হয়। (১) শাওয়াল মাসের ৬টি রোযা। (২) প্রতি মাসে চাঁদের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের (আইয়ামে বিযের) রোযা। (৩) মুহাররাম মাসে ৯ ও ১০ তারিখে রোযা। (৪) যুল হাজ্জ মাসের ১ থেকে ৯ তারিখ পর্যন্ত রোযা। (৫) সপ্তাহে প্রতি সোম ও বৃহস্পতি বারে রোযা। (৬) শাবান মাসের কোন দিন নির্দিষ্ট করা ছাড়াই রোযা।

দু' ঈদের দিন ও ঈদুল আযহার পরে ৩ দিন রোযা রাখা নিষিদ্ধ এবং শুধু শুক্রবার নির্দিষ্ট করে রোযা রাখা নিষেধ তবে আগে ও পরের সাথে মিলিয়ে রাখলে অসুবিধা নেই।

লাইলাতুল ক্বাদরের বিবরণ

নবী (ছ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে নেকীর আশায় ক্বাদরের রাত্রি জাগরণ করে সালাত আদায় করে, তার পূর্বের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।[৬৩৪] তিনি (ছ) বলেন ঃ তোমরা রামাযানের শেষ দশ দিনের বেজোড় (২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯) রাত্রিগুলোতে লাইলাতুল ক্বাদর খোজ করো।[৬৩৫] লাইলাতুল ক্বাদরে এ দু'আ বেশী বেশী পড়তে হয়–

اَللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُ اَلْعَفْوُ فاعْفُ عَنِّيْ

[৬৩২] সহীহ বুখারী হাঃ ১৫০৩, সহীহ মুসলিম হাঃ ৯৮৪।
[৬৩৩] ফাতাওয়া ও মাসায়েল– ২/১৭৩ পৃষ্ঠা।
[৬৩৪] সহীহ বুখারী- হাঃ ১৯০১।
[৬৩৫] সহীহ বুখারী- হাঃ ২০১৭।

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা আ'ফুউ্উন তুহিব্বুল আ'ফওয়া ফা'ফু আন্নী।

অর্থাৎ– হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল, ক্ষমা করাকে পছন্দ করেন তাই আমাকে ক্ষমা করুন।[৬৩৬] অবশ্য নবী (ﷺ) এর সুন্নাত হলো শেষ দশটি রাত্রি জাগরণ করে লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান করা। তিনি নিজে শেষ দশ রাত্রি জগতেন এবং পরিবাকেও জাগাতেন।[৬৩৭] মূলতঃ এটাই প্রকৃত সুন্নাত, তাই এরূপই করা উচিত।

ই'তিকাফের বিবরণ

নবী (ﷺ) রামাযানের শেষ দশ দিন সর্বদায় ইতিকাফ করতেন।[৬৩৮] তাই ই'তিকাফ সুন্নাতে মুআক্কাদাহ। ইতিকাফের জন্য মাসজিদ হওয়া শর্ত। কিন্তু রোযা শর্ত নয়।[৬৩৯] ইতিকাফে প্রচুর সাওয়াব রয়েছে।

ইফ্তারের দু'আ

ইফতারের পূর্বে দু'আ কবূলের সময়। নিম্ন দু'আটি ইফতারের পূর্বে করা যায়।

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَغْفِرَ لِيْ

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস আলুকা বিরাহমাতিকা আল্লাতী ওয়াসি'আত কুল্লা শাইয়িন আং তাগফিরা লী।[৬৪০]

অর্থঃ হে আল্লাহ! তোমার যে রহমত সকল কিছু বেষ্টন করে রেখেছে তার মাধ্যমে প্রার্থনা জানাই তুমি আমাকে মাফ করে দাও।

اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

[৬৩৬] সহীহ তিরমিযী- হাঃ ২৭৮৯।
[৬৩৭] সহীহ বুখারী হাঃ ২০২৪, সহীহ মুসলিম হাঃ ১১৭৪।
[৬৩৮] সহীহ বুখারী- হাঃ ২০২৫।
[৬৩৯] মুখতাসার ফিকহু ইসলামী- ৬৪২ পৃঃ।
[৬৪০] ইবনে মাজাহ, হিসনুল মুসলিম– ১৭৭ নং।

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা লাকা সুম্তু ওয়া আলা- রিয্ক্বিকা আফ্তারতু।[৬৪১]

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমারই জন্য রোযা রেখে ছিলাম এবং তোমার প্রদত্ত রিয্ক দ্বারা ইফতার করছি।

এরপর বিসমিল্লাহ বলে ইফতার করবে, এবং ইফতার শেষে আল-হামদু লিল্লাহ বলবে ও নিম্নের দু'আটি পড়বে।[৬৪২]

ইফতারের পরে দু'আ

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الأَ<جْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ

উচ্চারণ ঃ যাহাবায্ যামাউ ওয়াব্তাল্লাতিল উরুকু ওয়া ছাবাতাল্ আজ্রু ইন্শা আল্লাহ্।[৬৪৩]

অর্থ ঃ পিপাসা বিদূরিত হলো, শিরাসমূহ সঞ্চারিত হলো, আল্লাহ চাহেতো এর প্রতিদান অবধারিত হলো।

হাজ্জ ও ওমরার বিবরণ

হাজ্জ হলো ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلِلهِ÷ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً

"আল্লাহ তা'আলা ঐ সমস্ত মানুষের উপর তাঁর ঘরে হাজ্জ করাকে ফরয করেছেন যাদের সেখানে যাবার সামর্থ্য রয়েছে"।[৬৪৪]

[৬৪১] আবূ দাউদ- সবল, আমল যোগ্য। মিশকাত তাহক্বীক আলবানী- হাঃ ১৯৯৪।
[৬৪২] মুখতাসার ফিকহ ইসলামী- ৬৩৪ পৃঃ।
[৬৪৩] আবূ দাউদ, সহীহ জামে, হিসনুল মুসলিম– ১৭৬, মিশকাত তাহকীক- (হাঃ-১৯৯৩) হাসান।
[৬৪৪] সূরা আলূ ইমরান-৯৭।

তাই প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক, সাধীন, জ্ঞানবান, সুস্থ্য ও মুসলিম ব্যক্তি যে রাস্তায় নিরাপদের সাথে মক্কা পর্যন্ত যাতায়াত ও অন্যান্য খরচের সামর্থ্য রাখে এবং হাজ্জ হতে প্রত্যাবর্তন করা পর্যন্ত তার পরিবার বর্গের যাবতীয় খরচ মিটানোর সামর্থ্য রাখে, আর স্ত্রী লোক হলে সাথে তার স্বামী বা মাহরিম লোক থাকে এমন ব্যক্তির উপর জীবনে একবার হাজ্জ করা ফরয।

হাজ্জের ফযীলত সম্পর্কে নবী (ﷺ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি এমনভাবে আল্লাহর জন্য হাজ্জ আদায় করল যাতে (ইহরাম অবস্থায়) স্ত্রী সহবাস ও কোন ফাসেকী কর্ম করল না, সে যেন তার পাপ হতে এমনভাবে পবিত্র হল যেন এই মাত্রই তার মা তাকে প্রসব করলো।[৬৪৫] আর ওমরা সম্পর্কে বলেন ঃ এক ওমরা হতে অপর ওমরা তার মধ্যবর্তী গুনাহসমূহের কাফ্ফারা স্বরূপ। আর মাক্বুল হাজ্জের প্রতিদান হচ্ছে জান্নাত।[৬৪৬]

যার উপর হাজ্জ ফরয হয়ে গেছে তার দেরী করা উচিত নয়। মৃত্যুর আগে না করতে পারলে অবশ্যই শাস্তির অধিকারী হতে হবে। এছাড়াও আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বলছি বৃদ্ধবস্থায় ভালভাবে হাজ্জ সম্পাদন করা সম্ভব হয় না। তাই সুযোগের সৎ ব্যবহার করা উচিত। জীবনে একবার ওমরা পালন করা সামর্থবানদের জন্য ওয়াজীব।

মীকাতসমূহ ঃ

হাজ্জ বা উমরাহ এর জন্য যে সমস্ত স্থান হতে ইহরাম বাঁধতে হয় সে স্থানগুলিকে মীকাত বলা হয়। মীকাতসমূহ নিম্নরূপ ঃ-[৬৪৭]

(১) যুল হুলাইফাহ ঃ মদীনাবাসী ও মদীনা অতিক্রম কারীদের জন্য।

(২) জুহফাহ ঃ শাম, মিসরবাসী ও অতিক্রমকারীদের জন্য।

[৬৪৫] সহীহ বুখারী হাঃ (১৫২১)।
[৬৪৬] সহীহ বুখারী হাঃ (১৭৭৩)।
[৬৪৭] সহীহ বুখারী হাঃ (১৫২৪), সহীহ মুসলিম হাঃ (১১৮১)।

(৩) ইয়ালামলাম ঃ ইয়ামানবাসী ও অতিক্রমকারী (বাংলাদেশ,ভারত ও পাকিস্তানের) জন্য।

(৪) কারন মানাযিল ঃ নাজদ, তায়েফবাসী ও অতিক্রমকারীদের জন্য।

(৫) যাতু ঈরাক ঃ ঈরাকবাসী ও অতিক্রমকারীদের জন্য।

যে ব্যক্তি মীকাতের আভ্যান্তরে সে স্বীয় স্থান হতে ইহরাম বাঁধবে।

ইহরাম ও ইহরামে নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ ঃ

হাজ্জ বা উমরার জন্য অন্তরে নিয়্যাত ও বাহ্যিক কার্যক্রম শুরু করার নামই ইহরাম। ইহরাম অবস্থায় নিম্ন বর্ণিত বিষয় সমূহ নিষিদ্ধ ঃ[৬৪৮]

(১) মাথার চুল মুড়ানো বা ছোট করা।

(২) সুগন্ধি ব্যবহার করা।

(৩) বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া।

(৪) স্থল প্রাণী শিকার করা।

(৫) স্বামী-স্ত্রী সহবাহ করা এবং সহবাস পূর্ব কর্মে লিপ্ত হওয়া।

(৬) নেকাব দিয়ে মেয়েদের মুখ মন্ডল ঢেকে রাখা, অবশ্য সম্মুখে অপরিচিত পুরুষ আসলে উরনা দিয়ে মুখ ঢেকে নিবে। মেয়েদের হাত মোজা পরিধান করা।

(৭) পুরুষদের সেলাই করা অর্থাৎ শরীরের অঙ্গসমূহ ফুটে উঠে যেমন জামা, পায়জামা, প্যান্ট, গেঞ্জি ইত্যাদি কাপড় পরিধান করা।

হাজ্জ ও উমরার তালবীয়া ঃ

[৬৪৮] মুখতাসার ফিকহ ইসলামী-৬৫৮ পৃঃ।

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ
لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ

উচ্চারণ ঃ লব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইক লা-শারীকা লাকা লাব্বইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান্নি‘মাতা লাকা ওয়াল মুল্ক লা-শারীকা লাকা।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার দারবারে হাজির, আমি তোমার দারবারে উপস্থিত, আমি তোমার দরবারে হাজীর তোমার কোনই শরীক নেই, তোমার দরবারেই হাজির, সর্বপ্রকার প্রশংসা এবং সকল নেয়ামত সবইতো তোমার, সর্বযুগে ও সর্বত্র তোমারই রাজত্ব, তোমার কোনই শরীক নেই।”[৬৪৯]

উমরার কার্যাবলী ঃ[৬৫০]

১। ভাল ভাবে গোসল-পবিত্র হয়ে পুরুষেরা ইহরামের কাপড় এবং মেয়েরা সাধারণ পোষাক পরিধান করবে।

২। মীকাত হতে ইহরাম বেঁধে তাওয়াফের পূর্ব পর্যন্ত তালবীয়াহ পাঠ করতে থাকবে।

৩। হাজরে আসওয়াদ হতে শুরু করে সাত চক্কর তাওয়াফ করবে।

৪। দু‘রাকাআত তাওয়াফের সালাত আদায় করবে।

৫। সাফা ও মারওয়ার সাত চক্কর সাঈ করবে।

৬। সর্বশেষে পুরুষের মাথার চুল মুড়ান বা ছাটা এবং মেয়েরা চুলের অগ্রভাগের সামান্য কাটার মাধ্যমে হালাল হয়ে যাবে।

হাজ্জের প্রকার ভেদ ঃ

(১) **হাজ্জে তামাত্তু ঃ** এটা একই সময়ে প্রথমে উমরার ইহরাম বেঁধে ৮ই যিল হাজ্জে হাজ্জের ইহরাম বেঁধে হাজ্জ এর কার্য সম্পাদন করাকে তামাত্তু হজ্জ বলা হয়। এটাই সবচেয়ে উত্তম।

[৬৪৯] সহীহ বুখারী হাঃ (১৫৪৯)।
[৬৫০] মানাসিকুল হাজ্জু ওয়াল উমরাহ-৭১ পৃঃ।

(২) **হাজ্জে কিরান ঃ** একই সাথে হাজ্জ ও উমরার নিয়্যাত করে উমরা শেষ হওয়ার পর ইহরাম অবস্থায় থেকে হাজ্জের কাজ সম্পদনের নাম কিরান হাজ্জ।

(৩) **হাজ্জে এফরাদ ঃ** এটা শুধুমাত্র হাজ্জ এর ইহরাম বেঁধে হাজ্জের কার্য সম্পাদন করে হালাল হওয়াকে হাজ্জে ইফরাদ বলা হয়।

হাজ্জের কার্যবলী ঃ

১। ৮ই যুলহিজ্জায় তামাত্তু হাজ্জকারী নতুন ইহরামে আর অন্যরা পূর্বের ইহরামে মিনায় যাবে এবং সেখানে যোহর হতে ফজর পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করবে।

২। ৯ই যুল হিজ্জায় সূর্য উদয়ের পর আরাফার দিকে বের হবে এবং সেখানে সূর্য পশ্চিমে ঢলে যাওয়ার পর এক আযানে দু‘ ইকামাতে একত্রে যোহর ও আসর (২+২) কসর সালাত আদায় করবে। অতঃপর সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করবে এবং দু‘আয় মগ্ন থাকবে।

৩। মাগরিবের পর মুযদালিফার দিকে বের হয়ে সেখানে মাগরিব ও ঈশা এক আযানে দু‘ ইকামাতে পড়বে। এর পরই সেখানে রাত্রি যাপন করবে।

৪। সেখানে ফজর পড়ে কিছুক্ষণ দু‘আ করে- মিনার দিকে বের হবে।

৫। ১০ই যুলহিজ্জায় সর্ব প্রথম বড় জামরায় ৭টি কঙ্কর মারবে, এরপর কুরবানী, মাথা মন্ডল বা চুল ছোট করে কাটবে এবং মক্কায় গিয়ে তাওয়াফ ও সাঈ করবে। এ সিরিয়ালে করতে পারলে ভাল, যদি সম্ভব না হয় তাতে কোন অসুবিধা নেই।

৬। ১১ ও ১২ যুলহিজ্জায় সূর্য ঢলে যাওয়ার পর তিন জামরায় (৭×৩) = ২১টি পাথর মারবে এবং ১০ ও ১১ দিবাগত রত্রি মিনায় যাপন করবে।

৭। সর্বশেষ বিদায় মূহুর্তে বিদায়ী তাওয়াফ করে ঘরে ফিরবে।

মদীনা যিয়ারাত ঃ

মদীনা যিয়ারাত হাজ্জ বা উমরার কোন অংশ নয়। তবে সুযোগ হলে মাসজিদ নাবাবী যিয়ারাতে যেতে পারে। তাই মদীনা যিয়ারাতের সময় নিয়্যাত থাকতে হবে মাসজিদ যিয়ারাত, কবর যিয়ারাত নয়। মদীনায় যখন পৌঁছে যাবে তখন নাবী ﷺ এর কবর, বাকী কবরাস্থান, শুহাদা উহুদ, মাসজিদে কুবা অর্থাৎ মাসজিদ নাববীসহ মোট পাঁচটি স্থান যিয়ারাত করা বৈধ মদীনায় পোঁছার পর, এছাড়া অন্য কোন স্থান যিয়ারাত শরীয়াত সম্মত নয়।

পঞ্চম অধ্যায়

الباب الخامس : الأدعية والأذكار

দু'আ ও যিক্‌র আয্‌কার সম্পর্কীয়

কতিপয় মাহাত্ম্যপূর্ণ সূরা ও তার অনুবাদ

সালাতের প্রতিটি সূরা, কির'আত ও দু'আ বুঝে পড়া উচিত। কেননা বুঝে না পড়লে সালাতে মন বসে না এবং স্বাদও পাওয়া যায় না ফলে বিভিন্ন কুচিন্তা মনে চলে আসে। তাই এ বইয়ে প্রতিটি দু'আ অর্থসহ নিয়ে আসা হয়েছে। তার সাথে এখানে কতিপয় মাহাত্ম্যপূর্ণ ছোট ছোট সূরা এবং তার বাংলা উচ্চারণ ও অনুবাদ দেওয়া হলো যাতে মুসল্লীগণ ঐ সূরাগুলো পড়ার সময় অর্থ বুঝতে পারেন।

সূরা আল-আস্‌র

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالْعَصْرِo إِنَّ الإِ<نْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍo إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِo

উচ্চারণ ঃ (১) ওয়াল্ 'আস্‌রি, (২) ইন্নাল্ ইন্‌সা-না লাফী খুস্‌রি, (৩) ইল্লাল্লাযীনা আ-মানূ ওয়া 'আ-মিলুস্ সালিহা-তি ওয়াতাওয়া-সাওবিল্ হাক্বকি- ওয়া তাওয়া-সাও বিস্‌সাব্‌র।

অর্থঃ (১) আসরের (কাল প্রবাহের) কসম! (২) নিশ্চয়ই মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। (৩) কিন্তু যারা (আল্লাহকে) বিশ্বাস করে এবং ভাল কাজ করে, আর একে অপরকে সত্যের উপদেশ দান করে এবং (বিপদে-আপদে) পরস্পরকে ধৈর্যধারণের পরামর্শ দান করে (তারা ঐ ক্ষতির মধ্যে নহে)।

সূরা আল কাওসার

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ o فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ o إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَ>بْتَرُ o

উচ্চারণ ঃ (১) ইন্না- আ'অতাইনা-কাল্ কাওছার (২) ফাসল্লি লিরব্বিকা ওয়ান্হার (৩) ইন্না শা-নিআকা হুআল আব্তার।

অর্থ ঃ (১) (হে মুহাম্মাদ!) নিশ্চয়ই আমি তোমাকে কাওছার দান করেছি। (২) অতএব তুমি (ঐ মহাদানের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ) তোমার প্রতি পালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় কর এবং কুরবানী কর। (৩) নিঃসন্দেহে তোমার দুশমনই লেজ কাটা বা নির্বংশ।

সূরা আল কা-ফিরূন

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ o لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ o وَلاَ أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ o وَلاَ أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ o وَلاَ أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ o لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ o

উচ্চারণ ঃ (১) কুল্ ইয়া-আইয়্যহাল্ কা-ফিরুন। (২) লা-আ'বুদু মা- তা'বুদুন। (৩) ওয়ালা- আন্তুম্ আ-বিদূনা মা-আ'বুদ। (৪) ওয়া লা- আনা-আ-বিদুম্ মা-আবাদ্তুম। (৫) ওয়ালা-আন্তুম্ আ-বিদূনা মা-আবুদ। (৬) লাকুম্ দীনুকুম্ ওয়ালিয়া দীন।

অর্থ ঃ (১) (হে মুহাম্মদ) তুমি বলে দাও ওহে সত্য প্রত্যাখ্যানকারী কাফিরগণ! (২) আমি তার ইবাদত করিনা তোমরা যার পূজা কর। (৩) আর তোমরাও তাঁর পূজারী নও আমি যাঁর ইবাদাত করি।

(৪) এবং আমি তার ইবাদাতকারী হবনা তোমরা যার পূজা করে আসছ। (৫) আর তোমরাও তাঁর পূজারী হবে না আমি যাঁর ইবাদাত করছি। (৬) (অতএব) তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম এবং আমার জন্য আমার দীন।

সূরা আল-ইখ্লাস

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ o اللهُ الصَّمَدُ o لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ o وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ" كُفُواً أَحَدٌ o

উচ্চারণ ঃ (১) কুল হুয়াল্লাহু আহাদ। (২) আল্লা-হুস্সামাদ। (৩) লাম্ ইয়ালিদ। (৪) ওয়া লাম্ ইউলাদ। (৫) ওয়া লাম্ ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান্ আহাদ।

অর্থ ঃ (১) হে নবী তুমি বলেদাও সেই আল্লাহ একক, (২) যে আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন (অথচ সবাই তাঁরই মুখাপেক্ষী), (৩) তিনি (কাউকে) জন্ম দেননি এবং (কারো হতে) তিনি জন্মলাভও করেনি। (৪) আর তাঁর সমকক্ষ কেউই নেই।

সূরা আল্-ফালাক

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ o مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ o وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ o وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ o وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ o

উচ্চারণ ঃ ১। কুল আ'উযু বিরাব্বিল্ ফালাক্ব, ২। মিন্শার্‌রি মা-খালাক্ব, ৩। ওয়ামিন শার্‌রি গা-সিক্বিন ইযা- ওয়াক্বাব, ৪। ওয়ামিন্ শার্‌রিন নাফ্ফা-ছা-তি ফিল 'উকাদ। ৫। ওয়ামিন্ শার্‌রি হাসিদিন্ ইযা-হাসাদ।

অর্থ ঃ ১। তুমি বল! আমি ভোরের প্রতি পালকের আশ্রয় চাচ্ছি। ২। সেই সমস্ত জিনিষের অনিষ্ট থেকে যা তিনি সৃষ্টি করেছেন। ৩। এবং অন্ধকারের অনিষ্ট থেকে যখন তা (বিশ্ব চরাচরকে) ঢেকে নেয়, ৪। আর গিরাসমূহে ফুঁক দানকারীনীদের দুষ্কৃতি থেকে, ৫। এবং হিংসুক ব্যক্তির ক্ষতি থেকে।

সূরা আন্-নাস

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ o مَلِكِ النَّاسِ o إِلٰهِ النَّاسِ o مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ o الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُوْرِ النَّاسِ o مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ o

উচ্চারণ ঃ (১) কুল, আ'উযু বিরাব্বিন্ না-স, (২) মালিকিন্ না-স, (৩) ইলা-হিন্ না-স, (৪) মিন্ শার্‌রিল্ ওয়াস্‌ওয়া-সিল খান্না-স, (৫) আল্লাযী ইউওয়াসবিসু ফী সুদূরিন্না-স, (৬) মিনাল্ জিন্নাতি ওয়ান্না-স।

অর্থ ঃ (১) তুমি বল, আমি মানুষের প্রতি পালকের, (২) মানুষের মালিকের, (৩) মানুষের উপাস্যের আশ্রয় প্রার্থনা করছি, (৪) সেই লুকায়িত কুমন্ত্রণা দানকারীর দুষ্কৃতি থেকে, (৫) যে মানুষের অন্তরসমূহে কুমন্ত্রণা দান করে, (৬) জিন ও ইনসানের মধ্য হতে।

মুনাজাতের নিয়ম ও কতিপয় দু'আ

প্রথমে আল্লাহ তা'আলার হামদ বা প্রশংসা করে এবং তাঁর গুণাবলী বর্ণনা করে নবী (ছ)-এর উপর দরুদ পড়ে নিম্ন লিখিত কুরআন ও হাদীসের দু'আগুলি পড়া উত্তম।[৬৫১]

কাকুতি মিনতির দু'আ

[৬৫১] দু'আ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় জানার জন্য লিখকের তথ্য ও গবেষনা মূলক গ্রন্থ "যিকির, দু'আ ও শরীয়ত সম্মত ঝাড়ফুঁক" (প্রকাশের পথে) পাঠ করুন।

আদম (আঃ)-এর কাকুতি মিনতির দু'আ–

رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ.

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা- যলাম্‌না- আন্‌ফুসানা- ওয়াইন্ লাম্ তাগ্‌ফির লানা- ওয়াতার্‌হাম্‌না- লানাকূনান্না- মিনাল খা-সিরীন।[৬৫২]

অর্থঃ হে আমাদের প্রভু! আমরা আমাদের আত্মার প্রতি জুলুম করেছি, তুমি যদি আমাদের ক্ষমা না কর ও আমাদের প্রতি সদয় না হও তাহলে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে শামিল হয়ে যাবে।

দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণকামী দু'আ

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

উচ্চারণ ঃ রাব্বনা- আ-তিনা ফিদ্দুন্‌ইয়া- হাসানাতাও ওয়া ফিল্ আ-খিরাতি হাসানাতাও ওয়া কিনা-আযা-বান্ না-র।[৬৫৩]

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ দান করুন এবং জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন।

পিতা-মাতার জন্য দু'আ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ তোমার পিতা-মাতার জন্য নিবেদিত ও বিনয়ী হও, তাদের পরিচর্যায় আত্ম নিয়োগ কর এবং তাদের জন্য এই বলে দু'আ কর ঃ

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً

উচ্চারণ ঃ রাব্বিরহাম্ হুমা- কামা- রাব্বায়া-নী সাগীরা।[৬৫৪]

অর্থ ঃ হে প্রভু! তাদের দু'জনের প্রতি রহম করুন যেমনিভাবে তারা আমার ছোট কালে আমাকে লালন-পালন করেছেন।

[৬৫২] সূরা আল-আরাফ আয়াত– ২৩।
[৬৫৩] সূরা আল-বাকারা আয়াত– ২০১।
[৬৫৪] সূরা বানী ইসরাইল আয়াত– ২৪।

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

Deleted: ٮ

উচ্চারণ ঃ রাব্বিগফির্লী ওয়ালি- ওয়ালিদাইয়া ওয়ালিল মু’মিনীনা ইয়াওমা ইয়াকূমুল হিসা-ব।[৬৫৫]

অর্থঃ হে আমার প্রভু! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার পিতা-মাতা ও সকল মুমিন মুসলমানকে কিয়ামতের দিবসে ক্ষমা কর।

স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি ও মুখের জড়তা দূরের দু‘আ

Formatted: Indent: First line: 0", Space Before: 2 pt, After: 2 pt

رَبِّ زِدْنِي عِلْماً.

উচ্চারণ ঃ রাব্বি যিদ্নী ‘ইলমা।[৬৫৬]

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাকে অধিক ইলম (জ্ঞান) দান কর।

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاحْلُلْ عُقْـــدَةً مِّـــنْ لِّسَانِي، يَفْقَهُوا قَوْلِي.

উচ্চারণ ঃ রাব্বিশ্ রাহ্লী সদ্রী ওয়া ইয়াস্সির্লী আম্রী ওয়াহ্লুল্ ‘উক্দাতাম্ মিল্ লিসানী ইয়াফ্কাহূ কাওলী।[৬৫৭]

Deleted: য়াহ

অর্থ ঃ হে প্রভু! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দাও এবং আমার কাজ সহজ করে দাও, আমার জিহ্বা হতে জড়তা দূর করে দাও যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে।

স্ত্রী ও সন্তানদের আনুগত্যশীলের জন্য দু‘আ

Formatted: Indent: First line: 0", Space Before: 6 pt, After: 2 pt

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً.

[৬৫৫] সূরা ইব্রাহীম আয়াত– ৪১।
[৬৫৬] সূরা ত্বহা আয়াত– ১১৪।
[৬৫৭] সূরা ত্বহা আয়াত– ২৫-২৮।

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা- হাব্ লানা- মিন্ আয্ওয়া-জিনা- ওয়া জুররিয়্যাতিনা কুর্রাতা আ‘ইউনিওঁ ওয়াজ্ ‘আলনা লিল্ মুত্তাকীনা ইমামা।[৬৫৮]

Deleted: ন

Deleted:

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু! আমাদের স্ত্রী ও আমাদের সন্তান সন্তুতির মধ্যে আমাদের নয়ন জুড়ানো বস্তু দান কর এবং আমাদিগকে পরহেজগারদের ইমাম বানাও।

সু-সন্তান লাভের দু‘আ

Formatted: Indent: First line: 0", Space Before: 2 pt, After: 2 pt

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ.

উচ্চারণ ঃ রাব্বি হাব্লী মিল্লাদুন্কা জুর্রিয়্যাতান ত্বাইয়্যিবাতান ইন্নাকা সামিউদ্ দু‘আ।[৬৫৯]

অর্থ ঃ হে আমার প্রভু! আমাকে তোমার পক্ষ হতে পবিত্র সন্তান দান কর, নিশ্চয়ই তুমি দু‘আ শ্রবণ কারী।

বিশ্ব মুসলিমের জন্য দু‘আ

Formatted: Indent: First line: 0", Space Before: 2 pt, After: 2 pt

বিশ্ব মুসলিমের (জীবিত ও মৃত সকলের) ক্ষমা প্রার্থনার জন্য আল্লাহর শিখানো দু‘আ ঃ

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَـــلْ فِـــي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوْفٌ رَحِيمٌ.

Deleted: إ

উচ্চারণ ঃ রাব্বানাগ্ফির- লানা- ওয়া লিইখ্ওয়ানিনাল্লাযীনা সাবাকূনা বিল্ ঈমান, ওয়ালা- তাজ্আল ফী কুলূবিনা- গিল্লাল লিল্লাযীনা আমানু রাব্বানা- ইন্নাকা রাউফুর রাহীম।[৬৬০]

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের সেই সব ভাইদের ক্ষমা কর, যারা ঈমানের সাথে চলে গেছেন এবং

[৬৫৮] সূরা আল-ফুরকান আয়াত– ৭৪।
[৬৫৯] সূরা আলে-ইমরান আয়াত– ৩৮।
[৬৬০] সূরা আল-হাশর আয়াত– ১০।

আমাদের অন্তরে সেই সকল জীবিত লোকদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষভাব এনে দিওনা যারা ঈমান এনেছে। হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয় তুমি দয়াময়।

মুসলিম হয়ে মৃত্যু বরণের দু'আ

فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الـدُّنْيَا وَالآخِـرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ.

উচ্চারণ ঃ ফাতিরাস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্‌যি আন্‌তা ওয়ালিইয়্যি ফিদ্ দুন্‌ইয়া ওয়াল্ আখিরাতি তাওয়াফ্‌ফানী মুসলিমাওঁ ওয়া আল্‌হিক্‌নী বিস্‌সালিহীন।[৬৬১]

অর্থ ঃ (হে আল্লাহ!) আসমান জমিনের সৃষ্টি কর্তা তুমিই ইহকাল ও পরকালে আমার অভিভাবক, তুমিই আমাকে মুসলিম হিসাবে মৃত্যুদান কর এবং সৎ লোকদের সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ দান কর।

মৃত্যুর কষ্ট থেকে বাঁচার দু'আ

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ اللَّهُمَّ اغْفِرْلِـي وَارْحَمْنِـي وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الأَعْلَى.

উচ্চারণ ঃ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ইন্না লিল্ মাউতি সাকারা-ত, আল্লা-হুম্মাগ্‌ফিরলী ওয়ার্ হাম্‌নী ওয়া আল্‌হিক্‌নী বির্‌রাফীকিল 'আলা।[৬৬২]

অর্থ ঃ আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই, নিশ্চয়ই মৃত্যুর ভয়াবহ কষ্ট রয়েছে, হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করো, আমার প্রতি দয়া করো এবং আমাকে উত্তম বন্ধুর সাথে মিলিয়ে দাও।

বার্ধক্যের দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তির দু'আ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ

[৬৬১] সূরা ইউসুফ আয়াত- ১০১।
[৬৬২] সহীহ বুখারী হাঃ- (৪৪৪০)।

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল যুব্‌নি ওয়া আউযুবিকা মিনাল্ বুখ্‌লি ওয়া আউযুবিকা মিন্ আরযালিল 'উমুরি ওয়া আউযুবিকা মিন ফিত্‌নাতিদ্‌দুন্‌ইয়া ওয়া আযাবিল কাব্‌র।[৬৬৩]

অর্থ ঃ হে আল্লাহ নিশ্চয়ই আমি তোমার নিকট শারীরিক দুর্বলতা, কৃপণতা, বার্ধক্যের দুঃখ কষ্ট এবং দুনিয়ার ফিতনা ফাসাদ ও কবরের আযাব হতে আশ্রয় চাচ্ছি।

ঋণ ও চিন্তা মুক্ত হওয়ার দু'আ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল্ হাম্মি ওয়াল্‌হুয্‌নি ওয়া আউযুবিকা মিনাল আজ্‌যি ওয়াল্ কাস্‌লি ওয়া আউযুবিকা মিনাল্ বুখ্‌লী ওয়াল জুব্‌নি ওয়া আউযুবিকা মিন্ গালাবাতিদ্ দাইনি ওয়া কাহ্‌রিররিজা-ল।[৬৬৪]

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চিন্তা ভাবনা থেকে মুক্তি চাই, অপারগতা ও অলসতা হতে বাঁচতে চাই, কৃপণতা ও কাপুরুষতা থেকে পরিত্রাণ চাই, ঋণের বোঝা ও মানুষের জবর দস্তি (ক্রোধ) থেকে রেহাই চাই।

শির্ক হতে বাঁচার দু'আ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُبِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَ أَنَا أَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لاَ أَعْلَمُهُ

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা আন উশরিকা বিকা ওয়া আনা আ'লামু ওয়া আস্‌তাগ্‌ফিরুকা লিমা-লা-আ'লামুহু।[৬৬৫]

[৬৬৩] সহীহ বুখারী, মিশকাত-৮৮ পৃঃ।
[৬৬৪] সহীহ বুখারী মুসলিম, মিশকাত তাহকীক- ২/৭৫৯ পৃঃ।
[৬৬৫] আহমাদ, সহীহ আল জামি-হিসনুল মুসলিম দু'আ নং-২০৩।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি জেনে শুনে তোমার সঙ্গে শরীক করা হতে পরিত্রাণ চাই এবং অজ্ঞাত অবস্থায় যা করে ফেলি তা হতে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

কবরের আযাব থেকে বাঁচার দু'আ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী-আউযুবিকা মিন্ আযাবিল কাব্‌র।[৬৬৬]

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট কবরের আযাব থেকে মুক্তি চাই।

জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তির দু'আ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন্ 'আযা-বি জাহান্নাম।[৬৬৭]

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট জাহান্নামের শাস্তি হতে মুক্তি চাই।

জান্নাত লাভের দু'আ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ جَنَّةَ الْفِرْدَوْسِ

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা জান্নাতাল ফিরদাউস।[৬৬৮]

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট 'জান্নাতুল ফেরদাউস' প্রর্থনা করছি।

হালাল রিজিকের জন্য দু'আ

اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

[৬৬৬] সহীহ বুখারী হাঃ (৮৩৩)।
[৬৬৭] সহীহ বুখারী হাঃ (১৩৭৭)।
[৬৬৮] বুখারী, মুসলিম।

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাক্‌ফিনী বি হালা-লিকা 'আন্ হারা-মিকা ওয়াগ্‌নিনী বি ফায্‌লিকা 'আম্মান সিওয়াকা।[৬৬৯]

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি তোমার হারাম বস্তু হতে বাঁচিয়ে তোমার হালাল রিয্‌ক দ্বারা আমাকে পরিতুষ্ট করে দাও। এবং তোমার অনুগ্রহ দ্বারা তুমি ভিন্ন অন্য সকল হতে আমাকে অমুখাপেখী করে দাও।

সাইয়্যেদুল ইস্তিগ্‌ফার বা ক্ষমা প্রার্থনার শ্রেষ্ঠ দু'আ

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَـــا عَلٰـــى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَـــنَعْتُ أَبُــوءُ لَـــكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوْءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْلِي فَإِنَّه" لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মা আন্‌তা রাব্বী লা-ইলাহা ইল্লা আন্‌তা খালাক্‌তানী ওয়া আনা আব্‌দুকা ওয়া আনা 'আলা আহ্‌দিকা ওয়া ওয়া'দিকা মাস্‌তাতা'তু আ'ঊযুবিকা মিন্ শার্‌রি মা সানা'তু আবূ-উ লাকা বিনি'মাতিকা 'আলাইয়্যা ওয়া আবূ-উ বিযাম্‌বি ফাগ্‌ফিরলী ফাইন্নাহু লা-ইয়াগ্‌ফিরুয্ যুনূবা ইল্লা আন্‌তা।[৬৭১]

অর্থ ঃ হে আল্লাহ তুমিই আমার প্রভু। তুমি ব্যতীত সত্যিকার কোন মা'বূদ নেই, তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ, আমি তোমার বান্দা, আমি সাধ্যানুযায়ী তোমার ওয়াদা অঙ্গীকারের উপর ঠিক রয়েছি। আমি তোমার নিকট আমার কৃত অন্যায় আচরণ হতে আশ্রয় চাচ্ছি, আমি তোমার নি'আমতকে স্বীকার করছি যা তুমি আমার প্রতি দান করেছ এবং আমার অপরাধও স্বীকার করছি। কাজেই তুমি আমাকে ক্ষমা কর, কেননা তুমি ব্যতীত অন্য কেউ গুনাহ ক্ষমা করতে পারেনা।

[৬৬৯] তিরমিযী-৫/৫৬০ পৃঃ।
[৬৭১] সহীহ বুখারী, মিশকাত তাহকীক-হাঃ (২৩৩৫)।

প্রার্থনা কবুল ও মুনাজাত সমাপ্তির দু'আ

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْـــتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা তাক্বাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আন্তাস্ সামীউল আলীম, ওয়াতুব আলাইনা ইন্নাকা আন্তাত্ তাও্ওয়াবুর রহীম।[৬৭২]

অর্থঃ হে প্রভু! তুমি আমাদের প্রার্থনা কবুল কর এবং আমাদের তৌবা গ্রহণ কর, নিশ্চয় তুমি তৌবা কবুলকারী দয়াময়।

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ.

উচ্চারণ ঃ সুব্হা-না রাব্বিকা রাব্বিল ইয্যাতি আম্মা ইয়াসিফূন ওয়া সালামুন আলাল্ মুরসালীন ওয়াল হাম্দু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।[৬৭৩]

অর্থঃ তোমার প্রভু, সম্মানিত প্রভু তাহাদের (কাফেরদের) অপবাদ হতে পবিত্র। সকল রাসূলদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক এবং সকল প্রশংসার একমাত্র মালিক আল্লাহ, যিনি সমগ্র জগতের প্রতিপালক।

কালিমা শাহাদাত

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

উচ্চারণ ঃ আশ্হাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলুল্লাহ্।[৬৭৪]

অর্থ ঃ আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত সত্যিকার কোন মা'বুদ নেই এবং আরো সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।

[৬৭২] সূরা আল-বাকারা আয়াত– ১২৭ ও ১২৮।
[৬৭৩] সূরা সাফ্ফাত আয়াত– ১৮০-১৮২।
[৬৭৪] সহীহ বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত- হা ০৪।

কালিমা তাওহীদ

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَه" لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُـــوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ–

উচারণ ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু লাহুল-মুল্কু ওয়া লাহুল্ হাম্দু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।[৬৭৫]

অর্থ ঃ আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকার কোন উপাস্য নাই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। সমগ্র রাজত্ব একমাত্র তাঁরই জন্য ও সকল প্রকারের প্রশংসা তাঁরই এবং তিনি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতা বান।

কালিমা তামজীদ

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ সুব্হানাল্লাহি ওয়াল্হাম্দু লিল্লাহি ওয়া লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার।[৬৭৬]

অর্থঃ আল্লাহ অধিক পবিত্র, আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা আর আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকার কোন উপাস্য নাই এবং আল্লাহ মহান।

দু'টি অধিক ফযীলত পূর্ণ প্রিয় ও সহজ কালিমা (বাক্য)

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ,, سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ

উচ্চারণ ঃ সুব্হানাল্লাহি ওয়া বিহাম্দিহী ওয়া সুব্হানাল্লাহিল আযীম।[৬৭৭]

অর্থ ঃ আল্লাহ অধিক পবিত্র ও আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা। আরো মহান আল্লাহ পবিত্র।

[৬৭৫] বুখারী।
[৬৭৬] বুখারী, মুসলিম।
[৬৭৭] সহীহ বুখারী সর্বশেষ হাদীস।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হতে কতিপয় প্রয়োজনীয় দু'আ

শয়ন কালের দু'আ

اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মা বিস্‌মিকা আমূতু ওয়া আহ্‌ইয়া।[৬৭৮]

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমারই নাম নিয়ে মৃত্যু বরণ করছি (ঘুমাতে যাচ্ছি)। আর তোমারই নাম নিয়ে জিবিত হব (ঘুম থেকে উঠব)।

ঘুম থেকে জেগে দু'আ

الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ

উচ্চারণ ঃ আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহিল্লাযী আহ্‌ইয়া-না- বা'দা মা- আমা-তানা ওয়া ইলাইহিন্ নুশুর।[৬৭৯]

অর্থ ঃ সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদের মৃত্যু দান করার পর পুনরায় জীবন দান করেছেন, আর তাঁরই নিকট (আমাদের) ফিরে যেতে হবে।

সালাম ও সালামের জবাব

কারো সাথে কথা বলার পূর্বে সালাম দিতে হবে। "আস্‌সালামু আলাইকুম" বললে ১০ নেকি, আর এর সাথে "ওয়া রাহমাতুল্লাহ" বললে ২০ নেকী, আর যদি "ওয়া বারাকাতুহু" বলে তাহলে ৩০ নেকী এর চেয়ে বৃদ্ধির কোন সহীহ দলীল নেই।[৬৮০]

যে আগে সালাম দিবে সে আল্লাহর নিকট প্রিয় বলে গণ্য হবে এবং অহংকারমুক্ত হবে। যতবেশী সালাম দিবে ততো বেশী মহব্বত বাড়বে।[৬৮১]

---

[৬৭৮] বুখারী হা ৬৩২৪।
[৬৭৯] বুখারী হাঃ ৬৩২৪।
[৬৮০] আবূ দাউদ, তিরমিযী, ফিকহুল আদ্‌ইয়াহ ওয়াল আয্‌কার- ৩/২৮১।
[৬৮১] মুসলিম, আবূ দাউদ, ফিকহুল আদ্‌ইয়াহ ওয়াল আয্‌কার- ৩/২৭৯,২৮০।

সালামের জবাবে সালাম দাতার চেয়ে বেশী বলতে পারলে উত্তম, তবে বেশী না হলেও ততটুকু অবশ্যই বলতে হবে।[৬৮২]

দলের পক্ষ হতে একজন সালাম দিলে যেমন সকলের পক্ষ থেকে হয়। তেমনি একজন জবাব দিলেও সকলের পক্ষথেকে হয়ে যাবে।[৬৮৩]

মুসাফাহার নিয়ম ও দু'আ

মুসাফাহা শব্দটি আরবী শব্দ। যার অর্থ হলো– এক হাতের তালু অপর জনের হাতের তালুর সাথে মিলানো। তাই উভয় ব্যক্তির ডান হাতের তালুদ্বয় মিলানোকে মুসাফাহা বলা হয়। এটা চার হাত দিয়ে নয় বরং এক এক করে দু'হাত দিয়ে।[৬৮৪]

মুসাফাহার সময় এ দু'আ পড়বে– نَحْمَدُ اللهَ وَنَسْتَغْفِرُهُ

উচ্চারণ ঃ নাহ্‌মাদুল্লাহা ওয়া নাস্তাগ্‌ফিরুহু

অর্থ ঃ আমরা আল্লাহর প্রশংসা করি এবং তাঁর কাছে ক্ষমা চাই।[৬৮৫]

হাঁচি ও হাঁচির প্রতি উত্তরে দু'আ

হাঁচি আসলে اَلْحَمْـــدُ لله (আল-হাম্‌দুলিল্লাহ) বলবে। যে শুনবে সে উত্তরে يَرْحَمُكَ اللهُ (ইয়ারহামু কাল্লাহ) অর্থঃ "আল্লাহ আপনার উপর অনুগ্রহ বর্ষণ করুন" বলবে এবং এটা শুনে হাঁচি দাতা বলবে– يَهْـــدِيْكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ (ইয়াহ্‌ দিকুমুল্লাহু ওয়া ইউস্‌লিহু বা-লাকুম)

অর্থঃ আল্লাহ আপনাদের সৎপথ প্রদর্শন করুন এবং অবস্থা ভাল করুন।[৬৮৬]

---

[৬৮২] সূরা আন-নিসা আয়াত– ৮৬।
[৬৮৩] সহীহ আবূ দাউদ হাঃ ৪৩৪২।
[৬৮৪] সহীহ তিরমিযী হাঃ ২১৯৫, সহীহ ইবনে মাজাহ হাঃ ২৯৮৭।
[৬৮৫] আবূ দাউদ সহীহ, মেশকাত, তাখরীজ শেখ আলবানী (রঃ) ৩/১৩২৭ পৃষ্টা, হাঃ নং– ৪৬৭৯।

খাবার শুরুতে দু'আ ও ভুলে গেলে যা বলতে হয়

যে কোন খাবার তা 'বিস্‌মিল্লাহ' বলে খেতে হয়। আর বিসমিল্লাহ বলা ভুলে গেলে যখনই স্মরণ হবে তখন বলবে بِسْمِ اللهِ أَوَّلَـــهُ وَآخِـــرَهُ (বিস্‌মিল্লাহি আওয়ালাহূ ওয়া আ-খিরাহূ) অর্থ ঃ প্রথমে ও শেষে আল্লাহর নামে (শুরু করলাম)[৬৮৭]

খাবার শেষে দু'আ

الْحَمْدُ لله الَّذِي أَطْعَمَنِي هٰذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلاَ قُوَّةٍ

উচ্চারণ ঃ আল হাম্‌দু লিল্লাহিল্লাযী আত্‌'আমানী হাযা ত্বতয়ামা ওয়া রাযাকা নীহি মিন্ গাইরি হাউলিম্ মিন্নী ওয়ালা কুও ওয়াতিন।[৬৮৮]

অর্থ ঃ সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাকে এ খাবার খাওয়ালেন, আমাকে রিযিক (আহার) দিলেন আমার কোনরূপ চেষ্টা ও শক্তি ছাড়াই।

যে পানাহার করালো তার জন্য দু'আ

اللّٰهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِيْ وَاسْقِ مَنْ سَقَانِيْ

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মা আত্বইম মান আত্বআমানী ওয়াস্‌কি মান সাকানী।[৬৮৯]

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! যে আমাকে আহার করালো তুমি তাকে আহার করাও এবং যে আমাকে পান করালো তুমি তাকে পান করাও।

اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মা বা-রিক্ লাহুম ফীমা রাযাক্‌তাহুম ওয়াগ্‌ফির্‌লাহুম ওয়ার্‌হামহুম।[৬৯০]

[৬৮৬] সহীহ বুখারী হাঃ ৬২২৪।
[৬৮৭] আবূ দাউদ, তিরমিযী, সহীহ জামে হাঃ ৩৮০।
[৬৮৮] আবূ দাউদ, তিরমিযী, সহীহ জামি হাঃ ৬০৮৬।
[৬৮৯] মুসলিম হাঃ ২০৫৫।
[৬৯০] মুসলিম হাঃ ২০৪২।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি তাদেরকে যে রিযিক দান করেছ তাতে তাদের জন্য বরকত দান করো, তাদের গুনাহ মাফ করো এবং তাদের প্রতি অনুগ্রহ করো।

নতুন কাপড়, জুতা ইত্যাদি পরিধানের দু'আ

اللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মা লাকাল হাম্‌দু আন্‌তা কাসাউ্তানীহ, আস্‌আলুকা মিন খাইরিহী ওয়া খাইরি মা সুনিআ'লাহু, ওয়া আউযুবিকা মিন্ শার্‌রিহী ওয়া শার্‌রি মা সুনিআ লাহু।[৬৯১]

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তোমারই জন্য সকল প্রশংসা। তুমিই এ কাপড় আমাকে পরিয়েছ। আমি তোমার কাছে এর মধ্যে নিহিত কল্যাণ ও এটি যে জন্য তৈরী করা হয়েছে সে সব কল্যাণ প্রার্থনা করি। আমি এর অনিষ্ট এবং এটি তৈরীর অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় কামনা করি।

বাড়ী হতে বের হওয়ার দু'আ

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ

উচ্চারণ ঃ বিস্‌মিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলা-ল্লাহ্, লা-হাওলা ওয়ালা- কুত্ত্ওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।[৬৯২]

অর্থ ঃ আল্লাহর নামে তাঁরই উপর ভরসা করে বের হলাম। আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যতীত নেক আমল করার এবং পাপ হতে বেঁচে থাকার সাধ্য-শক্তি কারো নাই।

সাইকেল হতে বিমান পর্যন্ত যে কোন যান বাহনে উঠে দু'আ

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ

[৬৯১] সহীহ আবূ দাউদ হাঃ ৩৩৯৩, সহীহ তিরমিযী হাঃ ১৪৪৬
[৬৯২] আবূ দাউদ, তিরমিযী, সহীহ আল জামে হাঃ ৪৯৯।

উচ্চারণ ঃ সুব্হা-না ল্লাযী সাখ্খারা লানা-হাযা ওয়ামা কুন্না-লাহু মুক্‌রিনীনা অ-ইন্না ইলা রাব্বিনা- লা মুন্‌কালিবূন।[৬৯৩]

অর্থ ঃ মহান আল্লাহ পুত-পবিত্র, যিনি আমাদের জন্য একে অনুগত করেছেন। আমরা এর ক্ষমতাসীন ছিলাম না। আর আমাদের প্রতিপালকের দিকেই আমাদের ফিরে যেতে হবে।

নৌকা বা পানি পথের বাহনে উঠে দু'আ

بِسْمِ اللهِ مَجْر□هَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

উচ্চারণ ঃ বিস্‌মিল্লাহি মাজরেহা ওয়া মুরসা-হা ইন্না রাব্বী লাগাফুরুর রহীম।[৬৯৪]

অর্থঃ আল্লাহর নামে এটা চলবে ও থামবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

মাজলিস বা বৈঠক হতে উঠার সময় দু'আ

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

উচ্চারণ ঃ সুব্হা-নাকা আল্লাহুম্মা ওয়াবিহাম্‌দিকা আশ্‌হাদু আল্ লা ইলা-হা ইল্লা আন্‌তা আস্‌তাগ্‌ফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইক।[৬৯৫]

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করি তোমার প্রশংসার সাথে। আমি সাক্ষ দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া সত্যিকারের কোন মা'বুদ নেই। আর তোমার কাছে ক্ষমা চাই। আর তোমার কাছেই তৌবা করছি।

বাড়ীতে প্রবেশ করার দু'আ

[৬৯৩] মুসলিম হাঃ ১৩৪২।
[৬৯৪] সূরা হুদ আয়াত– ৪১।
[৬৯৫] আবূ দাউদ, তিরমিযী- সহীহ তারগীব হাঃ ১৫১৬।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا وَعَلَى اللهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা খাইরাল্ মাওলাজি ওয়া খাইরাল মাখরাজি বিস্‌মিল্লাহি ওয়ালাজ্‌না ওয়া'আলাল্লাহি রাব্বিনা তাওয়াক্কালনা।[৬৯৬]

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আগমন ও নির্গমনের মঙ্গল চাই। তোমার নামে আমি প্রবেশ করি ও বের হই। আমাদের প্রভু আল্লাহর নামে ভরসা করলাম।

স্বামী-স্ত্রী মিলনের দু'আ

بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা জান্নিব্‌নাশ্ শাইতা-না ওয়া জান্নিবিশ শাইতা-না মা রাযাক্‌তানা।

অর্থ ঃ আল্লাহর নামে (আমরা মিলিতেছি) হে আল্লাহ ! তুমি আমাদের নিকট হতে শয়তানকে দূরে রাখ এবং যে সন্তান তুমি আমাদেরকে দান করবে তার নিকট হতেও শয়তানকে দূরে রাখিও।[৬৯৭]

বিদ্যুৎ চমক ও বজ্রপাতের সময় দু'আ

اللَّهُمَّ لاَ تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلاَ تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মা লা-তাক্বতুল্‌না বিগাযাবিকা ওয়া-লা-তুহ্‌লিক্‌না- বি'আযা-বিকা ওয়া'আ-ফিনা- ক্বাব্‌লা যালিক।[৬৯৮]

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি তোমার গজব দ্বারা মারিওনা এবং তোমার আযাব দ্বারা ধ্বংস করিওনা এবং তার পূর্বেই আমাদেরকে নিরাপত্তা দান করিও।

[৬৯৬] আবূ দাউদ, হাসান, আল আয্‌কার-৫০ পৃঃ।
[৬৯৭] সহীহ বুখারী হাঃ ৬৩৮৮। সহীহ মুসলিম হাঃ ১৪৩৪।
[৬৯৮] আল্ আয্‌কার-২৬২ পৃঃ।

নতুন চাঁদ দেখে দু'আ

اللهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِـالأ<مْـنِ وَالْإِيمَـانِ وَالسَّـلاَمَةِ وَالإ<سْلاَمِ وَالتَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللهُ

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হু আক্‌বার। আল্লা-হুম্মা আহিল্লা-হু 'আলাইনা-বিল-আম্‌নি ওয়াল ঈমানি ওয়াস্‌সালা-মাতি- ওয়াল ইসলাম, ওয়াত্‌তাওফীকি লিমা তুহিব্‌বু ওয়া তারযা রাব্বুনা ওয়া রাব্বুকাল্লাহ।[৬৯৯]

অর্থ ঃ আল্লাহ মহান, হে আল্লাহ! তুমি এই চাঁদকে নিরাপত্তা, ঈমান, ইসলাম ও শান্তির সাথে আমাদের মাঝে উদিত কর এবং (নেক আমলের) তাওফীকের সাথে যা তোমার নিকট পছন্দনীয় ও যাতে তুমি সন্তুষ্ট। হে চাঁদ আমার ও তোমার প্রতিপালক একমাত্র আল্লাহ।

কুরবানীর দু'আ

بِسْمِ اللهِ اللهُ أَكْبَرُ اَللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنّيْ وَمِنْ أَهْلِ بَيْتِيْ

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহি আল্লা-হু আক্‌বার, আল্লাহুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্‌নি ওয়া মিন্ আহ্‌লি বাইতী।[৭০০]

অর্থঃ আল্লাহর নামে (আরম্ভ করলাম) আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। হে আল্লাহ! তুমি আমার পক্ষ হতে এবং আমার পরিবারের পক্ষ হতে কুরবানী কবুল কর।

হারানো জিনিস খুজে পাওয়ার দু'আ

إِنَّ للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

উচ্চারণ ঃ ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি র-জিউন।[৭০১]

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তারই দিকে প্রত্যাবর্তন করবো।

[৬৯৯] দারেমী, ইবনু হিব্বান, তিরমিযী- হাসান, ও সহীহ ওয়াবেলুস্ সাইয়িব- ২২০ পৃঃ।
[৭০০] মুসলিম, আবূ দাউদ।
[৭০১] সূরা বাকারাহ আয়াত– ১৫৬।

অসুস্থ ব্যক্তির জন্য দু'আ

রুগীকে লক্ষ্য করে বলতে হবে ঃ

لاَ بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللهُ

উচ্চারণ ঃ লা-বাসা ত্বাহুরুন ইন্‌শাআল্লাহ।

অর্থ ঃ ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই, গুনাহ হতে পবিত্রতা হাসিল হবে ইন্‌শাআল্লাহ।[৭০২]

রুগীর গায়ে হাত রেখে বলতে হবে

اَللَّهُمَّ أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আয্‌হিবিল বা'সা রাব্বান্‌না-স, ওয়াশ্‌ফি আন্‌তাশ্ শা-ফী লা-শিফাআ ইল্লা-শিফা-উকা শিফাআল্ লা-ইগাদিরু সাকামা।[৭০৩]

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! খারাবী দূর করে দাও। হে মানব জাতির প্রতিপালক! তোমার আরগ্য ব্যতীত আর কোন রোগ মুক্তির ব্যবস্থা নেই। তোমার শিফা এমনই যা সমস্ত ব্যাধি দূর করে।

নিরানব্বইটি রোগের ঔষধ

রাসূলুল্লাহ ([illegible]) বলেন ঃ

لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ

উচ্চারণ ঃ লা-হাওলা ওয়ালা কুও্ওয়াতা ইল্লা-বিল্লা-হ।

অর্থ ঃ আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যাতীত সৎ কাজ করার এবং পাপ হতে বাঁচার কোন শক্তি সামর্থ্য নেই।

নিরানব্বইটি রোগের ঔষধ, তন্মধ্যে সহজতম রোগ হলো দুশ্চিন্তা।[৭০৪]

[৭০২] সহীহ বুখারী হাঃ ৫৬৫৬।
[৭০৩] সহীহ বুখারী, হাঃ ৫৭৪৩, সহীহ মুসলিম হাঃ ২১৯১।

মৃত্যু ও দুর্ঘটনার সংবাদ শুনলে দু'আ

إِنَّا لله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ أجِرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا

উচ্চারণ ঃ ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না-ইলাইহি রাজিউন। আল্লা-হুম্মা আজির্‌নী ফী মুসিবাতী ওয়াআখ্‌লিফ্‌লী খাইরাম্‌ মিন্‌হা।[৭০৫]

অর্থ ঃ আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমাদের তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে। হে আল্লাহ! আমাকে আমার বিপদের বিনিময়ে সওয়াব দাও এবং যা হারিয়ে গেছে তা অপেক্ষা উত্তম কিছু প্রদান কর।

মৃত্যু ব্যক্তিকে কবরে রাখার সময় দু'আ

بسم الله عَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ الله

উচ্চারণ ঃ বিস্‌মিল্লাহি ওয়া 'আলা- মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ।[৭০৬]

অর্থঃ আমি তোমাকে আল্লাহর নামে ও তাঁর রাসূলের তরীকায় রাখলাম।

কবর যিয়ারতের দু'আ

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ

উচ্চারণ ঃ আস্‌সালামু আলাইকুম ইয়া আহ্‌লাদ্‌দিয়ারি মিনাল্‌ মুমিনীনা ওয়াল মুস্‌লিমীন ওয়া ইন্না-ইনশাআল্লাহু বিকুম লা-হিকূন, নাস্‌আলুল্লাহা লানা ওয়ালাকুমুল আ-ফিয়াহ।[৭০৭]

অর্থ ঃ হে মুমিন ও মুসলিম কবর বাসীগণ। তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তোমাদের সাথে ইন্‌শাআল্লাহ আমরা মিলিত হব। আমরা আল্লাহর নিকট আমাদের জন্য ও তোমাদের জন্য শান্তি কামনা করছি।

---

[৭০৪] সহীহ বুখারী, মুসলিম, মিশকাত– ২০১।
[৭০৫] সহীহ মুসলিম- হাঃ-২১২৩।
[৭০৬] সহীহ তিরমিযী হাঃ-৮৩৬।
[৭০৭] সহীহ মুসলিম হাঃ-৯৭৫।

وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সবশেষে নাবী-রাসূলদের উপর সালাত এবং বিশ্বপ্রতিপালক সালাম ও আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা।

প্রমাণপঞ্জী

১। আল কুরআনুল কারীম।

হাদীস ও হাদীসের ব্যাখ্যামুলক গ্রন্থসমূহ

সহীহুল বুখারী দিল্লী ছাপা সহীহ মুসলিম দিল্লী ছাপা ৪। আবূ দাউদ শরীফ দিল্লী ছাপা ৫। তিরমিযী শরীফ দিল্লী ছাপা ৬। নাসায়ী শরীফ দিল্লী ছাপা ৭। ইবনে মাজাহ শরীফ দিল্লী ছাপা ৮। মিশকাত শরীফ দিল্লী ছাপা ৯। বুলুগুল মারাম, আল্লামা সফিউর রহমান মুবারক পুরীর টিকাসহ, রিয়াদ ছাপা ১০। মুআত্তা ইমাম মালিক, দিল্লী ছাপা ১১। তাহাবী শরীফ- দেওবন্দ ছাপা ১২। সহীহ ইবনে খুজাইমাহ- বৈরুত ছাপাম ১৩। মুস্তাদ্‌রাকে হাকীম, হায়দ্রাবাদ ছাপা ১৪। মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাক, বৈরুত ছাপা (১৯৭০ সংস্করণ) ১৫। ত্বাবারানী কাবীর (১৯৮০ সংস্করণ) ১৬। মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, বোম্বাই ছাপা ১৭। তালখিসুল হাবীর- দিল্লী ছাপা ১৮। কানযুল ওম্মাল- হায়দারাবাদ ছাপাম ১৯। বুখারীর ব্যাখ্যা ফতহুল বারী, রিয়াদ ছাপা ২০। বুখারীর ব্যাখ্যা ওমদাতুল কারী, দারুল ফিকর ছাপা ২১। তিরমিযীর ব্যাখ্যা তুহফাতুল আহওয়ারী, দিল্লী ছাপা ও মাকতাবা তিজারিয়াম ২২। তিরমিযীর ব্যাখ্যা আল আরফুশ্ শাযী, দেওবন্দ ছাপা ২৩। নাইলুল আওতার (ইমাম শাওকানীর) মাকতাবা দারুত্ তুরাছ, কাইরো, মিসরম ২৪। মিশকাতের ব্যাখ্যা মিরআতুল মাফাতীহ, ১ম খণ্ড লাহোর ছাপা ২৫। মিশকাতের ব্যাখ্যা মিরআতুল মাফাতীহ, ২য় খণ্ড লখনো ছাপা, (১৯৫৮ইং সংস্করণ)ম ২৬। মিশকাতের শরাহ- মিরকাত, দিল্লী ছাপা ২৭। মাউযুআতে কাবীর, দিল্লী ছাপা ২৮। মাজমাউয্ যাওয়ায়িদ, দেওবন্দ ছাপাম ২৯। ফতহুর রব্বানী- (সুসম্পাদিত মুসনাদে আহমাদ) ৩০। জামি উস সহীহ আস-সাগীর, শাইখ আলবানী (রঃ)ম ৩১। সহীহ আত্‌তারগীব, শাইখ আলবানী (রহ.)।

জীবনী, ফিকাহ ও বিবিধ গ্রন্থসমূহ

৩২। যাদুল মা'আদ, মাকতাবাহ আর মানার আল ইসলামীয়াহ ৬ষ্ঠ সংস্করণ- ১৯৮৪ ইংম ৩৩। মীযানে কুব্‌রা শাআরানী ৩৪। ইকাযুল হিমাম ৩৫। কাউলুল মুফীদ ৩৬। ইমাম যাহাবীর সিয়ারে আলামুন্নুবালাম ৩৭। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিমের ইলামুল মুআক্কেয়ীন ৩৮। মুহাদ্দেস শাহ ওয়ালী উল্লাহ- হুজ্জাতুল্লাহীল বালিগাহ ৩৯। ইমাম ইবনুল কায়্যিমের- আল ওয়াবেলুস সাইয়েব, রিয়াদ ছাপা ৪০। আল-মুহাল্লা ৪১। শরহে মাআনিল আফারম ৪২। ইমাম নওয়াব সিদ্দীক হাসান খানের 'বায্‌ল মান ফাআহ' আগ্রা ছাপা ৪৩। ইমাম যায়লায়ী হানাফীর নাসবুর রায়াহ, সুরাট ছাপা ১৯৩৮ইং সংস্করণ ৪৪। হিদায়াহ মাআ দিরায়াহ- দিল্লী ছাপা ৪৫। হিদায়ার ব্যাখ্যা ফতহুল কাদীর নোল কিশোর লাক্ষ্ণৌ ছাপা ৪৬। শরহে বিকায়াহ- মজীদী কানপুর ছাপা ৪৭। গুনইয়াতুত্বালেবীন, বাংলা অনুবাদ, ঢাকা ছাপা ৪৮। ইহইয়াউল উলুম, বাংলা অনুবাদ, ঢাকা ছাপা ৪৯। যাহরাতু রিয়াযিল আবরার ৫০ হিদায়ার উর্দূ অনুবাদ, আইনুল হিদায়া, নওল কিশোর ছাপা ৫১। আল্লামা আব্দুল ওহহাব মদরীর হিদায়াতুন্নাবী, করাচী ছাপা ৫২। ফাতাওয়া ও মাসায়েল, আল্লামা আব্দুল্লাহিল কাফী আল কুরাইশী ৫৩। আল্লামা মহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানীর সিফাতুসালাতিন্নাবী (ছ) ৫ম সংস্করণ ৫৪। মিফতাহুস সাআদাহ নামাযকী হাকীকাত, লাক্ষ্ণৌ ছাপা ৫৫। আল্লাম আইনুল বারীর- আইনী তুহফা সালাতে মুস্তফা (১ম খণ্ড ৩য় সংস্করণ, ২য় খণ্ড ২য় সংস্করণ) ৫৬। আল্লামা আবু মুহাম্মদ আলী মুদ্দীন সালাতু রাসূলিল্লাহ, ১ম সংস্করণ।